NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ হিমাচলের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যথিত অনুরাগ

আইএসএল আয়োজনে ফেডারেশনের অবস্থানে প্রশ্ন ৭

কলকাতা ১৪ জুলাই ২০২৫ ২৯ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.07.2025, Vol.19, Issue No. 35, 8 Pages, Price 3.00

রবিবার সকালে তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুর স্টেশনের কাছে একটি ডিজেলবাহী মালগাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড।

ভোটারের তালিকায় নেপালি-বাংলাদেশি !

কমিশন-সূত্রের দাবি ওড়ালেন তেজস্বী

পাটনা, ১৩ জুলাই: বিহারের ভোটার তালিকায় বিদেশি নাগরিকের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। বুথস্তরের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘোরার পর এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এক সংবাদসংস্থা কমিশনের সূত্র উল্লেখ করে এই খবর জানিয়েছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিশনের তরফে অবশ্য এই সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা এখনও করা হয়নি। তবে কমিশনের আধিকারিকদের উল্লেখ করে এক সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, 'প্রচুর সংখ্যক বিদেশি ভোটার' রয়েছে বিহারে। যদিও কমিশনের এই তালিকাকে 'রাবিশ' বলে অ্যাখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রীয় জনতা দল নেতা তেজস্বী যাদব এই সূত্র নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তাঁর প্রশ্ন, এটা কি সেই সূত্র, যারা বলেছিল, ইসলামাবাদ, করাচি ও লাহোর দখল হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, 'এই সূত্রকে আমি মূত্র মনে করি।' নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের 'সেল'-এর মতো কাজ করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সেখানকার ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) করতে উদ্যোগী হয়েছে কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন'। ভোটারদের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নথি দিতে বলা হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ারই অঙ্গ হিসাবে বুথস্তরের আধিকারিকরা বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। ভোটারদের পরিচয়, নথি যাচাই করছেন।

সূত্রের খবর, এর মধ্যেই বাংলাদেশ, নেপাল এবং মায়ানমারের নাগরিকদের খোঁজ মিলেছে, যাঁরা বিহারে আছেন। কমিশন সূত্রে দাবি, বেআইনি এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় থাকবে না। ওই তালিকা প্রকাশ করা হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। ১ অগস্টের পর থেকে এই সমস্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হবে। তারপর চূড়ান্ত হবে ভোটার তালিকা।

চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সেখানকার ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) করতে উদ্যোগী হয়েছে কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন'। ভোটারদের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নথি দিতে বলা হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ারই অঙ্গ হিসাবে বুথস্তরের আধিকারিকরা বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। ভোটারদের পরিচয়, নথি যাচাই করছেন। সূত্রের খবর, এর মধ্যেই বাংলাদেশ, নেপাল এবং মায়ানমারের নাগরিকদের খোঁজ মিলেছে, যাঁরা বিহারে আছেন। কমিশন সূত্রে দাবি, বেআইনি এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় থাকবে না। ওই তালিকা প্রকাশ করা হবে ৩০ সেপ্টেম্বর।

এসআইআরয়ের বিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিশন। ভোটারদের মধ্যে বিলি করা হয় ফর্ম। তা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ জুলাই। এরপর একটি খসড়া তালিকা ১ অগস্টের মধ্যে তৈরি করা হবে। কমিশনের তরফে ১১টি নথির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যেগুলি পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হবে। এই নথিগুলি ভোটারদের জমা দিতে হবে। এই তালিকায় আধার কার্ড, রেশন কার্ডের মতো সহজলভ্য নথি রাখা হয়নি।

কমিশনের এই ভোটার তালিকা সংশোধনের সিদ্ধান্তে প্রথম থেকেই আপত্তি তুলেছে বিরোধীরা। অভিযোগ, এর ফলে বহু মানুষ ভোটাধিকার হারাবেন। যাঁরা এত দিন ধরে ভোট দিয়ে আসছেন, তাঁদেরও কেন ভোটাধিকারের প্রমাণ দিতে হবে, প্রশ্ন তোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং অন্যরা এই সংক্রান্ত আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও করেছেন। মহুয়াদের আর্জি, অবিলম্বে কমিশনের এই এসআইআর স্থগিত করা হোক। বিহারের মতো অন্য কোনও রাজ্যে যাতে এই ধরনের নির্দেশ না দেওয়া হয়, তাও নিশ্চিত করুক আদালত। গত ১০ জুলাই এই সংক্রান্ত সমস্ত মামলা একত্রে শোনে আদালত। এসআইআর কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ না-করলেও আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ডও পরিচয়পত্র বিবেচনা করার কথা কমিশনকে বলেছেন বিচারপতি। ২৮ জুলাই আবার এই মামলার শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে।

শনিবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিহারের সকল ভোটারের কাছে ফর্ম বিলি করার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। যাঁদের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের ফর্ম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৮০.১১ শতাংশ ফর্ম জমাও পড়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। যার অর্থ, প্রতি পাঁচ জন ভোটারের মধ্যে চার জনই ফর্ম জমা দিয়ে দিয়েছেন।

'ধর্ষণে'র তদন্তে সিট গঠন কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জোকার ম্যানেজমেন্ট কলেজের বয়েজ হস্টেলে এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগের তদন্তে কলকাতা পুলিশ গঠন করেছে ৯ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। ডেপুটি কমিশনার (সাউথ ওয়েস্ট ডিভিশন) এই সিট গঠন করেছেন। নেতৃত্বে রয়েছেন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিক এবং দলে রয়েছেন একাধিক মহিলা পুলিশকর্মীও।

অভিযোগ পাওয়ার পর শুক্রবারই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আদালতের নির্দেশে তাঁকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতে রাখা হয়েছে। ধৃতকে জেরা করে পুলিশ জানতে চাইছে, কী ভাবে ঘটনাটি ঘটল এবং আদৌ এর নেপথ্যে অন্য কেউ জড়িত কি না। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কলেজের নিরাপত্তারক্ষীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ।

জোকা-কাণ্ড

তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা কলেজ চত্বরে থাকা একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন। তবে তদন্তে মোড় আনেন নির্যাতিতার বাবা। সূত্রের খবর, তিনি দাবি করেছেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে কোনও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি, বরং অটো থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছে সে। যদিও পুলিশ বা নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে এই দাবির কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি।

তদন্তকারী সূত্রের দাবি, নির্যাতিতা তদন্তে সহযোগিতা করছেন না। এমনকি জামাকাপড় পরীক্ষার জন্য দিতেও তিনি অস্বীকার করেছেন। তদন্তের প্রয়োজনে এদিন ধৃতকে ফের জেরা করার পাশাপাশি নিরাপত্তারক্ষীদেরও নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রয়োজনে নির্যাতিতার পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলা হবে।

মার্কিন সাহায্যে তথ্য বিশ্লেষণ, দুর্ঘটনার তদন্ত করবে ব্রিটেনও

আমদাবাদ, ১৩ জুলাই: এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের একটি ব্ল্যাক বক্স থেকে সেটির প্রায় ৪৯ ঘণ্টার উড়ানের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ১২ জুনের দুর্ঘটনার সময়কার তথ্যও। আর সেই তথ্য সংগ্রহ করতে বিমান দুর্ঘটনা তদন্তকারী ব্যুরোকে সাহায্য করেছে আমেরিকার সরকারি তদন্তকারী সংস্থার থেকে আনা 'গোল্ডেন শ্যাসি'। বোয়িং বিমানের ব্ল্যাক বক্স থেকে মেলা তথ্য বিশ্লেষণ করে দুর্ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে জানানো হয়েছে, বিমানের জ্বালানির সুইচ বন্ধ হয়ে গিয়েই হয়েছিল বিপত্তি।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে 'এনহ্যান্সড এয়ারবর্ন ফ্লাইট রেকর্ডারস' (ইএএফআর) উদ্ধার করে এএআইবি। তারাই তদন্ত করছে দুর্ঘটনার। এই ইএএফআর ব্ল্যাক বক্স বলেই বেশি পরিচিত। ২৪ জুন সেই দু'টিকে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়। সেগুলি থেকে তথ্য উদ্ধার করতে সাহায্য করেছে আমেরিকা থেকে আনা 'গোল্ডেন শ্যাসি'।

দুর্ঘটনায় যখন ব্ল্যাক বক্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন তা থেকে তথ্য উদ্ধারের জন্য এই 'গোল্ডেন শ্যাসি'তেই ভরসা করেন তদন্তকারীরা। এটি আসলে একটি রেকর্ডিং ইউনিট। এএআইবি শনিবার জানিয়েছে, তাদের এই 'গোল্ডেন শ্যাসি' এবং প্রয়োজনীয় কেবল দিয়েছে আমেরিকার ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি)। আমেরিকার এই সরকারি সংস্থা বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত করে। নয়াদিল্লিতে এএআইবির গবেষণাগারেই চলেছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্স তথ্য উদ্ধারের কাজ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ব্ল্যাক বক্সের ক্র্যাশ প্রোটেকশন মডিউল (সিপিএম) ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এই সিপিএমই ব্ল্যাকবক্সকে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে।

এএআইবি প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে বলেছে, 'গোল্ডেন শ্যাসির ওপরে সিপিএম স্থাপন করা হয় এবং ইএএফআর থেকে তথ্য (র ডেটা) ডাউনলোড করা হয়। ব্ল্যাক বক্স থেকে প্রায় ৪৯ ঘণ্টার উড়ানের ডেটা উদ্ধার করা হয়। ওই ডেটা বিমানটির মোট ছ'টি উড়ানের। তার মধ্যে রয়েছে দুর্ঘটনার সময়ে উড়ানের তথ্যও।' রিপোর্টে এএআইবি আরও বলেছে, 'ব্ল্যাক বক্স থেকে যে অডিয়ো উদ্ধার হয়েছে, তা দু'ঘণ্টা দীর্ঘ। সেখানে দুর্ঘটনার সময়ের কথোপকথন ধরা পড়েছে। অডিয়ো এবং উড়ানের তথ্যের প্রাথমিক বিশ্লেষণ হয়ে গিয়েছে।'

রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে যে, আমদাবাদ দুর্ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের ইএএফআর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাই সাধারণ উপায়ে তা থেকে তথ্য উদ্ধার কঠিন হয়ে পড়েছিল। তদন্তকারীরা মেমোরি কার্ড খতিয়ে দেখার জন্য সিপিএম খোলেন। দেখা যায়, সেই মেমোরি কার্ডও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জ্বালানি সুইচ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিমানের। ইঞ্জিন বিকল হয়েই আমদাবাদে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল ব্রিটেনগামী এয়ার ইন্ডিয়া বিমান। কিন্তু ১৫ পাতার সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পরেও বহু প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। আবার উঠেছে নতুন প্রশ্নও। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের 'এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো' (এএআইবি) সেই তদন্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখবে বলে জানাল।

নবান্ন অভিযান

■ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে রাজি নন বহু 'যোগ্য' চাকরিহারা প্রার্থী। তাঁদের বক্তব্য, পুনরায় পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা সংবিধান পরিপন্থী এবং মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের সামিল। আজ রাজ্য সরকারের প্রধান প্রশাসনিক দপ্তর নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন তাঁরা।

পথে মমতা

■ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষদের সঙ্গে লাগাতার 'দুর্ব্যবহার' ও 'হয়রানি'র অভিযোগ তুলে রাজপথে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী বুধবার কলকাতায় বিরাট মিছিলের আয়োজন করেছে শাসক দল। সেই প্রতিবাদ-মিছিলে থাকবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। রবিবার তৃণমূল ভবনে একথা জানান রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

ড্রোন হামলা

■ সূত্রের খবর, রবিবার ভোরে মায়ানমারে বড়সড় আন্তঃসীমান্ত অভিযানে আলফা-স্বাধীন (আই), এনসসিন (কে) এবং পিএল ক্যাম্পে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। হতাহতের মধ্যে আলফার স্বঘোষিত কমান্ডার নয়ন অসম এবং কর্নেল প্রদীপ অসমের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে খবর।

ভাঙড়ে খুনে ধৃত তৃণমূলের বুথ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাঙড়ে রেজ্জাক খাঁ খুনের ঘটনায় অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন তৃণমূলেরই দাপুটে নেতা মোফাজ্জেল মোল্লা। দীর্ঘ দিন ধরে এলাকার চালতাবেড়িয়া অঞ্চলে সংগঠন চালাতেন তিনি। পাশাপাশি ছিলেন ভাঙড় বিধানসভা তৃণমূল কমিটির সদস্য এবং রেজ্জাক খাঁর পাশের বুথের সভাপতি।

সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে বিজয়গঞ্জ বাজারের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় রেজ্জাক খাঁকে। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন মোফাজ্জেল। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে বাজারটির দেখভাল তিনিই করে আসছিলেন। হঠাৎ করে তাঁকে পাশ কাটিয়ে রেজ্জাককে দায়িত্বে বসানো হয়, যা তিনি মেনে নিতে পারেননি। রাজনৈতিক প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কা থেকেই তিনি প্রতিশোধে নামেন বলে পুলিশ মনে করছে।

তদন্তে নেমেছে উত্তর কাশীপুর থানার পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের গুন্ডাদমন শাখা ও স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অভিজ্ঞ অফিসাররা। তদন্তকারী সূত্রের দাবি, রেজ্জাক খাঁর সঙ্গে মোফাজ্জেলের দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল। তবে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, মোফাজ্জেল নিজে গুলি চালাননি। ভাড়া করা লোকজন দিয়েই রেজ্জাককে খুন করানো হয়।

পুলিশকে অভিযুক্ত মোফাজ্জেল জানিয়েছেন, এলাকায় রাজনৈতিক দখল বজায় রাখার জন্যই এই পদক্ষেপ। রেজ্জাক খাঁর ক্রমবর্ধমান উত্থান ও জনপ্রিয়তা তিনি সহ্য করতে পারেননি। রাজনৈতিক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরাতেই এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন বলে তদন্তকারীদের কাছে স্বীকার করেছেন তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভাঙড় জুড়ে। তদন্ত চলছে পুরোদমে। গোয়েন্দারা আশা করছেন, মোফাজ্জেলকে জেরা করে আরও বড় কোনও ষড়যন্ত্রের হদিশ মিলতে পারে।

ভবানীপুরেও হারাব, মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রামে হারের স্মৃতি টেনে ফের তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি সাংগঠনিক জেলার আহ্বানে আয়োজিত 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রা'য় যোগ দিয়ে নাম না-করে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলেন, 'হারিয়েছি ১৯৫৬ ভোটে, আবার হারাব ভবানীপুরেও। নন্দীগ্রামে নাটক করতে এসেছেন, যতবার আসবেন, ততবার হারবেন।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গত নির্বাচনী সফরকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'আপনি একুশে এসেছিলেন ছত্রধারায়, কিন্তু জয়ী হয়েছেন অরূপ দাস। আবার এসেছিলেন মানিকপুরে, জিতেছেন সবিতা সিনহা। আপনি এখানে রাস্তায় হেঁটেছেন আরসিএস সেবা থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে গিয়েছেন অধিকারী মুক্ত করতে। কিন্তু পিসিমুক্ত হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর।' তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি এবং অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জয়লাভ করেছে। আপনি যতবার আসবেন, সবাই একজোট হয়ে তৃণমূলকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলবে।' নারী নিরাপত্তার প্রশ্নে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, 'আমরা আমাদের বোনেদের জন্য সবসময় ভিজি। আজ মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারদের চোখ থেকে রক্ত বেরিয়েছে। এভাবে আর চলতে দেওয়া যাবে না! আমরা এটা মেনে নেব না।' একই মঞ্চ থেকে বিরোধী দলনেতা জানান, খেজুরি বিধানসভার খেজুরি ২ ব্লকের খড়িপুকুরিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালন সমিতির নির্বাচনে 'চোরদের' হারিয়ে জয়লাভ করেছেন 'রাষ্ট্রবাদী' প্রার্থীরা। শুভেন্দু বলেন, 'রাষ্ট্রবাদীদের জয় নিশ্চিত করতে যাঁরা ভোট দিয়েছেন, সেই সমস্ত সমবায়ী বন্ধুদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। নির্বাচিত সদস্যদের জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন জানাই।'

'রাধিকার জীবন নিয়ন্ত্রণ করত ওর বাবাই'

গুরুগ্রাম, ১৩ জুলাই: উঠতি টেনিস তারকা খুন বাবার হাতে। পুলিশের কাছে বাবা বলেছিলেন, মেয়ের উপার্জনে খেতে হয়, এই খোঁটা শুনেই তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবার বিস্ফোরক দাবি রাধিকার বন্ধুদের। তারা জানালেন, রাধিকার পোশাক নিয়ে আপত্তি ছিল পরিবারের। বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা নিয়েও তাদের আপত্তি ছিল। সোশ্যাল মিডিয়াতে রাধিকার এক বান্ধবী বিস্ফোরক ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। হিমাংশিকা সিং রাজপুত নামে ওই যুবতী নিজেও টেনিস খেলোয়াড়। ওই যুবতী অভিযোগ করেন যে, রাধিকার জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁর বাবা দীপক। একা কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারত না রাধিকা।

ভিডিয়ো পোস্ট করে হিমাংশিকা বলেন, 'আমার বেস্ট ফ্রেন্ড রাধিকাকে ওর বাবা খুন করেছেন। ৫ বার গুলি করেছেন। ৪টি বুলেট লেগেছিল ওঁর। ক্রমাগত সমালোচনা করত, ওর জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। শেষ পর্যন্ত ওই তথাকথিত বন্ধুদের কথা শুনলেন, যারা রাধিকার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত ছিল।'

হিমাংশিকার বয়ান অনুযায়ী, রাধিকার বাড়ির পরিবেশ দমবন্ধ করার মতো ছিল। এমনকী, ছোট পোশাক পড়ত বলে মা-বাবার সমালোচনা, কটাক্ষের শিকারও হতে হয়েছিল রাধিকাকে। এত পরিশ্রম করে নিজের কেরিয়ার গড়া সত্ত্বেও রাধিকার জীবনে কোনও স্বাধীনতা ছিল না। নিজের মতো বাঁচতে দেওয়া হত না তাঁকে। শর্টস পড়া, ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার জন্যও তাঁর মা-বাবা অপমান করত।

বয়ান বন্ধুর

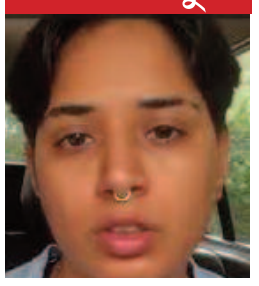

রাধিকার বন্ধু ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, 'আমরা ২০১২-১৩ সাল থেকে একসঙ্গে খেলছিলাম। আমি কখনও ওকে পরিবারের বাইরে কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি। ও খুব চুপচাপ থাকত বাড়ির বাধ্যবাধকতার জন্য। প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হত। এমনকী ভিডিয়ো কলেও কথা বলার সময় দেখাতে হত যে কার সঙ্গে কথা বলছে। বাড়ি থেকে মাত্র ৫০ মিটার দূরে টেনিস অ্যাকাডেমি, তাও দেরি করতে পারত না। রাধিকা ছবি তুলতে, ভিডিয়ো বানাতে ভালোবাসত, কিন্তু পরিবারের চাপে সব বন্ধ করে দিয়েছিল।'

জল্পনা রটেছে যে রাধিকা সম্ভবত ভিনধর্মী বা অন্য জাতের কাউকে ভালোবাসতেন। সেই রোষেই তাঁর বাবা খুন করে। পুলিশও জানিয়েছে, তারা এই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে রাজ্যসভায় উজ্জ্বল নিকম, হর্ষবর্ধন শ্রিংলারা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই: হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, মীনাক্ষী জৈন, উজ্জ্বল নিকম এবং সি সদানন্দন মাস্টারকে রাজ্যসভার জন্য সাংসদ পদে মনোনীত করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। উজ্জ্বল নিকম নামকরা আইনজীবী। মুম্বই বিস্ফোরণ ও ২৬/১১ হামলায় স্পেশ্যাল পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন তিনি। একাধিক হাই-প্রোফাইল মার্ডার কেস নিয়ে আদালতে সওয়াল করেছেন উজ্জ্বল। ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত শ্রিংলা ছিলেন বিদেশসচিব। সি সদানন্দন মাস্টার শিক্ষাবিদ ও কেরলের অ্যাক্টিভিস্ট। মীনাক্ষী জৈন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট ও ঐতিহাসিক।

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার এক্স মাধ্যমে উজ্জ্বল নিকমকে শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, 'আইন ক্ষেত্র এবং আমাদের সংবিধানের প্রতি উজ্জ্বল নিকমের নিষ্ঠা অনুকরণীয়। তিনি কেবল একজন সফল আইনজীবীই ছিলেন না, গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সমগ্র আইনি জীবনে, তিনি সর্বদা সাংবিধানিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার জন্য এবং সাধারণ নাগরিকদের সর্বদা মর্যাদার সঙ্গে আচরণ করা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি তাকে রাজ্যসভায় মনোনীত করেছেন, এটি আনন্দের।'

অপর এক শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, 'সি সদানন্দন মাস্টারের জীবন সাহস এবং অন্যায়ের কাছে মাথা নত না-করার প্রতীক। হিংসা এবং ভয়ভীতি জাতীয় উন্নয়নের প্রতি তাঁর মনোবলকে দমন করতে পারেনি। একজন শিক্ষক এবং সমাজকর্মী হিসেবে তাঁর প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়।' এছাড়াও হর্ষবর্ধন ও মীনাক্ষী জৈনকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Keya Mukherjee, daughter of Late Probodh Chandra Banerjee, wife of Sri Partha Mukherjie of 31/4, Dr. P.T. Laha Street, P.O. Rishra, District Hooghly, Pin – 712248, West Bengal have decided to change the spelling of my surname in my Passport and shall henceforth be known as Keya Mukherjie as declared before the Notary Public, Chief Metropolitan Magistrate's Court (Bankshall Court) vide affidavit no. 55 of 2025 dated 10th July, 2025. I further declare that Keya Mukherjee and Keya Mukherjie both are one and the same person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী সুরেশ সিং** পিতা ৺পৃথ্বী নাথ সিং, সাকিম ২২/৭, ফেরী ঘাট রোড, আটপুর, জগদ্দল, উঃ ২৪পরগণা-৭৪৩১২৮, **২)শ্রীমতী দিপালী ঘোষ, ৩)শ্রী হরিহর ঘোষ, ৪)শ্রীমতী গীতাঞ্জলী শেঠ** স্বামী শ্রী শ্যামসুন্দর শেঠ, ২ থেকে ৪ নং এর সাকিম বক্সীগলি, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, **৫)শ্রীমতী রুপাঞ্জলি পাঁজা** স্বামী শ্রী তপন পাঁজা, সাকিম হারিধাম মেমারী, মেমারী, গলসী, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১৪৬, **৬)শ্রীমতী রমা নিয়োগী** স্বামী শ্রী শুভেন্দু নিয়োগী সাকিম ডাঃ এস.পি. ঘোষ রোড বাগবাজার, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, ২নং এর স্বামী ও ৩ থেকে ৬নং এর পিতা ৺ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৩/০৬/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-138/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **আশিক আনসারী** পিতা মৃত আব্দুল হামিদ, সাকিম ৭৮(পুরাতন ৩), আর.বি.এস. রোড কড়াইকল, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ২১/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1509/2025 নং দলিল মূলে **শ্রী অরুন মিশ্র** পিতা ৺কৌশিলা মিশ্র সাকিম ৪৬, কে.বি.এম. রোড চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে কমবেশী ৪ কাঠা ৪ ছটাক ৪ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গৌরহাটী-চাঁপদানী, জে.এল নং ২২১, আর.এস. ৪১৬০ তথা এল.আর. ৪৩৬০ নং দাগে, ১)আর.এস. ৬৯৩ তথা হাল এল.আর. ১০২১ নং খতিয়ানে ২ কাঠা ২ ছটাক ২ বর্গফুট এবং ২)এল.আর. ১৩৪৬ নং খতিয়ানে ২ কাঠা ২ ছটাক ২ বর্গফুট একুনে ৪ কাঠা ৪ ছটাক ৪ বর্গফুট শালি জমি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী অরুন মিশ্র** পিতা ৺কৌশিলা মিশ্র, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর এ্যাট মানকুন্ডু ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Deo Kumar Prasad (Advocate), Chandernagore Court, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণদের জানানো হইতেছে যে, মূল বন্দোবস্ত দলিল, যাহা চুঁচুড়া সদর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে ২০১৩ সালে রেজিস্ট্রীকৃত, যাহার **দলিল নাম্বার ৬০২০/২০১৩**, ১নং বহির, ভলুম নং ১৬, পাতা নং ৫২৮০ থেকে ৫২৯০ লিপিবদ্ধ (যেখানে **সুকুমার মোদক** বন্দোবস্ত দাতা এবং **মানস মোদক** বন্দোবস্ত গ্রহীতা) এবং মূল বন্দোবস্ত রদ ও রহিত দলিল, যাহা চুঁচুড়া সদর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে ২০১৭ সালে রেজিস্ট্রীকৃত, যাহার **দলিল নাম্বার ২৯১৭/২০১৭**, ১নং বহির, ভলুম নং ৬০৩-২০১৭, পাতা নং ৪৬৩৪২ থেকে ৪৬৩৫০ লিপিবদ্ধ (যেখানে **সুকুমার মোদক** দাখিলদার) উভয় দলিলের জেলা হুগলী ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস চুঁচুড়া, থানা- মগড়া, বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের, শিবপুর ২য় লেন মহল্লায় ২৫৫/১ হোল্ডিংভুক্ত মৌজা শিবপুরের সামিল, জে.এল নং-৩৭, ২৪০০ নং এল.আর খতিয়ানভুক্ত, আর. এস. ২৬২ ও এল. আর ১৪০৭ নং দাগে জমি বাংলা মাপে ০.০৪২ একর যাহা আমার মক্কেল **অনিতা দাস**, স্বামী সজল দাস, হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি **জি.ডি.ই ১০/০৭/২০২৫** তারিখে **মগড়া থানায়** রুজু করা হইয়াছে, যাহার **নং ৭৫২** এবং একটি হলফনামা (ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিসট্রেট চুঁচুড়া কোর্ট হুগলী, যাহার **নং ৫৫৪১ তারিখ ০৮.০৭.২০২৫**) জমা করেছেন । যদি কোনও ব্যক্তির বা সংস্থার উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লিখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমাণ সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।

শুভ্রজিৎ দত্ত (এ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট হুগলী, চুঁচুড়া
মো: ৭০০৩৪৩১৭৬১

জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ **১)সুমিতা মুরমু, ২)লক্ষ্মী মুরমু, ৩)শেফালী মুরমু, ৪)বর্ণালী মুরমু, ৫)দেবরাজ মুরমু, ৬)সাধন সরেন, ৭)সমর সরেন, ৮)পিউ সরেন** মহাশয়/মহাশয়াগণ **৺মঙ্গল মুরমু** সাকিম চাঁপাহাটী, শিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী মহাশয়ের ওয়ারিশান সুত্রে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যথাঃ জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়ার সামিল, জে.এল. নং ৫২, মৌজা চাঁপাহাটী, হাল এল.আর ৩৩৪৫ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা এল.আর ১৪০৬ নং দাগে, শুনা জমি, ষোল আনায় ২০ শতক, যাহা মক্কেলগনের অভাব অনটন থাকার কারনে মক্কেলগণ বিক্রয় করিতে চান। তাহাদের সহজাতী অর্থাৎ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত কাহারো ক্রয় করিতে ইচ্ছা থাকিলে আমার মক্কেলগনের সহিত মোবাইল - ৮৪৩৬৩৭৭৭৭৫/ ৯০৬৪৫৪৩৭৪৩ নম্বরে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। যদি কোনো সহজাতী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হন তা হইলে তিনি অন্য সহজাতী কে বিক্রয় করিবেন।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

NOTICE

This is to inform that, my client 1). Ramkrishan Moitra S/o Lakshmikanta Moitra 2). Nantu Majumder S/o Nityagopal Majumder 3). Subrata Roy S/o Samarendra Roy 4). Arun Kumar Ghosh S/o Late Kshitish Chandra Ghosh executed General Power of Attorney in respect of 18.36 Dec. property, vide Deed No IV- 68 on dated 21/03/2011 at ADSR Kharagpur in favor of **Tarak Nath Roy** S/o Late Debendra Nath Roy R/o at Bhawanipur, P.O.- KGP, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB- 721301 in respect of 18.36 Dec. property, Plot No. 655 (R.S.), Hall Khatian No. 75, 169 & 380, J.L. No. 197, Mouza- Bargai , P.S.- KGP (L), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 18.36 Dec. area of the said property to **Lakhan Mondal, Satrughan Mondal & Bharat Mondal** S/o Late Kanahi Mondal R/o at Bargai, P.O.- Samraipur, P.S.- KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB through the Deed No. I-2310/11, on dated 30/03/11 at A.D.S.R. Kharagpur.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client **Milan Chandra Chowdhury** S/o Late Gobinda Prasad Chowdhury R/o at Saratpally, P.O.- Inda, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB- 721305 executed General Power of Attorney in respect of 05 Dec. property, vide Deed No IV- 10100 0198 on dated 29/10/21 at ADSR Kharagpur in favor of **Panchanan Dolai** S/o Late Gunadhar Dolai R/o at Bamunpara, P.O.- Inda, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB- 721305 in respect of 05 Dec. property, Plot No. 2265 (R.S.), 6123 (L.R), Khatian No. 178 R.S., 9709 L.R., J.L. No. 232, Mouza- Inda, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 05 Dec. area of the said property to **Kakali Munshi** D/o Late Swapan Kumar Munshi R/o at Kamala Cabin, P.O.- Inda, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB- 721305 through the Deed No. I-7785/22, on dated 12/07/22 at A.D.S.R. Kharagpur.

That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী নিমাই চন্দ্র ঘোষ, ২)শ্রী নিতাই চন্দ্র ঘোষ, ৩)শ্রী মেঘনাথ চন্দ্র ঘোষ** সকলের পিতা ৺ভরত চন্দ্র ঘোষ, **৪)শ্রীমতী সুভদ্রা শাঠ** স্বামী ৺শ্রীদাম শাঠ, **৫)শ্রীমতী কমলা ঘোষ** স্বামী ৺নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ, সকলের সাকিম বড়া ঘোষপল্লী, বড়া, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৩০৬ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৪/০১/২০০৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সিঙ্গুর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-04/2007 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ** পিতা ৺বৈদ্যনাথ ঘোষ সাকিম বড়া ঘোষপল্লী, বড়া, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৩০৬) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল- জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, জে.এল নং ১০০, বড়াকমলাপুর মৌজাস্থিত বিক্রেতাগণের (আমমোক্তারদ্বাতাগণের) পৈতৃক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন/ করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী সহদেব গোল, ২)শ্রী জয়দেব গোল, ৩)শ্রী মহাদেব গোল, ৪)শ্রী কৃষ্ণ কুমার গোল, ৫)শ্রীমতী প্রভা মাল**, সকলের সাকিম সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী, **৬)শ্রীমতী উর্মিলা মালিক** সাকিম বনমালীপাড়া, সিয়াখালা, শ্রীরামপুর, হুগলী, **৭)শ্রীমতী প্রমিলা পাল**, সকলের পিতা ৺নিমাই চন্দ্র গোল ওরফে নিমাই গোল, ৭নং সাকিম কলিয়ারা, খলিসানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২০২৪ সালে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7514/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী সুশান্ত গোল** পিতা ধীরেন্দ্র নাথ গোল, সাকিম সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২০/১২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-10584/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী গনেশ দাস** পিতা ৺কেশব চন্দ্র দাস, **২)শ্রীমতী রিয়া দাস** স্বামী গনেশ দাস সাকিম মল্লিক গলি, চুঁচুড়া, হুগলী উভয়ে পার্টনার মেসার্স কে. সি. দাস কন্স্ট্রাকশান, মহাশয়/মহাশয়াগণকে ১৫ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা সুগন্ধ্যা, ৭১ নং জে. এল. ভুক্ত, এল.আর. ২৩৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা এল.আর ৮৫৬ নং দাগে কলাবাগান জমি ৪৯ ডেসিমেল মধ্যে ১৫ কাঠা বা ২৪.৭৫ ডেসিমেল অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী গনেশ দাস** পিতা ৺কেশব চন্দ্র দাস, **২)শ্রীমতী রিয়া দাস** স্বামী গনেশ দাস তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও, পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ই জুলাই, ২৯শে আষাঢ়। সোমবার। কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টত্তরী রাহু র মহাদশা, বিংশোত্তরী মঙ্গল মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(শ্রীম খ্যাত মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ট্রান্সওসিয়ানা ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের স্বীকৃতি পেল বীরভূম জেলা প্রশাসন ও সংস্কৃতি বাহিনী

মিলন গোস্বামী ● বীরভূম

গত ২৬ মার্চ জেলা প্রশাসন ও বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর উদ্যোগে সারা জেলার ৭২৯ টি স্কুলে মঞ্চস্থ হয়েছিল নাটক নারী নক্ষত্র। একই দিনে একই সময়ে একসঙ্গে এতগুলি স্কুলে অভিনীত হওয়া এই নাটকের জন্য ট্রান্সওসিয়ানা ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের স্বীকৃতি পেল বীরভূম জেলা প্রশাসন ও বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী। বাল্য বিবাহ ও নাবালিকার মা হওয়া বীরভূম জেলার একটি গভীর সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে জন সচেতনতা তৈরি করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সারা জেলার প্রতিটি স্কুলে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে হবে মানব পুতুল নাটকের মাধ্যমে। তারপরই উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় লিখিত ও নির্দেশিত নারী নক্ষত্র নাটকটি নিয়ে ওয়ার্কশপ শুরু হয়। জেলা স্তর, মহকুমা স্তর এবং ব্লক স্তরে বিশেষ কর্মসূচির দ্বারা এই নাটক ছড়িয়ে দেওয়া হয় প্রতিটি স্কুলে।

২৬ মার্চ, নাট্য দিবসের প্রাক্কালে ঠিক বেলা ১২ টায় নাটকটি একই সঙ্গে সারা জেলায় সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে। এই কাজই এনে দিল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ১২ জুলাই সন্ধ্যায় যেদিন এই খবর এসে পৌঁছয়, সেদিন জেলাশাসকের জন্মদিন। তিনি বলেন, এই বিশ্বরেকর্ড জেলাবাসীকে উৎসর্গ করছি।

সিউড়ির অন্যতম সংগীত প্রতিষ্ঠান পুষ্পবীণা সংগীত শিক্ষা নিকেতনের উদ্যোগে গুণীজন সংবর্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠিত হল সিউড়ি সিধু কানহু মুক্ত মঞ্চে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সংগীত পরিবেশন করলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়ও।

উত্তর হাওড়ার ঘুসুড়িতে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল, তৃণমূল নেতা টিঙ্কু গুপ্তার বিরুদ্ধে গুন্ডামির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর হাওড়া বিজেপি মণ্ডল ১-এর উদ্যোগে একটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল ঘুসুড়ি অটো স্ট্যান্ডে। মণ্ডল সভাপতি আনন্দ দুবের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ মণ্ডলের কর্মীরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে রাখা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি ও বিজেপির পতাকা সরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, এই কাজটি করেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি টিঙ্কু গুপ্তা। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন আনন্দ দুবে। অভিযোগ, সেখানে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও মারধর করা হয়। তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, ১ নম্বর ওয়ার্ডে আর যেন বিজেপির কোনও কর্মসূচি না করা হয়।

বিষয়টি মালিপাঁচঘড়া থানায় জানানো হলেও, পুলিশের তরফে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সেই ক্ষোভ থেকেই রবিবার সন্ধ্যায় নস্কর পাড়া হনুমান কুলি লাইন থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়।

এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রায়, জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদক প্রমোদ সিংহ, ওমপ্রকাশ সিংহ, সহ-সভাপতি সৌরেন্দ্র সামন্ত, রুদ্র প্রতাপ দাস, অনিল গোয়েল, বিবেক সিংহ, যশবন্ত সিংহ, রাজন সিংহ, রাজু যাদব, বীরু সাহানি, ছায়া সাও প্রমুখ। মিছিল ১ নম্বর ওয়ার্ডের গলির মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছয় সেই ঘটনাস্থলে। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসকে স্মরণ করান ১৯৯৮ সালের পুরনির্বাচনের কথা; যখন তৃণমূলের একটিও প্রার্থী দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, সে সময় বিজেপিই উত্তর হাওড়ার প্রতিটি ওয়ার্ডে তাদের হয়ে প্রার্থী দেয়।

তিনি অভিযোগ করেন, সেই দলেরই কর্মীরা আজ পুলিশি মদতে গুন্ডাগিরি করছে। তবে এই পরিস্থিতি বেশিদিন চলবে না। রাজ্য বিজেপি সম্পাদক উমেশ রায় সরাসরি টিঙ্কু গুপ্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, ওই ব্যক্তি এলাকায় গুন্ডাগিরি, তোলা আদায় ও বেআইনি ব্যবসার মদতদাতা। পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে যদি এফআইআর রুজু করে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে মালিপাঁচঘড়া থানা ঘেরাও করা হবে।

উমেশ রায়ের হুঁশিয়ারি; তৃণমূলের পাপের ঘড়া উপচে গিয়েছে। তা ফাটার সময়ও নির্ধারিত হয়ে গেছে। ২০২৬ সালের নির্বাচনে বাংলার মানুষ তৃণমূলকে চিরতরে বিদায় দেবে।

শ্রাবণী মেলার প্রথম দিনেই তমলুক-তারকেশ্বর লাইনে রেকর্ড যাত্রীর ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১০ জুলাই শ্রাবণী মেলার প্রথম দিনেই পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগের অধীনে অন্যতম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র তারকেশ্বর স্টেশনে যাত্রীসংখ্যায় বিস্ময়কর বৃদ্ধির নজির গড়ল রেল প্রশাসন। শেওড়াফুলি ও তারকেশ্বর; এই দুই স্টেশনে সম্মিলিতভাবে মোট ৬৫,৭৫৪ জন যাত্রী যাতায়াত করেন, যা গত বছরের একই দিনে রেকর্ড হওয়া ৫৮,১২৩ জন যাত্রী তুলনায় লক্ষণীয় বৃদ্ধি। এই যাত্রী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই টিকিট বিক্রির রাজস্বও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। দুই স্টেশনে সম্মিলিত আয় দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৩৫ টাকা, যেখানে গত বছর একই দিনে আয় হয়েছিল ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৮৫ টাকা। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে রাজস্ব বৃদ্ধির হার যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।

এই অভূতপূর্ব চাপ সামাল দিতে হাওড়া বিভাগের সময়োপযোগী পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল। আগত ভক্তদের সুবিধার্থে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলের তরফে একাধিক যাত্রীবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগুলির মধ্যে ছিল;

৬টি মোবাইল ইউটিএস ইউনিট মোতায়েন
ডিজিটাল টিকিটিং ব্যবস্থায় ইউটিএস মোবাইল অ্যাপের প্রচার বৃদ্ধি
স্বয়ংক্রিয় টিকিট বিক্রয় যন্ত্র-এ ডিজিটাল পেমেন্টের সুবিধা
প্রতিটি টিকিট কাউন্টারে কিউআর কোডভিত্তিক পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু
যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে অতিরিক্ত ১০টি টিকিট কাউন্টার স্থাপন

রেল কর্তৃপক্ষের এই পরিকল্পিত প্রয়াস যাত্রীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করেছে, এবং আগত ভক্তদের ভিড় ও উৎসবের চাপকে সুচারুভাবে পরিচালিত করেছে।

শ্রাবণ মাস উপলক্ষে ভূতনাথ মন্দিরে বসেছে মেলা।

ডোমজুড়ে গাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার ডোমজুড়ে জাতীয় সড়কের ধারে গাছে ঝুলন্ত এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। রবিবার সকালবেলায় ডোমজুড় থানার অন্তর্গত শলপ এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই দেহ প্রথম দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।

ঘটনাস্থলে মাত্র ৫০ মিটার দূরে থাকা পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। খবর পেয়ে ডোমজুড় থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, ওই ব্যক্তিকে আগে কখনও এই অঞ্চলে দেখা যায়নি। তাঁদের অনুমান, তিনি সম্ভবত বাইরের রাজ্য থেকে আসা কোনও লরির চালক অথবা খালাসি হতে পারেন।

তবে এটি আত্মহত্যা না কি খুন করে দেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে; তা নিয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পুলিশের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও, কীভাবে এই মৃত্যু ঘটল এবং কেউ দেহ ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে কি না, তা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চর্চা চলছে। ঘটনাটি নিয়ে তৈরি হয়েছে নিরাপত্তা ঘিরে উদ্বেগও।

গঙ্গা ভাঙন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে তিন রাজ্যের সমন্বয়ে উদ্যোগ, ফ্লাড কমিশনকে কেন্দ্রের চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গা নদীর ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড; এই তিন প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়মূলকভাবে কাজ করার উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই লক্ষ্যে গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল কমিশনকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। জলশক্তি মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব আর আর সাম্ভারিয়া সম্প্রতি কমিশনের চেয়ারম্যান সন্দীপ রজন-কে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, তিন রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গঙ্গা নদীভিত্তিক প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ১৬৩.৫ কিলোমিটার গঙ্গা পাড়ের ভাঙন রোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২,১৩১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১,৫৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জন্য।

উল্লেখ্য, গঙ্গা নদীর ধারে বসবাসকারী ভাঙনের ফলে প্রতি বছর বহু মানুষ গৃহহীন ও জমিহারা হচ্ছেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেও একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছিলেন। একইসঙ্গে, রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থও জলশক্তি মন্ত্রকের সচিবকে বিষয়টি নিয়ে চিঠি দেন।

পর্যবেক্ষকদের মতে, কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ সমন্বয়ে গঙ্গা পার সংরক্ষণে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে তা নদীভাঙন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

বেহাল দশায় ব্যস্ততম শ্যামনগর ফিডার রোড

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্যামনগর স্টেশন সংলগ্ন ২৩ নম্বর রেলগেটের তেরাস্তা মোড় থেকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের তীরবর্তী বাসুদেবপুর মোড় পর্যন্ত অতি ব্যস্ততম সড়কপথ শ্যামনগর ফিডার রোড। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের সংযোগকারী হওয়ায় প্রতিদিন বহু পণ্যবাহী গাড়ি এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করে। অভিযোগ, সংস্কারের অভাবে আজ বেহাল দশায় পরিণত শিল্পাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ফিডার রোড। পিচের আস্তরণ উঠে গিয়ে রাস্তায় খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, রাস্তার মাঝে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট-বড় গর্ত। সেই গর্তগুলো বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়ে মরণফাঁদের আকার নিয়েছে। স্বভাবতই, প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করতে হচ্ছে পথচারী থেকে শুরু করে বাইক কিংবা সাইকেল আরোহীদের। প্রসঙ্গত, নিত্যদিন এই রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার মানুষ শ্যামনগর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কাজে যান।

মাটির গন্ধে বাঁচছে ইতিহাস, সিন্ধু সভ্যতার পুতুল-বাঁশি আজও গড়ছেন হাওড়ার দুই শিল্পী

রাজীব মুখোপাধ্যায়

কালের স্রোতে অনেক কিছুই হারিয়ে যায়, মুছে যায় সভ্যতার প্রান্তচিহ্ন। কিন্তু কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের শেষ আলোটুকু জ্বালিয়ে রাখেন নিজের নিঃশব্দ সাধনায়। তেমনই এক মানুষ হাওড়ার বাকসারার রাজকুমার দেবনাথ। যিনি আজও নিঃশব্দে বাঁচিয়ে রেখেছেন সিন্ধু সভ্যতার শিশুখেলার প্রাচীন এক নিদর্শন; মাটির পুতুল বাঁশি। সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো নগরবাসীর তৈরি করা মাটির পুতুল ছিল শিশুদের খেলার সঙ্গী। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতায় সেই প্রাচীন খেলনার আজ আর ঠাঁই নেই শহরের অলিন্দে। অথচ রাজকুমার বাবু আজও নিজের হাতে নানা পশুপাখির আকারে তৈরি করে চলেছেন সেই ঐতিহাসিক পুতুল-বাঁশি।

শিল্পী জানান, তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন ওপার বাংলার বাসিন্দা। ছোটবেলায় এক বন্ধুর মায়ের কাছ থেকে এই পুতুল-বাঁশি তৈরি শিখেছিলেন কৌতূহলবশত। তখন শুধুই শখ, পরে তা রূপ নেয় নেশায়, আর আজ তা তাঁর জীবনের অন্যতম পরিচয়। বিক্রির জন্য যখন মেলায় এই পুতুল নিয়ে যান, তখনই গবেষকদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন এই শিল্পের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

রাজকুমার বাবুর কথায়, এই পুতুল তৈরি হয় বিশেষ ধরনের এঁটেল মাটিতে। নানা পশুপাখির রূপে ১০-১২ রকম বাঁশি বানাই আমি। ছোটবেলায় বাবা-মায়ের কাছ থেকে সাপোর্ট পেয়েছিলাম। ওঁরা আজ নেই, কিন্তু এখনও আমি একাই কাজ করি; বন্ধুরাই এখন আমার পরিবার।

তাঁর বয়স এখন ষাট ছুঁইছুঁই। কিন্তু শরীর যতই বয়স্ক হোক, মনটা এখনও সেদিনের শিশুর মতোই টান অনুভব করেন মাটির গন্ধে। নানা মেলায় ডাক পান তিনি, হাওড়ার বাইরেও এই শিল্প এখন পৌঁছে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা কিংবা বিষ্ণুপুরের কোনও উৎসবে এই শিল্পের প্রচার করাই তাঁর লক্ষ্য।

তবে একটাই আক্ষেপ; এই শিল্পে শ্রম অনেক, কিন্তু রোজগার অল্প। তাই অন্যান্য শিল্পকর্মের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছেন তিনি। তবুও বলেন, যতদিন পারি, এই কাজ করে যাব। এটা শুধু শিল্প নয়, এটা ইতিহাস।

অঞ্চলের বাসিন্দা অরিজিৎ দোলুই বলেন, বিলুপ্তপ্রায় এই শিল্পকে রাজকুমারদা যেভাবে টিকিয়ে রেখেছেন, তা আমাদের গর্বের। মাটির পুতুলে বাঁশি! এটা একেবারেই অদ্ভুত, কিন্তু ঐতিহাসিক। আমাদের উচিত, এমন শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানো। আরেক পরিচিত মলয় মুখোপাধ্যায় জানালেন, এক বিদেশিনী ইতালির রোমে থাকেন; রাজকুমারদার পুতুল-বাঁশির ছবি দেখে প্রশংসা করেছেন। এটা আমি নিজে দেখেছি। গর্বিত বোধ করেছি।

মাটির টানে গড়া এই শিল্পীর হাত ধরে যে ইতিহাস আজও বেঁচে আছে, তা যেন শুধুই অতীত স্মরণ নয়; ভবিষ্যতের আশাও বটে। বিজ্ঞানের দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে, রাজকুমার বাবুর মতো মানুষরা প্রমাণ করেন, মাটি হারায় না। তার ঘ্রাণে লেগে থাকে এক সভ্যতার চিরন্তন শিকড়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৪ জুলাই ২০২৫, ২৯ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার

‘বাঙালিদের অসম্মান করলে চুপ থাকবে না বাংলা’

হেনস্তার প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল বুধে, নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষদের সঙ্গে লাগাতার ‘দুর্ব্যবহার’ ও ‘হয়রানি’র অভিযোগ তুলে রাজপথে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী বুধবার ১৬ জুলাই কলকাতায় বিরাট মিছিলের আয়োজন করেছে শাসকদল। সেই প্রতিবাদ-মিছিলে থাকবেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই।

—ফাইল ছবি

রবিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টি জানান রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বাঙালিদের সম্মানের বিরুদ্ধে বারবার আঘাত করা হচ্ছে। আমরা চুপ করে থাকব না। তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদ জানাবে।

তিনি জানান, এই প্রতিবাদ মিছিল আয়োজিত হবে বুধবার ১৬ জুলাই। দুপুর ১টা থেকে কলেজ স্ট্রিট মোড় থেকে মিছিল শুরু হবে এবং শেষ হবে ডোরিনা ক্রসিংয়ে। হাওড়া, কলকাতা, সল্টলেক-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা এই মিছিলে অংশ নেবেন।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কথায়, এই মিছিল শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি বাঙালি জাতির আত্মসম্মান রক্ষার পদক্ষেপ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন। তৃণমূল সূত্রে জানানো হয়েছে, মিছিল শান্তিপূর্ণ হলেও, বার্তা হবে দৃঢ়; ‘বাঙালিদের অসম্মান করলে চুপ থাকবে না বাংলা।’ প্রসঙ্গত, গত কয়েকমাস ধরেই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন রাজ্যে অত্যাচারিত হওয়ার অভিযোগ উঠছে। কখনও মারধর, কখনও তাঁদের উপর হামলা, লুটপাট, উপার্জন কেড়ে নেওয়া, কখনও আবার পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেওয়ার মতো অভিযোগ শোনা গিয়েছে। এনিয়ে অভিযোগ জানালে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না বলেও তাঁরা অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে অমিত শাহকে চিঠি পাঠানো হয়। কিছুদিন আগে কৃষ্ণনগর লোকসভার অন্তর্গত পানিঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মির্জাপুরের ২৩ জন বাঙালি শ্রমিক ওড়িশায় কাজে গিয়ে হেনস্তার শিকার হন। ঝাড়সুগুদা জেলার ওরিয়েন্ট থানার পুলিশ তাঁদের আটক করেছে বলে অভিযোগ শোনা যায়।

অনুপ্রবেশ, নারী নির্যাতন বিতর্কে তৃণমূলকে তুলোধোনা সুকান্ত মজুমদারের

হুঁশিয়ারি ‘বিজেপি মডেল’-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে অনুপ্রবেশ, নারী নির্যাতন এবং ২১ জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষে তৃণমূলের ‘বাস-চাপ’ বিতর্ক; এই তিন ইস্যুকে ঘিরে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, এই সরকার ও দলের কেউই নিষ্কলঙ্ক নন। প্রত্যেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত ও জনবিচ্ছিন্ন। দুষ্কৃতীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ উগরে দিয়ে সুকান্ত বলেন, জুলাই মাস জুড়ে প্রত্যেক গ্রামে তৃণমূল নেতারা বাস চাইছেন, বিনামূল্যেই চাইছেন বাস। এমনকী কারও কাছ থেকে ৭৭ হাজার টাকাও দাবি করা হচ্ছে। তেলের টাকাটাও ওরা দেয় না। তাঁর অভিযোগ, সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকা জোর করে আদায় করে রাজনৈতিক মিছিল ভরানোর চেষ্টা চলছে।

তিনি আরও বলেন, এক-দু’জন সাহস করে প্রতিবাদ করছেন ঠিকই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তৃণমূল নেতাদের ভয়ে চুপ করে থাকেন।

নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গে তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দেন; যারা মহিলাদের উপর অপরাধ করেছে, তাদের রক্ষা করার উপায় নেই। আগামী দিনে তারা যেকোনও পুলিশি এনকাউন্টারের মুখে পড়তেও পারেন। তাঁর কথায়, আমাদের সরকারের মডেল বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে। যারা দেশদ্রোহী ও অত্যাচারী, তাদের ফল পেতেই হবে।

‘বিজেপি মডেল’-এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে সুকান্ত বলেন, এখনই নাম বলব না। যখন প্রতিষ্ঠা করব, তখন সবাই দেখবে। তখনই নাম ঠিক হবে।

মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় বাংলায় ধর্ষণের ঘটনা অব্যাহত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নারী নির্যাতন, শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, কসবায় আইন কলেজে গণধর্ষণ-সহ একাধিক ইস্যুতে রবিবার বিকেলে বিজেপির ভাটপাড়া-২ মণ্ডলের ডাকে জগদ্দল থানা ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই দলীয় কর্মীরা এদিন থানার সামনে জমায়েত হয়েছিলেন। উক্ত কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সরকার এবং রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে তীব্র নিশানা করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, লুটপাটে বাধা দেওয়ায় বারুইপুরে ৬৫ বছরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে। এ প্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, বাংলায় এখন ধর্ষণের সরকার চলছে। নাবালিকারাও ধর্ষিতা হচ্ছে। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় বাংলায় ধর্ষণের ঘটনা

অব্যাহত রয়েছে। তাই অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে মমতা ব্যানার্জিকে পদত্যাগ করা উচিত। প্রসঙ্গত, বীরভূমের লাভপুরে খুন হয়েছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পীযূষ ঘোষ। এই ঘটনা নিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূলের ভাগবাটোয়া নিয়ে লড়াইয়ের জেরেই এত খুনের ঘটনা ঘটছে। এদিন বামেদেরকে তীব্র আক্রমণ করেন পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং। বামেদের উদ্দেশ্যে তাঁর কটাক্ষ, ভোটের আগে ওরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে। কিন্তু ভোটের সময় বামেরা ‘নো ভোট টু বিজেপি’ বলে তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দেবে। প্রাক্তন সাংসদ এদিন আরও বলেন, বাংলায় মারছে তৃণমূল এবং মরছেও তৃণমূল। আর এটা সারা বাংলার মানুষ দেখছেন। তাঁর কথায়, জগদ্দল থানার ঢিল ছোড়া দূরত্বে স্থানীয় দু’জন নাগরিক একটা সময় যারা তৃণমূল করতেন, তাঁরা খুন হলেন। অথচ পুলিশ অপরাধীদের ধরছে না। পুলিশ বলছে ক্যামেরা নাকি খারাপ হয়ে গেছে। তাঁর সংযোজন, থানার পাশে জুয়াখেলা চলছে। মদ বিক্রি হচ্ছে। অথচ পুলিশ চুপ করে বসে রয়েছে। তাই পুলিশের নির্বিকারের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বৃষ্টি উপেক্ষা করেই থানায় স্মারকলিপি জমা দেওয়া হল। উক্ত থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, নিহত অশোক সাউয়ের ভাই প্রদীপ সাউ, ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী ও পল্লবী কুন্ডু, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে ও সঞ্জয় সিং, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কার নাথ সাউ, রত্নেশ্বর দাস, শ্যামল তলাপাত্র, রাজু শ্রীবাস্তব, দীপক সাউ প্রমুখ।

পার্পেল লাইনে মেট্রো পরিষেবা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জোকা, মাঝেরহাট রুটে যাত্রীদের স্বস্তি দিতে পার্পেল লাইনে মেট্রো পরিষেবা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। আজ সোমবার ১৪ জুলাই থেকে এই রুটে প্রতিদিন মোট ৭২টি মেট্রো (৩৬ আপ ও ৩৬ ডাউন) চালানো হবে। বর্তমানে চালু রয়েছে ৬২টি পরিষেবা (৩১ আপ ও ৩১ ডাউন)।

নতুন সূচি অনুযায়ী, ট্রেন চলার ব্যবধান ২৪ মিনিটের বদলে ২১ মিনিট করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিষেবার সময়সীমাও কিছুটা বাড়ানো হয়েছে; সকাল ৭টা ৫৭ মিনিট থেকে রাত ৮টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলবে ট্রেন। আগে সর্বশেষ মেট্রো ছিল রাত ৮টা।

প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়সূচি

মাঝেরহাট থেকে প্রথম মেট্রো সকাল ৭টা ৫৭ মিনিট (অপরিবর্তিত)

জোকা থেকে প্রথম মেট্রো সকাল ৮টা (অপরিবর্তিত)

জোকা ও মাঝেরহাট থেকে শেষ মেট্রো রাত ৮টা ১৫ মিনিট (আগের ৮টার বদলে)

প্রসঙ্গত, আগের মতোই শনিবার ও রবিবার পার্পেল লাইনে কোনও মেট্রো পরিষেবা থাকছে না। মেট্রো রেলের এই সিদ্ধান্তে অফিসযাত্রী সহ সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াতে অনেকটাই স্বাচ্ছন্দ্য আসবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সওয়ারি...। ডোমপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

কলকাতার বর্ষা ও পুজোর ভিড় সামলাতে প্রস্তুত পুরনিগম, ছুটি বাতিল নিকাশি বিভাগের কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা যেন আর দেখতে না হয়; এই লক্ষ্য নিয়েই কলকাতা পুরনিগম এবার কড়া পদক্ষেপ করল। বর্ষা ও আসন্ন শারদোৎসবকে মাথায় রেখে নিকাশি বিভাগের সমস্ত কর্মীদের ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কেউই ছুটিতে যেতে পারবেন না। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, বর্ষা শুরু হতেই শহরের একাধিক জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সে সব জায়গা দ্রুত পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন পুরনিগমের নিকাশি কর্মীরা। আধুনিক যন্ত্র, ক্যাচ পিট পরিষ্কার, ম্যানহোল খোলা; সব কাজেই তাঁরা দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। ফলে গতবারের মতো জল জমে থাকলেও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এবারও যেন জল জমে না থাকে, তাই বর্ষা ও পুজোর মরসুম জুড়ে সাড়ে এগারোশো কর্মী ও ইঞ্জিনিয়ারকে মাঠে নামানো হচ্ছে।

পুরনিগম সূত্রে জানা গেছে, শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কারের কাজ চলে। কিন্তু সম্প্রতি একদিনে যে বৃষ্টির পরিমাণ রেকর্ড করা হয়েছে, তা গোটা দেড় মাসের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সমান। তাই নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ কর্তৃপক্ষ।

পুর আধিকারিকদের একাংশ জানিয়েছে, যেসব এলাকায় জল জমেছিল, সেখানে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে। কোথায় কতটা বৃষ্টি হয়েছে, সেই তথ্য খতিয়ে দেখা হবে। শহরের যেসব জায়গা ‘ওয়াটার পকেট’ হিসেবে চিহ্নিত, সেখানে মোতায়েন থাকবে পোর্টেবল পাম্প। পাশাপাশি, লকগেট ও পাম্পিং স্টেশনগুলিতেও থাকবে বাড়তি নজর।

শহরে পুজোর সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের আনাগোনা থাকে। সেই সময় যাতে কোথাও জল দাঁড়িয়ে না থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই কড়া সিদ্ধান্ত। কলকাতা পুরনিগমের এক কর্তা বলেন, শহরের জল নেমে যাওয়াটা শুধু ড্রেন পরিষ্কার করলেই হয় না। কোথায় ক্যাচ পিটের মুখ বন্ধ, কোথায় জঞ্জালের জন্য জল আটকে যাচ্ছে; সব কিছু নজরে রেখে কাজ চালাতে হবে।

এবার কলকাতায় শুধু জল সরানো নয়, জল দাঁড়ানোর আগেই ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনায় চলছে পুরনিগমের প্রস্তুতি। কারণ, বর্ষা কাটার আগেই আসছে দুর্গা পুজো, তারপরেই কালীপুজো। তাই শহরের নিকাশি কর্মীদের জন্য এ এক লম্বা যুদ্ধের প্রস্তুতি।

সোনার বিভিন্ন শোরুমে ভুয়ো বন্দুক লাইসেন্স নিয়ে গার্ডের কাজ, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় সেনকো গোল্ডের বিভিন্ন দোকানে ভুয়ো আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ব্যবহার করে গার্ডের কাজ করার অভিযোগে ৮ জনের নামে এফআইআর দায়ের হয়। তাদের মধ্যে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযুক্তরা হলেন, দিনেশ মাহালি (৪৫), বরাল সারদার পাড়ায় বাড়ি, রাজু সরদার (৩৭), দক্ষিণা খাড়াবেড়িয়া, চণ্ডীপুর এলাকার বাসিন্দা,বিশ্বজিৎ সরকার (৪০), চাকদা, নদিয়ার বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৩টি ১২-বোরের সিঙ্গল ব্যারেল ব্রিচ লোডিং বন্দুক এবং ১৭ রাউন্ড ১২-বোরের কার্তুজ। ধৃত তিনজন অভিযুক্তকে লালবাজারে হাজির করানোর পর কোর্টে তোলা হয়। কোর্ট তাদের ২২ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সূত্রের খবর, এই চক্র দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো লাইসেন্সের মাধ্যমে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে নিরাপত্তারক্ষীর চাকরি করে আসছিল, যার ফলে প্রতারিত হয়েছে কর্মসংস্থানের সংস্থাগুলি ও অস্ত্র লাইসেন্স দানকারী কর্তৃপক্ষ।

আবার পরীক্ষা নয়, নবান্ন অভিযানের ডাক ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের, চার দফা দাবিতে সরব হবেন আন্দোলনকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে রাজি নন বহু ‘যোগ্য’ চাকরিহারা প্রার্থী। যাঁদের চাকরি আদালতের নির্দেশে বাতিল হয়েছে এবং সেইসঙ্গে যাঁদের ‘যোগ্য’ প্রার্থী হিসেবে স্বীকৃতি মিলেছে, তাঁদের বক্তব্য;পুনরায় পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা সংবিধান পরিপন্থী এবং মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের সামিল।

এই অবস্থাতেই আজ সোমবার রাজ্য সরকারের প্রধান প্রশাসনিক দপ্তর নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। যদিও এই আন্দোলনের নির্দিষ্ট সময় ও জমায়েতের স্থান এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

আন্দোলনকারী ‘যোগ্য’ প্রার্থীদের চার দফা প্রধান দাবি নিম্নরূপ

১. যোগ্যদের সসম্মানে স্বপদে পুনর্বহাল করতে হবে।

২. রিভিউ পিটিশনের মাধ্যমে চাকরি খোওয়া প্রার্থীদের পুনর্বহালের জন্য রাজ্য সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

৩. সমস্ত ‘যোগ্য’ প্রার্থীর শংসাপত্র প্রকাশ করতে হবে।

৪. ওএমআর শিট প্রকাশ করে আইনানুগ রি-প্যানেল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকরি ফেরাতে হবে।

চাকরিহারা শিক্ষকদের বক্তব্য, আমরা আদালতের নির্দেশে ‘যোগ্য’ হয়েও আজ বঞ্চিত। নতুন করে পরীক্ষা নয়, পুরনো প্যানেল থেকেই আমাদের ফেরানো হোক।

দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি, দুর্যোগের পূর্বাভাস উত্তরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, একইসঙ্গে বইতে পারে দমকা হাওয়াও। সপ্তাহের শুরুতে কয়েক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতাতেও ঝড়বৃষ্টির জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে আগামী সপ্তাহে দুর্যোগের পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বুলেটিনে জানানো হয়েছে, আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় চলবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, নদিয়ায়। বাকি জেলায় ঝড়বৃষ্টি হলেও সতর্কতা জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। সোম এবং মঙ্গলবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায়।

উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টিপাত চলবে।

রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতিতে নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ মানস ভুঁইয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনারপুর: ঘাটাল থেকে খানাকুল; টানা নিম্নচাপ ও প্রবল বর্ষণে রাজ্যের একাধিক জেলা জলের তলায়। সর্বত্রই বন্যা পরিস্থিতি, বিপর্যস্ত জনজীবন। এমন সংকটের সময়েও কেন্দ্রীয় সরকারের ‘উদাসীন’ মনোভাব ও নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

রবিবার সোনারপুরে একটি রক্তদান শিবিরে এসে কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শানান তিনি। বলেন, একদিকে প্রকৃতির তাণ্ডব, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতি; দু’য়ের চাপে রাজ্য কার্যত স্যান্ডউইচ হয়ে যাচ্ছে। সরাসরি আঙুল তুললেন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। মানস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার অনুরোধ করেছেন যাতে আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে জল ছাড়া হয়। মুখ্যসচিবও একাধিকবার চিঠি পাঠিয়েছেন। এমনকী সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিও কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছে। তবু কেন্দ্র কোনও দায় নেয়নি, কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তাঁর আরও অভিযোগ, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সর্বশক্তি নিয়ে কাজ করছে। কোথাও ত্রাণ, কোথাও উদ্ধার, কোথাও আশ্রয় শিবির; সব ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য। অথচ কেন্দ্র চুপ করে বসে শুধু রাজনীতি করছে। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বদলে তারা দায় এড়াতে ব্যস্ত। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজনৈতিক তরজা নয়, সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন বলেই মন্তব্য মানস ভুঁইয়ার।

পুজোর জাঁকজমকে হারিয়ে যায় ওঁদের অস্তিত্ব

সামান্য পুঁজি দিয়ে লাভের মুখ দেখতে চান আলিপুর, হাতিবাগানের হকাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহর জুড়ে দুর্গাপুজোর জাঁকজমক। একের পর এক থিম প্যান্ডেল, চোখ ধাঁধানো আলো, নানা স্বাদের স্ট্রিট ফুড আর লম্বা সারিতে ভিড়; এই যেন পুজোর অন্য নাম। কিন্তু এই উৎসবের আবহে যাঁরা দিনরাত খাটেন, চোখে-মুখে থাকে উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তা, তাঁদের নাম হকার। ফুটপাথ, গলি, মোড়, বা মণ্ডপের সামনে বসে যাঁরা সামান্য পুঁজি নিয়ে দোকান সাজান, পুজোর ভিড়ে তাঁরা হন অবহেলিত সৈনিক। শহরের নিউ আলিপুর, হাতিবাগান, শোভাবাজার, গড়িয়া, ডানলপ থেকে শুরু করে জেলা শহর বর্ধমান, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর; সব জায়গাতেই এই চিত্র। হকার শম্ভু সাউ বললেন, বছরের অনেক সময় কাজ পাই না। পুজোর এই ক’দিনেই যা রোজগার হয়, তাতে ছেলের

স্কুলের ফি, ঘরভাড়ার কিছুটা মেটে। তবে পুজোর বাজার সহজ নয়। প্রথম চ্যালেঞ্জ জায়গা পাওয়া। পুজোর আগে অনেক জায়গায় পুরসভা বা পুলিশ হকারদের সরিয়ে দেয় নিয়ম না মানার অভিযোগে। কিন্তু বিকল্প স্থান বা সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকে না। ছোট দোকানের মালিকেরা বলেন, পুজোর আগে আমাদের থেকে ৫০০-১০০০ টাকা নেয় স্থানীয় ‘ক্লাব’ বা লাইনম্যানরা। জায়গা না পেলে ওই টাকাও লোকসান যায়। পুজোর চার-পাঁচ দিন তাঁরা সকাল ৮টা থেকে রাত ২টা অবধি দোকানে থাকেন। খাবার সময় নেই, বিশ্রাম তো দূরের কথা। হকার সুমিতা দে বলেন, ভিড়ের ভেতরে বাচ্চা সামলে দোকান চালাই। কেউ ধাক্কা দিলে সব পড়ে যায়। তখন ক্ষতির দায় কে নেবে? প্রচুর ভিড় মানে ভালো বিক্রি হলেও, চুরি-ছিনতাইয়ের ভয়ও সর্বক্ষণ তাড়া করে। অনেকে বলেন, দশ হাজার টাকার জিনিস এনেছি। বিক্রি করতে না পারলে পুরো লোকসান। চুরি হলে তা আর ফেরতও পাওয়া যায় না। অনেক হকার আবার থিম প্যান্ডেলের বাইরে বসার সুযোগ পান না। বড় ক্লাবগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় থাকা কোম্পানির স্টলে জায়গা বরাদ্দ হয়ে যায় আগেই। স্থানীয় ছোট দোকানিরা তখন মূল রাস্তার ধারে বা গলির ভেতর সরে যান। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার বিক্রি কমে যায় অনেকটাই। পুজোর আনন্দ তাই হকারদের কাছে একরাশ উদ্বেগ আর দিন গোনার লড়াই। তাঁদের চোখে পুজো মানে কষ্ট, ধকল, আর এই ক’দিনে যতটা পারা যায় রোজগার করে নেওয়া। অথচ তাঁদের ছাড়া পুজো যেন অচল; কারণ চটজলদি জামা, সস্তার টিকলি, প্লাস্টিকের ঢাক-ঢোল, ফুচকা, পানিপুরি, বা এক কাপ কাগজের কফির দোকান সবই হকারদের ঘিরেই তো! শারদ উৎসবের আলো, শব্দ আর রঙের মিছিলের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকেন এইসব মানুষ, যাঁদের রোজগার হয়তো অনিশ্চিত, কিন্তু পুজোর চেহারায় তাঁদের ভূমিকা অপরিহার্য। তাঁদের জন্য যদি শহর একটু সহানুভূতিশীল হয়, তবে ‘সবার দুর্গাপুজো’ সত্যিকারে অর্থবহ হয়ে উঠবে।

সম্পাদকীয়

নীরব শীর্ষ নেতৃত্ব, ভাঙড় থেকে সাঁইথিয়া, তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের বলি বেড়েই চলেছে

এ রাজ্যে যে কোনও নির্বাচনই আজ এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। অস্ত্রের দাপট, রক্ত, সেখান থেকে প্রাণহানি-- রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসকের হাতে বিরোধী খুন তো আছেই, সঙ্গে শাসকের হাতে শাসক দলেরই নেতা-কর্মী খুনের মত মারাত্মক অভিযোগ। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, শাসক দলের গোষ্ঠী লড়াই ততই প্রকট হচ্ছে। কোথাও টিকিট পাওয়া নিয়ে, কোথাও এলাকা দখলের, আবার কোথায় স্থানীয়স্তরে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে লড়াই ক্রমশ বাড়ছে। আর এর অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু। কয়েকদিন আগেই এক তৃণমূল নেতার মৃত্যুতে উত্তাল হয়েছিল ভাঙড়। ভাঙড়ের রেশ কাটতে না কাটতে এবার বীরভূমের সাঁইথিয়া। সেখানে খুন হলেন লাভপুর বিধানসভার তৃণমূলের দাপুটে নেতা তথা শ্রীনিধিপুর গ্রামের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পীযূষ ঘোষ। তিনি আবার সাঁইথিয়া পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ঘটনার পর মৃতের পরিবারের তরফে চক্রান্তের অভিযোগ ওঠছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের মুখেও একই কথা। পুলিশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে আটক করে জেরা শুরু করেছে। ভাঙড়ের ঘটনায় শাসক দলের তরফে প্রথমদিকে আইএসএফের দিকে আঙুল তোলা হয়। কিন্তু তদন্তে নেমে পুলিশ এক তৃণমূল নেতাকেই গ্রেফতার করে। তদন্তে উঠে আসছে সেই গোষ্ঠী লড়াইয়ের তত্ত্বই। জানা যাচ্ছে, ধৃত দাপুটে তৃণমূল নেতা মোফাজ্জেল মোল্লা ভাঙড় বিধানসভা তৃণমূল কমিটির সদস্য। এলাকায় মোফাজ্জলের ব্যাপক প্রভাব। সম্প্রতি মৃত রেজাক্কের দাপট বাড়তে শুরু করেছিল। সেখান থেকে দ্বন্দ্বের শুরু। ধৃতকে জেরা করে এমনই দাবি কাশীপুর থানার। মোফাজ্জেলের কর্মকাণ্ড ছিল মূলত চালতাবেড়িয়ায়। দীর্ঘদিন থেকেই বিবাদ চলছিল রেজ্জাক ও মোফাজ্জেলের। আততায়ীদের মোফাজ্জেলই নিয়োগ করেছিল। কিছুদিন আগে ভাঙড় বিজয়গঞ্জ বাজারের সভাপতি করা হয়েছিল রেজ্জাককে। তাতেই রুষ্ট হয়েছিল মোফাজ্জেল। সে দীর্ঘদিন ধরে এই বাজার দেখাশোনা করতো। মোদ্দা কথা, সেই এলাকা দখল ও ভাগ বাঁটোয়ারার তত্ত্বই উঠে আসছে। কিন্তু এর শেষ কোথায়? একের পর এক ঘটনাতেও নীরব শীর্ষ নেতৃত্ব।

শব্দবাণ-৩২৮

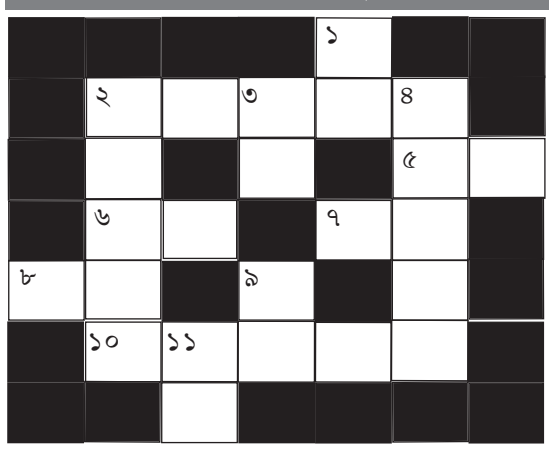

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. কোঁকড়ানো চুল ৫. মজবুত, দৃঢ় ৬. রহস্য ৭. কাঁচা নারকেল ৮. গোলা ১০. ছোটো পিস্তলবিশেষ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. আমের মুকুল ২. অচঞ্চল ৩. মুটে, বোঝাবাহক ৪. যাত্রীর মালপত্র ৯. খাল ১১. সৈনিক,যোদ্ধা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩২৭

পাশাপাশি: ১. অযোগ ৩. আত্মজ ৫. রুধির ৬. লাঙ্গুল ৭. উল্লাস ৯. ফরিক ১১. পড়তা ১২. তপন।

উপর-নীচ: ১. অররু ২. গভীর ৩. আতেলা ৪. জঙ্গল ৭. উত্তাপ ৮. সভ্যতা ৯. ফলত ১০. কঠিন।

জন্মদিন

আজকের দিন

মধু সাপ্রে

১৯৫৭ *প্রাক্তন সিবিআই ডিরেক্টর অলোক ভার্মার জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট মডেল অভিনেত্রী মধু সাপ্রের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় অসীম বিশ্বাসের জন্মদিন।*

রাজনীতি এবং সন্ন্যাসী

মানস চক্রবর্তী

স্টিভেন্সন মুর তাঁর রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, অরবিন্দ, বারীন্দ্র সহ রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ডেকান, পাঞ্জাব, লখনউ, মিরাট, বেনারস সিমলা, হরিদ্বার, মথুরা, হোসিয়ারপুর, জলন্ধর, জুনাগড়, পুনা,বরোদার সহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচুর সন্ন্যাসীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। মুর এই সকল সন্ন্যাসীদের ‘পলিটিক্যাল সাধু’ বলেছেন। এই পলিটিক্যাল সাধু নিয়ে পরে বিতর্ক হয়েছে। পলিটিক্যাল সাধু বলতে মুর কাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই বিতর্ক এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। এখন লাডলীমোহন রায়চৌধুরীর লেখা থেকে একটি অংশ উল্লেখ করব, তবস্তুত রামকৃষ্ণ মিশনের মতো আর্য সমাজও যে বিপ্লবীদের একটি আশ্রয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সে কথা গোয়েন্দা স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এফ.সি. ড্যালি তাঁর ১৯১১ সালের ৭আগস্ট তারিখের একটি রিপোর্টের স্পষ্টই উল্লেখ করেছিলেন। ড্যালির মতে রামকৃষ্ণ মিশন তবুও তো, মিশন যাতে রাজনীতি এড়িয়ে চলে সে ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আর্যসমাজের ক্ষেত্রে এই রকম কোনো রাজনৈতিক সদিচ্ছার (political intention) কথা শোনা যায়নি। ড্যালির রিপোর্ট এলাহাবাদের জনৈক আলরাম সন্ন্যাসীর স্বীকারোক্তিমূলক একটি বিবৃতি সংযোজিত হয়েছিল। এটির মধ্যে আর্য সমাজের সরকারবিরোধী নানা কিয়া কাণ্ডের কথা লেখা ছিল। এই আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী নিজে ছিলেন সন্ন্যাসী। এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ ছিল একটি ধর্মীয় সংগঠন।

স্টিভেন্সন মুর তাঁর রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, অরবিন্দ, বারীন্দ্র সহ রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ডেকান, পাঞ্জাব, লখনউ, মিরাট, বেনারস সিমলা, হরিদ্বার, মথুরা, হোসিয়ারপুর, জলন্ধর, জুনাগড়, পুনা,বরোদার সহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচুর সন্ন্যাসীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। মুর এই সকল সন্ন্যাসীদের ‘পলিটিক্যাল সাধু’ বলেছেন। এই পলিটিক্যাল সাধু নিয়ে পরে বিতর্ক হয়েছে। পলিটিক্যাল সাধু বলতে মুর কাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই বিতর্ক এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। এখন লাডলীমোহন রায়চৌধুরীর লেখা থেকে একটি অংশ উল্লেখ করব, তবস্তুত রামকৃষ্ণ মিশনের মতো আর্য সমাজও যে বিপ্লবীদের একটি আশ্রয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সে কথা গোয়েন্দা স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এফ.সি. ড্যালি তাঁর ১৯১১ সালের ৭আগস্ট তারিখের একটি রিপোর্টের স্পষ্টই উল্লেখ করেছিলেন। ড্যালির মতে রামকৃষ্ণ মিশন তবুও তো, মিশন যাতে রাজনীতি এড়িয়ে চলে সে ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আর্যসমাজের ক্ষেত্রে এই রকম কোনো রাজনৈতিক সদিচ্ছার (political intention) কথা শোনা যায়নি। ড্যালির রিপোর্ট এলাহাবাদের জনৈক আলরাম সন্ন্যাসীর স্বীকারোক্তিমূলক একটি বিবৃতি সংযোজিত হয়েছিল। এটির মধ্যে আর্য সমাজের সরকারবিরোধী নানা কিয়া কাণ্ডের কথা লেখা ছিল। এই আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী নিজে ছিলেন সন্ন্যাসী। এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ ছিল একটি ধর্মীয় সংগঠন।

এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী প্রচার করছেন, হিন্দুধর্মের নিয়ম অনুযায়ী গেরুয়া পরে রাজনীতির কথা বলা যাবে না। এই সংক্রান্ত নিয়ম হিন্দু ধর্মের কোথায় লেখা আছে আমার জানা নেই।সেই সংক্রান্ত তথ্য ওনারা নিশ্চয় দেবেন।

এই ব্যাপারে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে।কখনো কখনো সন্ন্যাসীদের রাজনীতির কথা বলতে হয়। রাজনীতি করতে হয়। ভগিনী ক্রিস্টিনকে স্বামীজি লিখছেন ক্ষ্মনিবেদিতা ভারতের পরিস্থিতি ও রাজনীতি সম্পর্কে কী জানে? আমার জীবনে আমি তার চেয়ে অনেক বেশী রাজনীতি করেছি। বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট তৈরি করতে চেয়েছিলাম। সেইজন্যই আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। সেইজন্যই আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হিরাম ম্যাকসিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম, কিন্তু দেশের কাছ থেকে আমি কোন সাড়া পাইনি।দেশটা মৃত।ক্ষ্ম ভগিনী নিবেদিতার প্রখ্যাত জীবনীকার লিজেল রেঁম শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে চিঠিতে জানিয়েছেন যে, ‘মিস ম্যাকলাউড সূত্রে তিনি (লিজেল রেঁম) অবগত হয়েছেন স্বামীজীর ইচ্ছায় মিস ম্যাকলাউড বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করার জন্য টাকা দিয়েছিলেন।’ লিজেল রেঁম শঙ্করী প্রসাদ বসুকে লিখছেন, তমিস ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দের কিছু চিঠি দেখিয়ে আমাদের বলেছিলেন, ‘এগুলি একেবারে আগুনে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে লেখা। স্বামীজি অনেক কিছুই করেছিলেন। চন্দননগরের মধ্য দিয়ে ভারতে অস্ত্র চালান হয়েছে! আমি সেগুলি কিনেছি। অস্ত্রসহ একটি নৌকা ধরা পড়ে, কিন্তু তার সূত্রে কাউকে ধরা যায়নি।’দ

পরে মিস ম্যাকলাউড ঐসব চিঠিকে ‘too political’ বলে নষ্ট করে দিয়েছেন।

স্বামীজী প্রথমবার বিদেশ থেকে আসার পর একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দকে (তখন বহ্মচারী সুধীর) বললেন, ‘দ্যাখ, আমি বিদেশ থেকে বোমা বানাতে শিখে এসেছি। আমি যদি বোমা বানিয়ে দিই তোরা তা লাটসাহেবের বাড়িতে ফেলে আসতে পারবি?’ এই কথাটি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি শুনেছিলেন মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের কাছে।স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ আবার কথাটি শুনেছিলেন স্বয়ং শুদ্ধানন্দের কাছে। "What India needs today is bomb." কথাকয়টি মরদেহত্যাগ করার পূর্বে স্বামীজি কামাখ্যা মিত্রকে বলে গিয়েছিলেন। একজন সন্ন্যাসী বোম্ মারার কথা বলছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এখন বেঁচে থাকলে কিছু মানুষের কটুক্তি শুনতে হতো নিশ্চয়ই। অবশ্য তখন যে শুনতে হয়নি এমনটা নয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল হেমচন্দ্র ঘোষ তারূ চতুর্থ সাক্ষাৎকারে বলছেন, ‘কেউ কেউ স্বামীজিকে বলেন রিঅ্যাকশনারী; বলেন রিভ্যাইভ্যালিষ্ট; বলেন স্বামীজী আসলে ছিলেন বুর্জোয়া এবং ধর্ম হলো তাঁর ছদ্মবেশ। বলেন ভারতের নবজাগরণের অগ্রগতিকে তিনি বিপরীত পথে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন ধর্মের কথা বলে। একটা কথা ইদানিংকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন যে, ভারতবর্ষ যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল, পাকিস্তানের জন্ম হলো,তার জন্য অনেকাংশে দায়ী হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ যার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এঁরা বলছেন বিপ্লবী আন্দোলনে সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল যে, এই আন্দোলন বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।’

বর্তমানে যেসব সন্ন্যাসী হিন্দু ধর্মের পক্ষে কথা বলছেন, তারাই ব্যঙ্গ, বিদ্রূপের শিকার হচ্ছেন। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন। যেমন একসময় স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ হয়েছিলেন।

চার্লস অগস্টাস টেগার্ট ১৯০১ সালে Indian police service এ যোগদান করেছিলেন এবং তারপরে প্রায় ৩০ বছর ঐ পদে কর্মরত ছিলেন। শেষ আট বছর তিনি কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদ পেয়েছিলেন। আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে টেগার্ট তাঁর কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ নাইটহুড উপাধি লাভ করেন। যখন তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসাবে সরকারের কাছ থেকে নাইটহুড উপাধি পেয়েছেন তখন নিঃসন্দেহে খুব দাপুটে ও বেপরোয়া ছিলেন একথা সহজেই অনুমেয়। তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল ত্রিশ পাতার মুদ্রিত রিপোর্টটি লাল রঙের মলাটে বাঁধাই করে সরকারের কাছে জমা দেন। পরবর্তীকালে এটি রেডবুক হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করে।

চার্লস টেগার্টের রিপোর্টটি পড়লে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারব বিবেকানন্দের মিশন রাজনৈতিক সন্দেহের তালিকায় ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের মতো ধর্মীয় সংগঠনও ব্রিটিশ পুলিশের চোখে চোখে থাকত। একসময় বেলুড় মঠকে বেআইনি ঘোষণা করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর বিশেষ কারণে তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সাদা পোশাকের পুলিশ দ্বারা নজরদারি রাখার কথা জানতে পারা যায়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন, তপুলিসের রিপোর্ট ও সেক্রেটারির মন্তব্য খুব সম্ভব বেলুড মঠের কর্তৃপক্ষ জানিতে পারিয়াছিলেন। কারণ মাত্র কয়েকদিন পূর্বে একজন আমেরিকান মহিলা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, যদি বেলুড় মঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আমেরিকায় ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবে। এ সময় (খুব সম্ভব বিশ্বযুদ্ধে যখন বিপন্ন ইংরেজ আমেরিকার সাহায্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন) কোনভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধভাজন হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং বেলুড় মঠ বন্ধ না করিয়া সাদা পোশাকে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীকে সদা সর্বদা বেলুড় মঠে নিযুক্ত করা হউক।দতৎকালীন সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন, নচেৎ ব্রিটিশ পুলিশের এই নিয়ে এত মাথাব্যথা হতো না। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগের যথেষ্ট প্রমাণ ‘বিপ্লব আন্দোলনের নেপথ্যে নানা কাহিনী’ ও ‘গোয়েন্দা রিপোর্টে রাজনৈতিক সাধু ও রামকৃষ্ণ মিশন’বই দুটিতে রয়েছে।

আমাদের সামান্যতম বাস্তববোধ থাকলে আমরা বুঝতে পারবো বর্তমানে দেশ,জাতি এবং ধর্মকে রক্ষা করতে হলে রাজনৈতিক সাহায্যের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। একথা বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন, যুগাচার্য প্রণবানন্দ অনুভব করেছিলেন। তাই আচার্য প্রণবানন্দজি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মাষ্টমীর দিন রাসবিহারী এভিনিউয়ে সম্মেলন মঞ্চে সকলের সামনে নিজের গলার মালা সেদিন শ্যামাপ্রসাদের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তবাঙালি হিন্দু সামনে দাঁড়ানোর লোক ঠিক করে দিলাম।দ শ্যামাপ্রসাদ তো রাজনীতির লোকই ছিলেন।

জরাসন্ধ, ভীষ্ম,দ্রোণাচার্য,কর্ণ, দুর্যোধন বধের জন্য অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করে থাকেন। কিন্তু ধর্মরক্ষা ও সংস্থাপনের জন্য এইসব মানুষদের বধ করা একান্ত দরকার ছিল। সেইরূপ হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতিকে রক্ষা করার জন্য যদি রাজনৈতিক যোগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেটা কোনোমতেই দোষের নয়।

১৯৩৯ সালে জানুয়ারি মাসে কাশীতে Religious Endowment Bill এর প্রতিবাদে অখিল ভারত সাধু সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। আচার্য প্রণবানন্দজি সেই সভায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও সভাপতি শঙ্করাচার্যের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠান। হিন্দু ধর্ম, হিন্দু জাতি ও হিন্দু সমাজের প্রতি সাধু সন্ন্যাসীদের ঔদাসীন্যর যদি কটাক্ষ এবং উক্ত বিষয়ে সাধু সমাজের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্টিভেন্সন মুর তাঁর রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, অরবিন্দ, বারীন্দ্র সহ রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ডেকান, পাঞ্জাব, লখনউ, মিরাট, বেনারস সিমলা, হরিদ্বার, মথুরা, হোসিয়ারপুর, জলন্ধর, জুনাগড়, পুনা, বরোদার সহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচুর সন্ন্যাসীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। মুর এই সকল সন্ন্যাসীদের ‘পলিটিক্যাল সাধু’ বলেছেন। এই পলিটিক্যাল সাধু নিয়ে পরে বিতর্ক হয়েছে। পলিটিক্যাল সাধু বলতে মুর কাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই বিতর্ক এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। এখন লাডলীমোহন রায়চৌধুরীর লেখা থেকে একটি অংশ উল্লেখ করব, তবস্তুত রামকৃষ্ণ মিশনের মতো আর্য সমাজও যে বিপ্লবীদের একটি আশ্রয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সে কথা গোয়েন্দা স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এফ.সি. ড্যালি তাঁর ১৯১১ সালের ৭আগস্ট তারিখের একটি রিপোর্টের স্পষ্টই উল্লেখ করেছিলেন। ড্যালির মতে রামকৃষ্ণ মিশন তবুও তো, মিশন যাতে রাজনীতি এড়িয়ে চলে সে ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আর্যসমাজের ক্ষেত্রে এই রকম কোনো রাজনৈতিক সদিচ্ছার (political intention) কথা শোনা যায়নি। ড্যালির রিপোর্ট এলাহাবাদের জনৈক আলরাম সন্ন্যাসীর স্বীকারোক্তিমূলক একটি বিবৃতি সংযোজিত হয়েছিল। এটির মধ্যে আর্য সমাজের সরকারবিরোধী নানা কিয়া কাণ্ডের কথা লেখা ছিল। এই আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী নিজে ছিলেন সন্ন্যাসী। এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ ছিল একটি ধর্মীয় সংগঠন।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে রাজনৈতিক সন্ন্যাসের কথা খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন। বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দকে যেমন অনেকে সাম্প্রদায়িক বলে নিন্দা করেছিলেন, সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্রও এই নিন্দার হাত থেকে রক্ষা পাননি।

বর্তমানেও যেসব সন্ন্যাসী হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য,ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক সন্ন্যাসের কথা বলবেন তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রুপের শিকার হবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাস্তা যেন পুকুর! বিক্ষোভ মন্তেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: রাস্তা না পুকুর, বোঝা দায়। কাদার উপর দিয়েই কোনও রকমে চলছে যাতায়াত। প্রশাসনকে বলেও কোনও সুরাহা না মেলায়, রাস্তার দাবিতে বিক্ষোভে নামলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকের অন্তর্গত বাঘাসন ঘোষ পাড়ার বাসিন্দারা। রাস্তার অবস্থা এতটাই বেহাল যে গোটা রাস্তা খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে এক হাঁটু পর্যন্ত জল। কোথাও আবার এক হাঁটু করে কাদা। এই রাস্তার উপরেই পুকুর ভেবে হাঁসেদের দৌরাত্ম্য।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, এই রাস্তা দিয়ে তাঁদের ছোট ছেলে মেয়েরা অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলে যেতে পারে না, সেই সঙ্গে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে গাড়ি না ঢোকায়, তাঁকে কোলে করে কিংবা খাটে করে প্রধান রাস্তার উপরে তুলতে হয়। বহুদিনের এই রাস্তার সমস্যায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বাঘাসন গ্রামের ঘোষপাড়ার বাসিন্দারা। তাদের দাবি, বার বার সদস্য থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের প্রধানকে মৌখিকভাবে জানিয়েও এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি। যদিও বাঘাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এবিষয়ে জানান, ওই রাস্তাটা ইতিমধ্যেই টেন্ডার হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি রাস্তার কাজ শুরু হবে বলেই তিনি আশ্বাস দেন।

মতুয়া সম্প্রদায়কে সিএএ-র জন্য দরখাস্তের আবেদন শান্তনু ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তারা সিএ অ্যাপ্লিকেশন করুন। মতুয়া চিন্তন শিবির থেকে বার্তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগরে মতুয়া ধর্ম চিন্তন শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই চিন্তন শিবিরে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সিএ নিয়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে বার্তা দেন। শান্তনু বলেন, 'সিএ অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে কেন? যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাঁরা সিএ অ্যাপ্লিকেশন করুন। ভারত সরকার হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের নাগরিকত্ব দেবে। সিএএ-র জন্য কোনও কাগজ বাধ্যতামূলক নয়। যদি কাগজ থাকে কারও কোনও সরকারি কাগজ থাকে দেবেন। আর অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের থেকে একটি সার্টিফিকেট নিয়ে দেওয়া হবে যে, এই মানুষটি অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সদস্য সিএ পাওয়ার যোগ্য।' পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু আরও বলেন, 'মানুষের কানে তো জল যায় না। ধরপাকড় শুরু হয়েছে যখন আবেদন হবে। সিএ না করলে অসুবিধায় তো অবশ্যই পড়তে হবে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে যারা এসেছেন তাঁরা তো ভারতের নাগরিক ছিলেন না। অবৈধভাবে যাঁরা এসেছেন তাঁদের ধরপাকড় চলছে পুশব্যাকের জন্য। রাজ্য সরকারকে দিয়ে ধরা হচ্ছে। তবে যাঁদের ধরা উচিত রাজ্য সরকার তাঁদের ধরছে না।' শান্তনু ঠাকুরের মন্তব্য নিয়ে মমতা ঠাকুরের মতুয়া মহাসংঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'শান্তনু ঠাকুরের এই বক্তব্যে বোঝা যায় কেউ সি-র জন্য আবেদন করছে না। সেই কারণে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে শিবির করে বলতে হচ্ছে, আপনারা সিএএতে দরখাস্ত করুন। মতুয়া উদ্বাস্তু যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে ভরসা রেখেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলে দিয়েছেন যাঁদের ভোট কার্ড, ভোটার কার্ড আছে তারাই ভারতের নাগরিক। শান্তনু ঠাকুর নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসা বাড়ানোর জন্য এসব করছেন।'

একুশের প্রস্তুতি সভায় উষ্মা প্রকাশ তৃণমূল জেলা সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ধর্মতলায় একুশে জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবস পালনের উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত-সহ কুলটি বিধানসভার অন্তর্গত মিঠানিতে এক কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। তৃণমূলের এই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক, পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, কুলটির প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক নেতৃত্ববৃন্দ। মিঠানির সংহতি মঞ্চে ভরা জনসভায় জেলা সভাপতির পরিষ্কার বার্তা, 'দলীয় সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা বিরোধীদের থেকে পিছিয়ে ছিল।' নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আরও বলেন, 'ভোটের ফলাফলে আরও লক্ষ্য করা যায়, কুলটি বিধানসভার অন্তর্গত আসানসোল পুরনিগমের ২৮টি ওয়ার্ডে তৃণমূলের আশানুরূপ ফল হয়নি। শুধু তাই নয়, এই বিধানসভায় ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট এবং বুথ প্রেসিডেন্টের কোনও অস্তিত্ব আছে বলে দলের কাছে কোনও খবর নেই। এই বিষয়টি অবিলম্বে মিটিয়ে নিতে হবে।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রয়োজনে ভবিষ্যতে ঘোষিত ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট ও বুথ প্রেসিডেন্টের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখবে দল।' নরেন্দ্রনাথ জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং-কে বলেন, একুশে জুলাই উপলক্ষে কুলটি বিধানসভা এলাকায় ৫৬টি বাসের ব্যবস্থা করতে। এবং ধর্মতলাগামী ওই বাসে থাকা দলীয় কর্মীরা যেন গোষ্ঠী কোন্দল ভুলে একসঙ্গে সভা মঞ্চের দিকে রওনা দেন। তিনি বলেন, 'খন সোশ্যাল মিডিয়া সমস্ত দলের প্রচারের অন্যতম মাধ্যম। তাই প্রতিটি বুথ স্তরে একজন করে কর্মী নিয়োগ করতে হবে, যারা দলীয় বার্তা সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রচার করবেন।'

পাবলিক নোটিশ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ১৫.১১.১৯৯৯ তারিখে জারিকৃত সময়ে সময়ে সংশোধিত সার্কুলার নং DNBS (PD)/CC.NO.11/02.01/99-2000 অনুযায়ী এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে এবং সার্কুলার নং DNBS (PD).CC.NO.376/03.10.001/2013-14 তারিখ ২৬.০৫.২০১৪, DNBR(PD). CC.NO.065/03.10.001/2015-16 তারিখ ০৯.০৭.২০১৫, মাস্টার ডিরেকশন- নন-ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি স্কেল বেজড রেগুলেশনস-DOR.FIN. REC. No. 45/ 03.10.119/2023-24, তারিখ ১৯.১০.২০২৩ এর ৪২ অনুচ্ছেদ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (ডিওএস) কর্তৃক ০৩-০৬-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত পূর্বানুমোদন আবেদন (ID- PRV.CO.DOS.2024-2025.P656) অনুসারে **মেসার্স আই কে এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড**, একটি বিদ্যমান নন-ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি (অতঃপর " দ্য কোম্পানি" হিসাবে উল্লিখিত) ৮, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৭ ঠিকানায় অবস্থিত -এর নতুন ডিরেক্টর হিসেবে শ্রী গৌরব গান্ধী, মালি মহল্লা, কোঠারি হসপিটাল রোড, ভিরু জি কি গলি, জাসুসার গেটের বাইরে, বিকানের, রাজস্থান-৩৩৪০০১ ঠিকানার বাসিন্দা এবং পেশায় পরিষেবা কর্মী -কে নিয়োগের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধিত হবে।

এই পরিবর্তনের পর পরিচালনা পর্ষদের নতুন সদস্যগণ হবেন ১. শ্রী লেখ নাথ ঝা, ২. শ্রী সুবীর মুখার্জি, ৩. শ্রী অজয় কুমার চান্দক, ৪. শ্রী অনিল বিশ্বকর্মা, ৫. শ্রী রামাবতার ভানওয়ারলাল সোনি এবং ৬. শ্রী গৌরব গান্ধী।

এই পরিবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য হবে কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং সেগুলিকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করা।

যেকোনো ব্যক্তি যার স্বার্থ এই পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে তাদের স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে পরিচালনা পর্ষদের নতুন কমিটি, পরিচালনা পর্ষদের বিদ্যমান কমিটি অথবা উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় কোম্পানিকে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডিওএস, ১৫, এন. এস. রোড, পঞ্চম ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১-কে জানাতে পারবেন।

পরিচালনা পর্ষদের নতুন কমিটি, পরিচালনা পর্ষদের বিদ্যমান কমিটি অথবা উপরে উল্লেখিত কোম্পানি কর্তৃক জারিকৃত।

মেসার্স আই কে এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড

স্বাঃ/-

তারিখ: ১০-০৭-২০২৫ লেখ নাথ ঝা

স্থান: কলকাতা ডিরেক্টর

ঘাটালে বন্যার জলে ডুবে মৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ঘাটালে বন্যার জলে ডুবে মৃত আরও এক। এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো তিনজন। জানা গেছে, ঘাটালের অজবনগর এলাকার বাসিন্দা নিতাই ডোগরা (৫০) শনিবার থেকেই নিখোঁজ ছিলেন। অনুমান করা হচ্ছিল তিনি বন্যার জলে তলিয়ে গিয়েছেন। সন্ধান চালাচ্ছিল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। রবিবার সকালে তাঁর মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে, দাসপুরের রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনগর পশ্চিম এলাকায় শনিবার দুপুর থেকে ঝড়ু জানা নামে এক ব্যক্তি নিখোঁজ ছিলেন। জলে তলিয়ে গেছেন সন্দেহ করে সারাদিন তল্লাশি চালানো হয়। রাতেরও তল্লাশি অব্যাহত ছিল। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী রবিবার সকালে বন্যার জলে সন্ধানকার্য চালানোর সময় ঝড়ু জানার মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘাটালের তৃতীয় দফার বন্যা মিলিয়ে এপর্যন্ত জলে ডুবে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বলে ঘাটাল মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি একই রকম রয়েছে। ঘাটাল মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যায় প্লাবিত। চাষবাসের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস জানান, 'দুর্গতদের জন্য ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, সেখানে রান্না করা খাওয়ার নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে।'

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN : L92419WB1989PLC046487

রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬

ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪

ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

ফিজিকাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবগত করা হচ্ছে যে, ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 অনুসারে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া ভৌত শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় নথিভুক্তির জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই বিশেষ ব্যবস্থা ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য খোলা থাকবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই ব্যবস্থা চলাকালীন, সমস্ত পুনঃ নথিভুক্ত শেয়ারসমূহ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে ইস্যু করা হবে।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন।

পুনরায় তালিকাভুক্তির করার জন্য প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

শ্রী রাহুল মিত্র কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি. 'ঝিল মিল', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬ ফোন : ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫১৮/৫৫০৪ ইমেল : rahul@niccoparks.com	আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি. রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড) কলকাতা - ৭০০ ০২৬ ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২ ইমেল : info@rdinfotech.net

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে

স্বা/-

রাহুল মিত্র

স্থান : কলকাতা **এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট**

তারিখ : ১৩.০৭.২০২৫ **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার**

ডাব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN L36900WB1952PLC020274

রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল

৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

৭১তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রেকর্ড ডেটের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধানাবলী, যা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এর সাথে পঠিত, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হয়েছে এবং সেবি বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/LAD-NRO/GN/2024/218/ তারিখ ১২ ডিসেম্বর, ২০২৪ এবং এই মর্মে জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার ও বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে একাত্তরতম বার্ষিক সাধারণ সভা শুক্রবার, ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং সেবি (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪২(১) এর বিধান অনুসারে, সময়ে সময়ে সংশোধিত, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য এবং ৭১তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে রেকর্ড তারিখ শুক্রবার, ১ আগস্ট, ২০২৫ নির্ধারণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, এই উদ্দেশ্যে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার হস্তান্তর বই শনিবার, ২ আগস্ট, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ৮ আগস্ট, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

যেসব সদস্যদের কাছে কোম্পানির শেয়ার ভৌত আকারে রয়েছে বা যারা কোম্পানিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের ধারা ২২ এবং ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সভার সময় তাদের ভোট দিতে পারবেন।

যেসব সদস্য কোম্পানিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের ধারা ২২-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে কোম্পানিতে নিবন্ধন করতে পারবেন।

সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের ধারা ৯-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (ইসিএস) অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য তাদের প্রস্তাব দিতে পারবেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.wpil.co.in/investor-services.php এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট http:/www. bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে

ডাব্লুপিআইএল লিমিটেড -এর পক্ষে

স্বাঃ/-

ইউ. চক্রবর্তী

স্থান: কলকাতা জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)

তারিখ: ১২.০৭.২০২৫ এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

GPT group

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (CIN): L70101WB1989PLC047402

নিবন্ধিত অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর , ৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০১০৬; পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)

ফোন নং: +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০; ইমেইল: ghl.cosec@gptgroup.co.in; ওয়েবসাইট: www.ilshospitals.com

কোম্পানির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেডের ("কোম্পানি") ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম/মিটিং") **মঙ্গলবার, ৫ আগস্ট, ২০২৫, বিকাল ৩:০০টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং / আদার অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে ("ভিসি/ওএভিএম") অনুষ্ঠিত হবে, যা মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("এমসিএ") -এর ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সর্বশেষ সার্কুলার নাম্বার ০৯/২০২৪ এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("এমসিএ") -এর জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" নামে পরিচিত) অনুসরণ করে, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-এর ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সর্বশেষ সার্কুলার নাম্বার SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 এবং সেবি এর জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ("সেবি সার্কুলার") অনুসরণ করে, এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর প্রযোজ্য ধারাসমূহ অনুসরণ করে, এজিএম -এর নোটিসে উল্লিখিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার জন্য, সাধারণ স্থানে শারীরিকভাবে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই। এজিএম অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান হিসেবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসকে বিবেচনা করা হবে।

উপরে উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, এজিএম -এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫ (আর্থিক বছর ২০২৪-২৫ এর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সহ) সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে শনিবার, ১২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে নিবন্ধিত ছিল। এছাড়াও, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) সংশোধিত নিয়মাবলী মেনে, যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত নেই, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় উপরোক্ত তারিখে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যাতে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ উপলব্ধ রয়েছে এমন ওয়েব-লিঙ্ক এবং সঠিক পাথ উল্লেখ করা আছে।

এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫ (আর্থিক বছর ২০২৪-২৫ এর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি সহ) কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ilshospitals.com**, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) ("এমআইআইপিএল") ওয়েবসাইট **https://instavote.linkintime.co.in**, এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** -এ উপলব্ধ। রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম -এর নোটিশে এবং সদস্যদের পাঠানো ইমেলে দেওয়া আছে। বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি সহ নোটিশ সেই সকল সদস্য(দের) জন্য উপলব্ধ করা হবে যারা লিখিতভাবে কোম্পানির কাছে এটি চেয়ে অনুরোধ করবেন।

এজিএমে অংশগ্রহণ

সদস্যরা এমআইআইপিএল দ্বারা প্রদত্ত ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে **https://instavote.linkintime.co.in** -এ লগ ইন করে এজিএমে যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কোম্পানির এজিএমে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকা এবং অংশগ্রহণের কোনো বিধান থাকবে না। এজিএমে যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশাবলী কোম্পানির ৩৬তম এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে। ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়ালগুলি নোটিশে প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এবং সফলভাবে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের পরে ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হতে

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশাবলী

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সেকশন ১০৮, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত মতে) এর রুল ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ (সংশোধিত) এর ৪৪ নং রেগুলেশন এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক (এমসিএ) দ্বারা জারি করা সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের জন্য এজিএমে লেনদেনযোগ্য ব্যবসার বিষয়ে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএমের তারিখে ভেন্যু ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করছে। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিং সহজতর করার জন্য অনুমোদিত সংস্থা হিসাবে এমআইআইপিএল -এর সাথে একটি চুক্তি করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শনিবার, ২ আগস্ট, ২০২৫ (সকাল ৯.০০ টা আইএসটি) থেকে শুরু হয়ে সোমবার, ৪ আগস্ট, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা আইএসটি) পর্যন্ত চলবে। এই সময়ের মধ্যে, মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫ রেকর্ড তারিখ/কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর এমআইআইপিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি ভোটিংয়ের জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার কোনও শেয়ারহোল্ডার কোনো রেজোলিউশনের উপর ভোট দিলে, সেই শেয়ারহোল্ডারকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

এজিএম চলাকালীন ভোটিংয়ের সুবিধাও উপলব্ধ থাকবে। যে সকল সদস্য ভিসির মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সকল শেয়ারহোল্ডার এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে চান, তারা এজিএমেও উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না, এবং যদি পুনরায় ভোট দেন, তাহলে তা গণনা করা হবে না।

নোটিশ পাঠানোর পর যে কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং রেকর্ড তারিখ/কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী অর্থাৎ মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫ কোম্পানির সদস্য হন, তারা instameet@in.mpms.mufg.co.in -এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি (পুং/স্ত্রী) ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এমআইআইপিএল -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি (পুং/স্ত্রী) তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট দিতে পারবেন।

ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে এবং এমআইআইপিএল দ্বারা সদস্যদের পাঠানো ইমেলে উপলব্ধ রয়েছে। সদস্যরা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এজিএমের নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ilshospitals.com, এমইউএফজি -এর ওয়েবসাইট https://instavote.linkintime.co.in/ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলি বিএসই লিমিটেডের www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের www.nseindia.com -এ উপলব্ধ।

শ্রী অশোক কুমার দাগা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (অনুশীলন শংসাপত্র নম্বর ২৯৪৮) কে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। স্ক্রুটিনাইজার এজিএমে ভোটিং শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটগুলি (অর্থাৎ এজিএম চলাকালীন প্রদত্ত ভোট এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট) আনব্লক করবেন এবং মোট ভোটের একটি একত্রিত পক্ষে বা বিপক্ষে, যদি থাকে, স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন, যিনি তাতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন। ফলাফল এজিএম শেষ হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডে পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে। ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ এমআইআইপিএল -এর ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির সাপেক্ষে, রেজোলিউশনগুলি সভার তারিখে অর্থাৎ মঙ্গলবার, ৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে পাস হয়েছে বলে গণ্য হবে।

শেয়ারহোল্ডারদের যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে তারা https://instavote.linkintime.co.in -এর সহায়তা বিভাগে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("এফএকিউএস") এবং ইন্সটাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা enotices@in.mpms.mufg.com -এ ইমেল করতে পারেন বা ফোনে- ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে কল করতে পারেন। শেয়ারহোল্ডারদের যদি ভিসির মাধ্যমে মিটিংয়ে প্রবেশ এবং অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে তারা **instameet@in.mpms.mufg.com** -এ একটি ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা ফোনে ০২২-৪৯১৮৬০০০ / ৪৯১৮৬১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত অভিযোগগুলি শ্রী রাজীব রঞ্জন, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট - ই-ভোটিং, সি-১০১, এমব্যাসি ২৪৭, এল.বি.এস. মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০৮৩-এর কাছে পাঠানো যেতে পারে। তার ফোন নম্বর- +৯১ ২২ ৪৯১৮ ৬০০০ (২৫০৫) এবং ইমেল আইডি- rajiv.ranjan@in.mpms.mufg.com।

ইমেল আইডি, প্যান এবং ব্যাঙ্কের বিশদ নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতি:

- যেসব সদস্যের কাছে ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার আছে, যদি থাকে, যারা তাদের ইমেল ঠিকানা, প্যান এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ কোম্পানিতে নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা কোম্পানি/আরটিএ-তে লিখিতভাবে ফোলিও নম্বরের বিশদ বিবরণ এবং প্যান এবং ঠিকানার প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সংযুক্ত করে **ghl.cosec@gptgroup.co.in** অথবা **kolkata@in.mpms.mufg.com** ইমেল ঠিকানায় পাঠিয়ে নিবন্ধন/আপডেট করুন।
- ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের যারা তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা, প্যান এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণকারী ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে এটি নিবন্ধন/আপডেট করুন।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি:

- শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম-এর নোটিসে উল্লেখিত সকল প্রস্তাবের উপর রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন।
- রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়ালস এজিএম নোটিসে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকবে। ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম নোটিসে প্রদান করা হবে।

লভ্যাংশ প্রদান, রেকর্ড তারিখ এবং বই বন্ধকরণ

পরিচালনা পর্ষদ গত ২৩ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য ইকুইটি শেয়ার প্রতি ১.৫০ টাকা (১৫%) হারে চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে, যা ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের উপর ধার্য হবে।

বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত এই লভ্যাংশ, যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা ঘোষিত হয়, তাহলে আইনানুগ সময়সীমার মধ্যে সেই সকল সদস্যদেরকে প্রদান করা হবে- (ক) যাদের নাম ২৯ জুলাই, ২০২৫, মঙ্গলবার ব্যবসায়িক সময় শেষে রেকর্ড ডেট হিসেবে ইলেকট্রনিক (ডিমেট) ফর্মে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে এনএসডিএল এবং সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত বেনিফিশিয়াল মালিকদের তালিকায় থাকবে; এবং (খ) যাদের নাম ২৯ জুলাই, ২০২৫, মঙ্গলবার কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে থাকবে, যা ২৯ জুলাই, ২০২৫, মঙ্গলবার ব্যবসায়িক সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত কোম্পানিতে জমা পড়া বৈধ ট্রান্সমিশন/ট্রান্সপোজিশন অনুরোধগুলির প্রভাব দেওয়ার পরে চূড়ান্ত হবে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৯১ অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বুধবার ৩০ জুলাই, ২০২৫ থেকে মঙ্গলবার ৫ আগস্ট, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ইলেকট্রনিকভাবে লভ্যাংশ গ্রহণের ম্যান্ডেট নিবন্ধনের পদ্ধতি:

শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা তাঁদের ব্যাঙ্কের বিবরণী ডিপোজিটরিগুলির (ডিমেটধারকদের জন্য) অথবা কোম্পানি/আরটিএ-এর (ফিজিক্যাল ধারকদের জন্য) কাছে ফর্ম আইএসআর-১, আইএসআর-২ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম ও নথি জমা দিয়ে আপডেট করুন। এর সাথে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের অনুলিপি জমা দিতে হবে যেখানে নাম, ফোলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণী, প্যানের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং একটি বাতিল চেকের পাতা সংযুক্ত থাকবে।

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১, যা ফিনান্স অ্যাক্ট, ২০২০ দ্বারা সংশোধিত হয়েছে, সেই অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের পর কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বা বন্টিত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে। ফলস্বরূপ, যদি শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষিত হয়, তাহলে কোম্পানিকে লভ্যাংশ পরিশোধের সময় উৎসস্থলে কর (টিডিএস) কাটতে হবে। কোম্পানি যাতে প্রযোজ্য সঠিক টিডিএস হার নির্ধারণ করতে পারে, তার জন্য সদস্যদেরকে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উল্লিখিত নথিগুলি যেমন ফর্ম ১৫জি/১৫এইচ, ১০এফ, টিআরসি অথবা সেকশন ১৯৬, ১৯৭এ, ১৯৯ ইত্যাদি অনুসারে অন্যান্য নথিপত্র **https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html** লিঙ্কে আপলোড করা যেতে পারে, মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখে বিকাল ০৫.০০ টা (আইএসটি) বা তার আগে, যাতে কোম্পানি উপযুক্ত টিডিএস / প্রযোজ্য কর কর্তনের হার নির্ধারণ করতে পারে। মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫ বিকাল ০৫.০০ টা (আইএসটি) এর পরে কর নির্ধারণ / কর্তন সম্পর্কিত কোনও যোগাযোগ / নথিপত্র বিবেচনা করা হবে না। যদি শেয়ারহোল্ডাররা উপরোক্ত নথিপত্র যেমন ফর্ম ১৫জি/১৫এইচ ফিজিক্যাল মোডে জমা দিতে চান, তাহলে তা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে অর্থাৎ, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট- জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড, রসোই কোর্ট, ৫ম ফ্লোর ২০, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১-এর কাছে জমা দিতে পারেন। এই বিষয়ে আরটিএ বা কোম্পানির সাথে করা ইমেল যোগাযোগ বিবেচনা করা হবে না।

সদস্যদেরকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশাবলী এবং বিশেষত এজিএম -এ যোগদানের নির্দেশিকা, রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির সকল সদস্যের তথ্য ও সুবিধার জন্য জারি করা হয়েছে এবং এটি এমসিএ ও সেবি-এর প্রযোজ্য সার্কুলারগুলি মেনে চলছে।

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-

অঙ্কুর শর্মা

তারিখ: ১২ জুলাই, ২০২৫ **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

স্থান: কলকাতা **M No A31833**

GPT group

জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেড

(CIN: L20103WB1980PLC032872)

রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর- ৩, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০ ১০৬;

পশ্চিমবঙ্গ (ভারত); টেলিফোন: +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০

দেখুন: www.gptinfra.in; ইমেল: gil.cosec@gptgroup.co.in

কোম্পানির ৪৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেডের ("কোম্পানি") ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম/মিটিং") **বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট, ২০২৫, বিকাল ৩:০০ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং / আদার অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে ("ভিসি/ওএভিএম") অনুষ্ঠিত হবে, যা মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("এমসিএ") -এর ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সর্বশেষ সার্কুলার নাম্বার ০৯/২০২৪ এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("এমসিএ") -এর জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" নামে পরিচিত) অনুসরণ করে, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-এর ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সর্বশেষ সার্কুলার নাম্বার SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 এবং সেবি এর জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ("সেবি সার্কুলার") অনুসরণ করে, এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর প্রযোজ্য ধারাসমূহ অনুসরণ করে, এজিএম -এর নোটিসে উল্লিখিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার জন্য, সাধারণ স্থানে শারীরিকভাবে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই। এজিএম অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান হিসেবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসকে বিবেচনা করা হবে।

উপরে উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, এজিএম -এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫ (আর্থিক বছর ২০২৪-২৫ এর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সহ) সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে শনিবার, ১২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে নিবন্ধিত ছিল। এছাড়াও, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) সংশোধিত নিয়মাবলী মেনে, যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত নেই, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় উপরোক্ত তারিখে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যাতে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ উপলব্ধ রয়েছে এমন ওয়েব-লিঙ্ক এবং সঠিক পাথ উল্লেখ করা আছে।

এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫ (আর্থিক বছর ২০২৪-২৫ এর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি সহ) কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gptinfra.in**, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) ("এমআইআইপিএল") ওয়েবসাইট **https://instavote.linkintime.co.in**, এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** -এ উপলব্ধ। রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম -এর নোটিশে এবং সদস্যদের পাঠানো ইমেলে দেওয়া আছে। বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি সহ নোটিশ সেই সকল সদস্য(দের) জন্য উপলব্ধ করা হবে যারা লিখিতভাবে কোম্পানির কাছে এটি চেয়ে অনুরোধ করবেন।

এজিএমে অংশগ্রহণ

সদস্যরা এমআইআইপিএল দ্বারা প্রদত্ত ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে **https://instavote.linkintime.co.in** -এ লগ ইন করে এজিএমে যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কোম্পানির এজিএমে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকা এবং অংশগ্রহণের কোনো বিধান থাকবে না। এজিএমে যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশাবলী কোম্পানির ৩৬তম এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে। ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়ালগুলি নোটিশে প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এবং সফলভাবে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের পরে ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হতে

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশাবলী

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সেকশন ১০৮, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত মতে) এর রুল ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ (সংশোধিত) এর ৪৪ নং রেগুলেশন এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক (এমসিএ) দ্বারা জারি করা সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের জন্য এজিএমে লেনদেনযোগ্য ব্যবসার বিষয়ে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএমের তারিখে ভেন্যু ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করছে। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিং সহজতর করার জন্য অনুমোদিত সংস্থা হিসাবে এমআইআইপিএল -এর সাথে একটি চুক্তি করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ৪ আগস্ট, ২০২৫ (সকাল ৯.০০ টা আইএসটি) থেকে শুরু হয়ে বুধবার, ৬ আগস্ট, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা আইএসটি) পর্যন্ত চলবে। এই সময়ের মধ্যে, বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই, ২০২৫ রেকর্ড তারিখ/কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর এমআইআইপিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি ভোটিংয়ের জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার কোনও শেয়ারহোল্ডার কোনো রেজোলিউশনের উপর ভোট দিলে, সেই শেয়ারহোল্ডারকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

এজিএম চলাকালীন ভোটিংয়ের সুবিধাও উপলব্ধ থাকবে। যে সকল সদস্য ভিসির মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সকল শেয়ারহোল্ডার এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে চান, তারা এজিএমেও উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না, এবং যদি পুনরায় ভোট দেন, তাহলে তা গণনা করা হবে না।

নোটিশ পাঠানোর পর যে কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং রেকর্ড তারিখ/কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই, ২০২৫ কোম্পানির সদস্য হন, তারা instameet@in.mpms.mufg.co.in -এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি (পুং/স্ত্রী) ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এমআইআইপিএল -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি (পুং/স্ত্রী) তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট দিতে পারবেন। ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে এবং এমআইআইপিএল দ্বারা সদস্যদের পাঠানো ইমেলে উপলব্ধ রয়েছে। সদস্যরা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এজিএমের নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট https://gptinfra.in, এমইউএফজি -এর ওয়েবসাইট https://instavote.linkintime.co.in/ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলি বিএসই লিমিটেডের www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের www.nseindia.com -এ উপলব্ধ।

শ্রী অশোক কুমার দাগা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (অনুশীলন শংসাপত্র নম্বর ২৯৪৮) কে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। স্ক্রুটিনাইজার এজিএমে ভোটিং শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটগুলি (অর্থাৎ এজিএম চলাকালীন প্রদত্ত ভোট এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট) আনব্লক করবেন এবং মোট ভোটের একটি একত্রিত পক্ষে বা বিপক্ষে, যদি থাকে, স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন, যিনি তাতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন। ফলাফল এজিএম শেষ হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডে পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে। ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ এমআইআইপিএল -এর ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির সাপেক্ষে, রেজোলিউশনগুলি সভার তারিখে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে পাস হয়েছে বলে গণ্য হবে। শেয়ারহোল্ডারদের যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে তারা https://instavote.linkintime.co.in -এর সহায়তা বিভাগে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("এফএকিউএস") এবং ইন্সটাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা enotices@in.mpms.mufg.com -এ ইমেল করতে পারেন বা ফোনে- ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে কল করতে পারেন। শেয়ারহোল্ডারদের যদি ভিসির মাধ্যমে মিটিংয়ে প্রবেশ এবং অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে তারা **instameet@in.mpms.mufg.com** -এ একটি ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা ফোনে ০২২-৪৯১৮৬০০০ / ৪৯১৮৬১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত অভিযোগগুলি শ্রী রাজীব রঞ্জন, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট - ই-ভোটিং, সি-১০১, এমব্যাসি ২৪৭, এল.বি.এস. মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০৮৩-এর কাছে পাঠানো যেতে পারে। তার ফোন নম্বর- +৯১ ২২ ৪৯১৮ ৬০০০ (২৫০৫) এবং ইমেল আইডি- rajiv.ranjan@in.mpms.mufg.com।

ইমেল আইডি, প্যান এবং ব্যাঙ্কের বিশদ নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতি:

- যেসব সদস্যের কাছে ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার আছে, যদি থাকে, যারা তাদের ইমেল ঠিকানা, প্যান এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ কোম্পানিতে নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা কোম্পানি/আরটিএ-তে লিখিতভাবে ফোলিও নম্বরের বিশদ বিবরণ এবং প্যান এবং ঠিকানার প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সংযুক্ত করে **gil.cosec@gptgroup.co.in** অথবা **kolkata@in.mpms.mufg.com** ইমেল ঠিকানায় পাঠিয়ে নিবন্ধন/আপডেট করুন।
- ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের যারা তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা, প্যান এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণকারী ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে এটি নিবন্ধন/আপডেট করুন।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি:

- শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম-এর নোটিসে উল্লেখিত সকল প্রস্তাবের উপর রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন।
- রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়ালস এজিএম নোটিসে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকবে। ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম নোটিসে প্রদান করা হবে।

লভ্যাংশ প্রদান, রেকর্ড তারিখ এবং বই বন্ধকরণ

পরিচালনা পর্ষদ গত ১৬ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য ইকুইটি শেয়ার প্রতি ১ টাকা (১০%) হারে চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে, যা ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের উপর ধার্য হবে।

বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত এই লভ্যাংশ, যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা ঘোষিত হয়, তাহলে আইনানুগ সময়সীমার মধ্যে সেই সকল সদস্যদেরকে প্রদান করা হবে- (ক) যাদের নাম ৩১ জুলাই, ২০২৫, বৃহস্পতিবার ব্যবসায়িক সময় শেষে রেকর্ড ডেট হিসেবে ইলেকট্রনিক (ডিমেট) ফর্মে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে এনএসডিএল এবং সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত বেনিফিশিয়াল মালিকদের তালিকায় থাকবে; এবং (খ) যাদের নাম ৩১ জুলাই, ২০২৫, বৃহস্পতিবার কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে থাকবে, যা ৩১ জুলাই, ২০২৫, বৃহস্পতিবার ব্যবসায়িক সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত কোম্পানিতে জমা পড়া বৈধ ট্রান্সমিশন/ট্রান্সপোজিশন অনুরোধগুলির প্রভাব দেওয়ার পরে চূড়ান্ত হবে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৯১ অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার ১ অগাস্ট, ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার ৭ আগস্ট, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ইলেকট্রনিকভাবে লভ্যাংশ গ্রহণের ম্যান্ডেট নিবন্ধনের পদ্ধতি:

শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা তাঁদের ব্যাঙ্কের বিবরণী ডিপোজিটরিগুলির (ডিমেটধারকদের জন্য) অথবা কোম্পানি/আরটিএ-এর (ফিজিক্যাল ধারকদের জন্য) কাছে ফর্ম আইএসআর-১, আইএসআর-২ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম ও নথি জমা দিয়ে আপডেট করুন। এর সাথে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের অনুলিপি জমা দিতে হবে যেখানে নাম, ফোলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণী, প্যানের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং একটি বাতিল চেকের পাতা সংযুক্ত থাকবে।

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১, যা ফিনান্স অ্যাক্ট, ২০২০ দ্বারা সংশোধিত হয়েছে, সেই অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের পর কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বা বন্টিত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে। ফলস্বরূপ, যদি শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষিত হয়, তাহলে কোম্পানিকে লভ্যাংশ পরিশোধের সময় উৎসস্থলে কর (টিডিএস) কাটতে হবে। কোম্পানি যাতে প্রযোজ্য সঠিক টিডিএস হার নির্ধারণ করতে পারে, তার জন্য সদস্যদেরকে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উল্লিখিত নথিগুলি যেমন ফর্ম ১৫জি/১৫এইচ, ১০এফ, টিআরসি অথবা সেকশন ১৯৬, ১৯৭এ, ১৯৯ ইত্যাদি অনুসারে অন্যান্য নথিপত্র **https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html** লিঙ্কে আপলোড করা যেতে পারে, বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে বিকাল ০৫.০০ টা (আইএসটি) বা তার আগে, যাতে কোম্পানি উপযুক্ত টিডিএস / প্রযোজ্য কর কর্তনের হার নির্ধারণ করতে পারে। বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই, ২০২৫ বিকাল ০৫.০০ টা (আইএসটি) এর পরে কর নির্ধারণ / কর্তন সম্পর্কিত কোনও যোগাযোগ / নথিপত্র বিবেচনা করা হবে না। যদি শেয়ারহোল্ডাররা উপরোক্ত নথিপত্র যেমন ফর্ম ১৫জি/১৫এইচ ফিজিক্যাল মোডে জমা দিতে চান, তাহলে তা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে অর্থাৎ, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট- জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেড, রসোই কোর্ট, ৫ম ফ্লোর ২০, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১-এর কাছে জমা দিতে পারেন। এই বিষয়ে আরটিএ বা কোম্পানির সাথে করা ইমেল যোগাযোগ বিবেচনা করা হবে না।

সদস্যদেরকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশাবলী এবং বিশেষত এজিএম -এ যোগদানের নির্দেশিকা, রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির সকল সদস্যের তথ্য ও সুবিধার জন্য জারি করা হয়েছে এবং এটি এমসিএ ও সেবি-এর প্রযোজ্য সার্কুলারগুলি মেনে চলছে।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-

সোনম লাখোটিয়া

তারিখ: ১২ জুলাই, ২০২৫ **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

স্থান: কলকাতা **(ACS: A41358)**

টানা বর্ষণে খানাকুলের বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত, বন্যার আশঙ্কা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: টানা বর্ষণ। পশ্চিমেও বৃষ্টি। সব মিলিয়ে গড়ানো জলেই জলমগ্ন খানাকুলের বেশ কিছু এলাকা। আর এই জল এবার হু হু করে ঢুকতে শুরু করেছে গ্রামে গ্রামে। তাতেই বন্যার আশঙ্কায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। ইতিমধ্যেই গড়ের ঘাট-আরামবাগ রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে জল বইছে। খানাকুলের জগদীশতলা এলাকায় জল প্রবাহিত হচ্ছে। তার ওপর দিয়েই চলছে যাতায়াত। জগতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার মাঠ জলে ভরে গিয়েছে। দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, মুণ্ডেশ্বরীতে জল ক্রমশ বাড়ছে। জল বাড়ছে দামোদরেও। বিগত কয়েক বছরের বন্যা দেখে এবছরও খানাকুলের মানুষজন আতঙ্কে রয়েছেন। জগতপুরে রাজ্য সড়কে হাঁটু সমান জলের ওপর দিয়েই যাতায়াত করছেন এলাকার বাসিন্দারা। কোথাও আবার তারও বেশি জল পার হয়েই যাতায়াত করছে মানুষ। যাত্রীবাহী বাসগুলিও হাঁটু সমান জলের উপর দিয়ে চলাচল করছে। শুধু বাসই নয়, সমস্ত ধরণের যান চলাচল করছে এই ভাবেই। তারই মধ্যে নৌকো নিয়ে পারাপার হচ্ছেন গ্রাম থেকে গ্রামে। অন্য কোনও উপায় না দেখে অনেকে আবার হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছেন। এলাকার বাসিন্দারা বক্তব্য, ‘জল স্তর বাড়লে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন সব কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে। আর এর ওপর জল ছাড়লে বন্যা হবেই।’ উল্লেখ্য, এখানকার পানশিউলি, রাধাকৃষ্ণপুর, বাসাবাটি, গড়েরঘাট, ঢলডাঙা-সহ আশপাশের এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। পরিস্থিতি আপাতত বিপদজ্জনক না-হলেও, আরও ভারি বৃষ্টি হলে এবং জল ছাড়া হলে বিপদ বাড়বে বলেই মনে করছেন স্থানীয় মানুষজন। এলাকার বাসিন্দা চম্পা ঘড়ুই, রাকিব মণ্ডল, দিলিপ হাজরা-সহ একাধিক জনের বক্তব্য, ‘জল ক্রমশই বাড়ছে। এতে বন্যা হওয়ার আশঙ্কা অবসম্ভাবি। তবে বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাদের জন্য কেউ নেই। না পঞ্চায়েত, না জন প্রতিনিধি, না সরকারি আধিকাধিক। কেউই দেখেন না।’ এদিকে জগৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান টুম্পা হাজরা বলেন, ‘যে জলটা এসেছে, এটা ঠেলা জল। মানে বৃষ্টির জল বেশি হয়েছে। নদীগুলোও ভর্তি। তাই উঁচু এলাকার জল এসে ঢুকেছে গ্রামে। এখানকার এই সড়ক জলে ডুবেছে। তার ওপর দিয়েই যাতায়াত চলছে। তবে এখনও বিপদের কিছু নেই। এখানে জল মানে বাড়ি, ঘর, দুয়ার সব ডুবে যায়। কিছু নৌকো করে যাতায়াত করা হচ্ছে। বেশি জল ছাড়া হলেই এখানে বিপদ হবে। আপাতত অতটা ঝুঁকি নেই। আমরা প্রস্তুত আছি। ব্লকেও জানানো হয়েছে। ওনারাও বলেছেন, সব কিছু রেডি আছে। ভয় পাওয়ার কিছু হয়নি এখনও।’

মালদা মেডিক্যালে চাঙড় ভেঙে রক্তাক্ত রোগীর পরিজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা মেডিক্যাল কলেজের মাতৃ-মা বিভাগের ছাদের চাঙড় ভেঙে রক্তাক্ত হলেন রোগীর পরিজন। নিজের সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে দেখতে এসে জখম হতে হয় চাঁচলের বাসিন্দা জাকির আলিকে (৪৫)। রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মালদা মেডিক্যাল কলেজের মাতৃ-মা বিভাগ চত্বরে। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজেই। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়।

মালদা মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচলের বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী জাকির আলির স্ত্রীকে শনিবার প্রথমে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে প্রসব যন্ত্রণার কারণে ভর্তি করা হয়। ওই দিনই স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁর স্ত্রী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু জন্মের একদিন পর রবিবার সকাল থেকেই ওই সদ্যোজাতের শ্বাসকষ্টের সমস্যা শুরু হয়। তড়িঘড়ি সদ্যোজাত ওই সন্তানকে নিয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজে আসেন জাকির আলি। তাঁর স্ত্রী চিকিৎসাধীন রয়েছেন চাঁচলে। এদিন মেডিকেল কলেজের মাতৃ-মা বিভাগের সদ্যোজাত সন্তানকে ভর্তি করোনার পর জাকির আলি তার কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে ওই ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। সেই সময় মাতৃমা বিভাগের সামনের ছাদের একটি বড় চাঙর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে তাঁর মাথায়। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত হয়ে পড়েন তিনি। আহতের বক্তব্য, ‘মেডিক্যাল কলেজের এই বিল্ডিংগুলি কয়েক বছর আগেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু এতটা বিপদ পরিস্থিতি রয়েছে, তা ভাবাই যায় না। মাথা ফাটলেও অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা পেয়েছি।’ এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ প্রসেনজিৎ বর বলেন, ‘বিষয়টি জানা ছিল না। ওই বিল্ডিং-এর এরকম অবস্থা হওয়ার কথা নয়। কিভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।’

এদিকে মেডিকেল কলেজের এমন পরিস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘কাটমানির ঠেলায় পড়ে দায়সারাভাবে এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিংগুলোর কাজ করেছে ঠিকাদার সংস্থাগুলি। যার পরিনাম ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পরিকাঠামোগত রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না বলেই , এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে।’ তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি শুভময় বসু বলেন, ‘এখানে একটি বিক্ষিপ্তভাবে ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সেটা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে দেখছে। কিন্তু বিজেপি যত চুপ করে থাকে ততই ভালো। ওদের অতীতটাকে দেখা দরকার। কিছুদিন আগে গুজরাটে ব্রিজ ভেঙে পড়ল। কত মানুষ মারা গেল। কাটমানি গল্প ওইসব বিজেপি শাসিত রাজ্যেই চলে। এরাজ্যে শুধু উন্নয়ন হয়ে চলেছে।’

পথদুর্ঘটনা ঘটিয়ে বাবাকে খুনের চেষ্টা ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পথদুর্ঘটনা ঘটিয়ে বাবাকে খুনের চেষ্টা অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, স্ত্রী’র পরকীয়ার প্রতিবাদ করেছিলেন স্বামী। আর তারপরেই পরিবার থেকে আলাদা হয়ে ছেলেকে দিয়ে এই ভাবেই মোটরবাইক চালিয়ে পিষে মারার পরিকল্পনা করে স্ত্রী বলে অভিযোগ। শনিবার রাতের এই ঘটনার বিষয়ে রবিবার ভাঙা পায়ে পুরাতন মালদা থানায় ছেলে এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন আক্রান্ত বলাই সরকার (৫০)। ঘটনাটি ঘটেছে, পুরাতন মালদা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি মোড় এলাকায়। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত বলাই সরকারের দুটি পায়ে গুরুতর আঘাত রয়েছে। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী। পুরাতন মালদা পুরসভার মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে। আক্রান্ত বলাই সরকারের ছেলের নাম অনিক সরকার এবং তাঁর স্ত্রীর নাম নিতু সরকার। গত দুই বছর আগে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে স্ত্রী সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় বলাইয়ের। দু’জনেই আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। শনিবার সকালে বাজার করতে যাওয়ার সময় বাচামারি এলাকার রাজ্য সড়কে বলাই সরকারকে মোটরবাইক দিয়ে ধাক্কা মেরে আহত করে তাঁরই ছেলে অনিক সরকার। এরপরেই আক্রান্তের পক্ষ থেকেই সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশকে অভিযোগে আক্রান্ত বলাই সরকার জানিয়েছেন, ‘স্ত্রী-র বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করেছিলাম। এনিয়ে সংসারে অশান্তি শুরু হয়। পরপুরুষের সঙ্গে থাকে আমার স্ত্রী। দুই বছর আগেই সাবালক ছেলেকে নিয়ে আলাদা হয়ে যায় স্ত্রী। শনিবার বাজারে যাওয়ার সময় নির্জন রাস্তায় ছেলে মোটরবাইক দিয়ে সজোরে এসে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আমাকে খুন করার চেষ্টা চালায়। কোনক্রমে প্রাণে বাঁচলেও দুটি পা ভেঙে যায়। ততক্ষণে অভিযুক্ত ছেলে এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন।’ বাবার ওপর হামলার কথা অবশ্য স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ছেলে অনিক সরকার। তাঁর বক্তব্য, ‘দীর্ঘদিন ধরে মাকে যখন তখন বাড়িতে এসে মদ্যপ অবস্থায় বাবা মারধর করত। এই অত্যাচার সহ্য করতে না পারে মা ও আমি আলাদা হয়ে গিয়েছি। এরপরও আমাদের ভাড়া বাড়িতে গিয়ে বাবা মদপ্য অবস্থায় মাকে মারধর করত। সেই রাগ মেটাতেই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছি।’ যদিও, বাবাকে হামলা চালানোর পরে অনুশোচনা বোধ করেছেন অভিযুক্ত ছেলে। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, আক্রান্ত ব্যক্তির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

দত্তপুকুরে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ২১ জুলাইয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল দত্তপুকুরে। বারাসাত ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও ব্লক সভাপতি ইছা সর্দার-এর উদ্যোগে শনিবার এই সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, সভাপতি তথা সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বিধায়ক রফিকুর রহমান, রহিমা মণ্ডল, ব্লক সভাপতি ইছা সর্দার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি-সহ অন্যান্যরা। এদিনের সভায় প্রচুর কর্মীরা উপস্থিতি ছিলেন।

মাথায় গেরুয়া বস্ত্র, কোমরে গামছা, চাষ করছেন বিজেপি বিধায়ক

‘নাটক’ কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদ, বাঁকুড়া: মাথায় পরনে গেরুয়া বসন, কোমরে গামছা ফের আগের ভূমিকায় দেখা গেল বাঁকুড়ার গেরুয়া বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানাকে। নিজের পৈত্রিক জমিতে চালালেন ট্রাক্টর, রোপন করলেন ধান বীজ। তারপর জমির ধারে উঠে এসে বললেন কৃষকদের সঙ্গে কথা। তাঁদের বোঝালেন কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক সময় মতো কৃষকদের চাষের দ্রব্য প্রদান করলেও, রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নেই, সেই কারণে কৃষকরা সঠিক সময় সঠিক জিনিস পাচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা। জন্মসূত্রে বাঁকুড়া ১ নম্বর ব্লকের গোড়াবাড়ি গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান। বিধায়ক হওয়ার পূর্বে বরাবরই তিনি প্রত্যেক বছর পৈতৃক জমিতে চাষ করে আসতেন, এখনও তিনি সেই কাজ করেন বলে দাবি স্থানীয় কৃষক এবং প্রতিবেশীদের। বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানার কথায় ‘চাষি বাড়ির সন্তান, কৃষিকাজ করব না তো করবটা কী, একটা সময় বাবা, দাদারা সবাই এই কাজ করতেন, তাই সেই কাজ আমি এখনও করে আসছি।’ বিধানসভা ভোটের আগে জনসংযোগের নয়া মাধ্যম কিনা এই বিষয় জানতে চাওয়া হলে তিনি তার উত্তরে বলেন ‘আমি বরাবরই এই কাজ করি বাপ, ঠাকুর দাদার দেখানো পথেই আমি চলছি, জনসংযোগের কোনও বিষয় নয়।’ নীলাদ্রি শেখর দানার এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে তীব্র কটাক্ষ করেছে শাসক তৃণমূল শিবির। বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অলকা সেন মজুমদার বলেন, ‘বিধানসভা ভোট এগিয়ে আসছে, তাই নাটক শুরু করেছে বাঁকুড়ার বিধায়ক, চার বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বিধায়ক মানুষের কোনও কাজে লাগে না, মানুষ বিপদে তাঁকে পাশে পান না।’

বাঁশের সাঁকোর বদলে পাকা সেতু তৈরির দাবি

রাজ্য-কেন্দ্রের জটে আটকে নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: দীর্ঘদিনের বাঁশের সাঁকো সরিয়ে পাকা ব্রিজের দাবি জানালেন বসিরহাট মহাকুমার স্বরূপনগর ব্লকের চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ। তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি, ইছামতি নদীর উপরে একটি কংক্রিটের ব্রিজ করা হোক। নদীর এক পাড়ে রয়েছে টিপি গ্রাম, অপর পাড়ে রয়েছে কাটাবাগান। দুই পাড়ের বাসিন্দাদেরই নিত্যদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতে হয় এই বাঁশের সাঁকো দিয়ে, বিশেষ করে বর্ষাকালে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন তাঁরা। গর্ভবতী মা থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রী ও কৃষকদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। বৃষ্টি হলেই বাসের সাঁকোর উপরে জল পড়ে পিচ্ছিল হয়ে যায়, আর তাতেই ঘটে দুর্ঘটনা। নদীর দুই পাড়ে রয়েছে কয়েক হাজার হেক্টর চাষের জমি। সেই জমিতে ফসল তুলে বিভিন্ন বাজারে যেতে গেলে এই বাঁশের সাঁকো ভরসা। এই সাঁকোটি প্রায় ৫০ মিটার লম্বা, ৮ ফুট চওড়া, বাঁশের উপরে পুরোটাই নির্ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই সাঁকো, যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তারপরেও প্রশাসনের কোনও নজর নেই বলে অভিযোগ। স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বাঁশের সাঁকোটি এক ব্যক্তিকে লিজ দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি লিজের টাকা পূরণ করতে যাত্রীদের পারাপার প্রতি টাকাও নেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পূর্ত দপ্তরের জায়গায় কী করে পঞ্চায়েত সমিতির দখলে গেল এই সাঁকো? স্বরূপনগরের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনুসূয়া মণ্ডল বলেন, ‘মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই বাঁশের সাঁকো দিয়ে পারাপার করতে হচ্ছেন। আমরা জেলা নেতৃত্বকে লিখিতভাবে জানিয়েছি একটি পাকা কংক্রিটের সেতু করার জন্য। পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা এত টাকার একটি ব্রিজ করা সম্ভব নয়, তাই দ্রুত প্রশাসনকে বলব ব্রিজটা করে দেওয়ার জন্য।’ স্বরুপনগরের সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক বিনয় কৃষ্ণ রায় বলেন, ‘তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৫০ হাজার মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতে হয়। একটি কংক্রিটের সেতু হলে ভালো হয়, কিন্তু ওই এলাকাটা আমাদের দপ্তরের মধ্যে পড়ে না। ওটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে একটি প্রপোজাল দেয়, তাহলে হয়তো কংক্রিটের ব্রিজ পেতে পারেন গ্রামবাসী।’ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রপোজালটা কে দেবে? বিডিও সাহেবের উচিত ছিল তিনি গ্রামবাসীদের জীবনের কথা ভেবে তারই উদ্যোগ নেওয়া। তিনি কি এই গ্রামের মানুষের কথা ভেবে কখনও জেলার আধিকারিকদের জানিয়েছেন? এখন দেখার ওই সেতু কি কংক্রিটে হবে না দুর্ভোগের শিকার হতে হবে এই পঞ্চাশ হাজার গ্রামবাসীদের।

ওন্দায় তৃণমূলের মিছিল, বিজেপি বিধায়ককে ‘সোলার লাইট এমএলএ’ কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: একুশে জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকে আয়োজিত হল একটি মিছিল ও পথসভা। উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুব্রত দত্ত, মহিলা সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিক, যুব তৃণমূল সভাপতি দেবনাথ বাউড়ি, রাজ্য সহ-সভাপতি সুভাশিস বটব্যাল, প্রাক্তন বিধায়ক অরূপ খাঁ-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশ নেন এই কর্মসূচিতে।

সভায় সুব্রত দত্ত কটাক্ষ করে বলেন, ‘বিজেপি বিধায়ক সোলার লাইট বসাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু মানুষের মৌলিক উন্নয়নে কোনও ভূমিকা নিচ্ছেন না। তাই তাঁকে ‘সোলার লাইট এমএলএ’ বলছি।’ পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘ওন্দার মানুষ তাঁকে উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, শুধু আলো বসানোর জন্য নয়।’ এর জবাবে বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা বলেন, ‘বাংলা তৃণমূলের শাসনে অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। আমরা আলো ফেরাতে চাইছি। ওনারা চোখে চশমা পরেও উন্নয়ন দেখতে পান না। তৃণমূলের চেনা অভ্যাস হল যেখানে টাকা, সেখানেই তাদের নজর।’ একুশে জুলাইয়ের আগে বাঁকুড়ার রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই চড়ছে।

দামোদর নদীতে জল আসতেই নৌকো সারিয়ে মাছ ধরার তোড়জোড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: এমনিতেই সারা বছর দামোদর নদী রুক্ষ থাকে। তবে বর্ষাকাল এলে ফুলে ফেঁপে ওঠে। আর তখনই মাছ ধরার তোড়জোড় শুরু করে দামোদর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার মৎস্যজীবীরা। বছরের কয়েক মাস নৌকোর ব্যবহার হয়ে থাকলেও, বেশিরভাগ সময় নৌকো ব্যবহার হয় না। ফলে অযত্নে নৌকা দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্ষাকালে দুটো বাড়তি পয়সা রোজগারের আশায় আবারও সেই নৌকো সারাই করে মাছ ধরায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন মৎস্যজীবীরা। সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিত্যানন্দপুর সংসদের দামোদর তীরবর্তী গেটপার এলাকার মৎস্যজীবীরা সারা বছর বর্ষাকালের অপেক্ষায় থাকেন। এই সময় দুটো বাড়তি পয়সা ঘরে ঢোকে তাঁদের। দামোদর নদীতে গিয়ে দেখতে পাওয়া গেল মৎস্যজীবীরা তাঁদের খারাপ হয়ে যাওয়া নৌকোগুলি সারাই করছেন এবং এই নৌকোয় করেই তাঁরা দামোদর নদীতে মাছ ধরবেন। ফলে বর্ষার কয় মাস নাওয়া, খাওয়া ভুলে মাছ ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তারা। অশোক মণ্ডল, নিমাই মণ্ডল নামের মৎস্যজীবীরা জানান, নৌকোগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন মাছ ধরার জন্য সারাই করছি। এই বর্ষার সময় দুটো বাড়তি পয়সা রোজগার হয় বলেই জানান তাঁরা।

জল-বৃষ্টি যন্ত্রণায় বাঁকুড়া জুড়ে জীবন সংগ্রাম

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জেলাজুড়ে জীবন সংগ্রামের ছবি ছিল শনিবার।

চলতি সপ্তাহে নিম্নচাপে একটানা তিন দিনের বৃষ্টিতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত জেলার চাষিরা। সোনামুখীর ধানসিমলা, কাশীপুর, কুণ্ডপুষ্করিণী, শ্যামনগর ইত্যাদি গ্রামগুলির বাসিন্দাদের কোদাল হাতে জমি মেরামত করতে দেখা যায়। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা ধানের বীজ ফেলে ছিলেন চারা তৈরির জন্য। অতি বৃষ্টি ও শালী নদীর জলে সেই ধান ভেসে গেছে। জমিতে জল জমে ধান ও চারা নষ্ট হয়ে গেছে। এতে তাঁদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জেলার প্রায় প্রতিটি জায়গার এক অবস্থা। শনিবার বৃষ্টি না হওয়াও আকাশে সূর্য মাঝেমাঝে উঁকি দেওয়া জমিতে নেমে পড়েছেন চাষিরা। মানকানালি ও বাঁকি সেন্দরা এবং তালডাংরা ও সিমলাপাল এলাকার চাষিদের বক্তব্য, ধানের পাশাপাশি কুমড়ো বীজ লাগিয়ে ছিলেন। অতিবর্ষণে তা নষ্ট হয়ে গেছে। এদিন তাঁদের দেখা যায় জমির বীজ ও শাক সবজি বাঁচানোর চেষ্টা করতে। জেলার চাষিদের বক্তব্য, তাঁদের খরচ ও যত্ন করে তৈরি শাকসবজি নষ্ট হয়ে গেছে। জেলার বাজারগুলিতে বাইরে থেকে সবজি আসায় তা অগ্নিমূল্য। চাষি হয়েও পরিবারকে ভাতের সঙ্গে সবজি খাওয়াতে পারছেন না। জেলার মৎস্যচাষিদের বক্তব্য, তাঁদের পরিবারকে আগামী ৪-৫ মাস মাছ খাওয়ানো সম্ভব হবে না। গত জুন মাসের মাঝামাঝি সময় বর্ষার শুরুতে অতিবৃষ্টিতে জেলার অধিকাংশ পুকুর উপচে বা পাড় ভেঙে সব মাছ বের হয়ে যায়। এতে তাঁরা সর্বশান্ত হয়ে পড়েছেন। দেনা করে ফের মাছের চারা ফেলেছেন। সেগুলি বড় না হওয়া পর্যন্ত ধরা যাবে না। তাছাড়া পুকুরগুলি জলে ভর্তি। মাছ ধরা সম্ভব নয়। এতে জেলায় মাছের সংকট দেখা দিয়েছে। জেলার বাইরে থেকে যে মাছ আসছে তার দাম অত্যন্ত চড়া। তাছাড়া চাহিদার থেকে জোগান অত্যন্ত কম। ডিমের দামও চড়া। শনিবার জেলার অনেক গ্রামের বাসিন্দাদের এলাকা ও রাস্তা থেকে জল বের করতে দেখা যায়। কাঁচা বাড়িগুলির ছাউনি ও দেওয়াল ঠিক করতে দেখা যায়। বিক্রমপুর-সহ বিভিন্ন গ্রামে ত্রানের ত্রিপলের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করতেও দেখা যায়। জেলার বিভিন্ন নদীর ওপর থাকা কজওয়ে ও ভাসাপুলগুলি স্থায়ি করার দাবিতে এদিন গ্রামবাসীদের ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা যায়। সব থেকে বড় বিক্ষোভ দেখা যায় জঙ্গলমহল এলাকায়। এদিন নদীর ওপর পাকাসেতু তৈরির দাবিতে সরব হয়ে ওঠে সিমলাপাল ব্লকের মাচাতোড়া একালাবাসীরা। শিলাবতী নদীর ওপর মাচাতোড়া ও লক্ষ্মীসাগরের মাঝে পাথরডাং-এ সেতু তৈরির দাবিতে শনিবার ১৫-১৬টি গ্রাম জুড়ে গণসই সংগ্রহ ও ছোটছোট সভা করতে দেখা যায়। তরুপুর পাত্রডাঙা, কাপাসখেড়া, কেন্দ্রবেড়িয়া, গাইডরা, বাঁশি, কেশরাতি, কাহারান, মেমোলি, কমলা, মাচাতোড়া, যফলা, জিরাবাইদ, বান্দাগাল, ঘোড়াধরা, শুশুনিয়া, বাঁশকানালি, উপরশোল, জামকানালি-সহ মাচাতোড়া অঞ্চলের গ্রামগুলি ঘুরে একই দৃশ্য দেখা যায়। এই আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, পাথরডাং এলাকায় শিলাবতী নদীর ওপর যে কজওয়ে রয়েছে তা অল্প বৃষ্টিতেই জলে ডুবে যায়। কজওয়ের ওপর দিয়ে হাঁটুরসমান উচ্চতায় জল বইতে থাকে। মুকুটমনিপুর জলাধার থেকে জল ছাড়লে তা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।তরুপুরের পিনাকী রঞ্জন মহান্তি ও অর্ধেন্দু শেখর মহান্তিকে দেখা যায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে গণসই সংগ্রহ করতে। তাঁদের বক্তব্য, এবার বর্ষার শুরুতেই দু’বার কজওয়েটি ডুবে গিয়েছিল। জলের তোড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কায়

যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থা থাকে তিন থেকে চার দিন। মাচাতোড়া অঞ্চল থেকে অনেকে বাঁকুড়া শহরের কলেজগুলিতে পড়তে, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে করতে, সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রতিদিন যান। কজওয়ে জলে ডুবে থাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। এতে পড়াশুনা, চিকিৎসা ও রুজিরোজগার বন্ধ হয়ে যায়। পিনাকী মহান্তি জানান, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গা যেতে লক্ষ্মীসাগর থেকে বাস ধরতে হয়। সেতু ডুবে গেলে সেই সুযোগও থাকে না। জরুরি কাজে অনেক ঘুরে সিমলাপাল হয়ে যেতে হয়। পাত্রডাঙা, কাপাসখেড়া বাসিন্দা সুনীল পাত্র জানান, বাজারহাট, স্কুল, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু কলেজ, খাতড়া আদিবাসী কলেজ, খাতড়া মহকুমা আদালত, মহকুমা শাসকের দপ্তরে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজের জন্য প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষকে এই সেতু পারাপার করতে হয়। এক কথায় সেতু ডুবে গেলে এলাকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই আন্দোলনে নামতে হয়েছে। গণসই-সহ আবেদন পত্র সিমলাপাল বিডিও-এর কাছে জমা দেবেন। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, মাছ, শাকসবজি, তালপাতার পাখা ও খেজুরের চাটাই নিয়ে বিক্রির জন্য লক্ষ্মীসাগর যান। সেতু প্রায় ডুবে যাওয়ায় তারা সমস্যায় পড়েন। নদীর অপরপাড়ের ভেলাইডিহা, দোলগেড়িয়া, অলকাধরা, নতুনগড় ইত্যাদি গ্রামগুলির বাসিন্দাদের বক্তব্য বিভিন্ন কাজে তাদের নিয়মিত ওপারে যেতে হয়। কজওয়ে ডুবলে তারা সমস্যায় পড়েন।

বিনা খরচে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা মানসী সিংহের উদ্যোগে বিনা খরচে চক্ষু পরীক্ষা, ছানি অপারেশন ও চশমা প্রদান শিবির। এই শিবিরকে কেন্দ্র করে মাখলা ব্লাইন্ড স্কুলের পেছনে সন্নিহিত স্থানে শনিবার সকাল থেকেই ভিড় জমেছিল। উপস্থিত ছিলেন পুরমাতা মানসী সিংহ, জমিয়ে আড্ডার পক্ষ থেকে মিলিন্দ ভট্টাচার্য, তিতিসা ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সন্দীপ অধিকারী ও নীলাঞ্জনা সাহা, মানিক কুমার সিংহ এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞরা। এদিন ১৫০ জনকে চক্ষু পরীক্ষা করানো হয়।

ওড়িশায় বাংলা কথা বলা ‘অপরাধ’ ছিল দেবাশিসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দেবাশিস বাংলায় কথা বলেন। এটাই তাঁর ‘অপরাধ’। শুক্রবারই বাড়ি ফিরেছেন দেবাশিস। শনিবার সন্ধ্যেয় চুঁচুড়ার বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। ওড়িশায় কাজে গিয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে হয়রানির মুখে পড়তে হয়েছিল চুঁচুড়ার দেবাশিস দাসকে। তাঁর অভিযোগ, বাংলায় কথা বলার কারণেই তাঁকে তুলে নিয়ে যায় ঝাড়সুগুদা পুলিশ। যুবকের পরিবার সূত্রে খবর, গত ১৪ জুন একটি সংস্থার হয়ে ওড়িশায় কাজ করতে গিয়েছিলেন দেবাশিস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন। বিভিন্ন প্রোজেক্টে ফায়ার সিস্টেমের কাজ করেন তাঁরা। অভিযোগ, বাংলায় কথা বলার জন্যে বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের তুলে নিয়ে যায় স্থানীয় পুলিশ। আধার, ভোটার, প্যান কার্ড-সহ সমস্ত সার্টিফিকেট দেখালেও ছাড় মেলেনি। দেবাশিসদের ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়। শেষে পাসপোর্ট দেখিয়ে ছাড়া পান তিনি। তার পরেই সোজা চলে আসেন চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগরের বাড়িতে। এখনও আতঙ্ক কাটেনি তাঁর। ক্ষোভ আর হতাশা নিয়ে দেবাশিস বললেন, ‘১৪টা রাজ্যে কাজ করেছি। কিন্তু কখনও এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি। এখন বাইরে কাজে যেতেই ভয় লাগছে।’ দেবাশিসের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বিধায়ক বলেন, ‘আর বাইরে কাজ করতে যেতে হবে না। আমি সবাইকে এটা বলছি। আমি দেখছি, এখানেই কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেব।’

তলিয়ে নিখোঁজ মানসিক ভারসাম্যহীন এক বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: দামোদর নদে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন এক বৃদ্ধ। প্রায় ৬৫ বছর বয়সি ওই বৃদ্ধের নাম বাদল বাগদি। বুদবুদের চাকতেঁতুল এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রবিবার সকালে রনডিহা ড্যাম সংলগ্ন দামোদর নদের জলে স্নান করতে নামেন ওই বৃদ্ধ। হঠাৎই জলে তলিয়ে যান। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করতে গেলেও, ততক্ষণে বাদলবাবু দামোদরের জলে ভেসে রনডিহা ড্যাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে গিয়েছে। খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুদবুদ থানার পুলিশ। আসে সিভিল ডিফেন্সের একটি দলও। স্পিড বোড নামিয়ে এবং ডুবুরি দিয়ে তলিয়ে যাওয়া বৃদ্ধকে উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেছে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। গত প্রায় একমাস আগেই একই জায়গায় তিন জন তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল। ফের জলে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে নজরদারির বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই বৃদ্ধ মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।

১৮ জুলাইয়ের পর বৃষ্টি কিছুটা হ্রাসের সম্ভাবনা
হিমাচলের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যথিত অনুরাগ

কাংড়া, ১৩ জুলাই: বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে হিমাচলপ্রদেশে এবার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, মৃত্যুও হয়েছে বহু মানুষের। হিমাচলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যথিত বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর। নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বিজেপি নেতা।

রবিবার সকালে কাংড়া বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ বলেছেন, এই দুঃখের সময়ে, জনগণকে সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে বিজেপি। তারা খাদ্য, ওষুধ, বাসনপত্র এবং চিকিৎসার মাধ্যমে ত্রাণ সরবরাহ করেছে। নির্বাচিত সাংসদরাও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করেছেন। কেন্দ্র এনডিআরএফ এবং অন্যান্য উদ্ধারকাজের মাধ্যমেও ক্রমাগত সহায়তা প্রদান করেছে এবং ভবিষ্যতেও প্রদান করবে। আগামী ১৮ জুলাইয়ের পর বৃষ্টি কিছুটা হ্রাস পাবে হিমাচলপ্রদেশে। তবে, আপাতত বৃষ্টি থেকে রেহাই নেই। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, হিমাচল প্রদেশের বেশিরভাগ অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে, সমতল, নিচু পাহাড় এবং সংলগ্ন মধ্য পাহাড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হবে। এরপর ১৮ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার কারণে, আবহাওয়া দপ্তর বিভিন্ন জেলায় হলুদ আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে। এখনও পর্যন্ত হিমাচলে ৩১টি আকস্মিক বন্যা, ২২টি মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং ১৮টি ভূমিধসের ফলে মোট ৭৫১.৯৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

মায়ানমারে আলফা-আইয়ে ভারতীয় সেনার ড্রোন হামলা!
হত সেকেন্ড-ইন চিফ ও কর্নেল

গুয়াহাটি, ১৩ জুলাই: মায়ানমারে আলফা-স্বাধীন (আই), এনএসসিএন (কে) এবং পিএলএ ক্যাম্পে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। কথিত হতাহতের মধ্যে আলফার (আই) সেকেন্ড-ইন চিফ কমান্ডার নয়ন অসম এবং কর্নেল প্রদীপ অসমের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে প্রাপ্ত খবর।

এ খবর লেখা পর্যন্ত ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা মায়ানমার কর্তৃপক্ষ হামলার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করেনি। তবে কেন্দ্রীয় এক গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, রবিবার ভোরে বড়সড় এক আক্রমণাত্মক অভিযানে ভারতীয় সেনাবাহিনী মায়ানমারের সাগাইং অঞ্চলের অভ্যন্তরে অবস্থিত অসম, নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরের উগ্রপন্থী সংগঠন যথাক্রমে 'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম-ইন্ডিপেনডেন্ট' (আলফা-আই), 'ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড-খাপলাং গোষ্ঠী' (এনএসসিএন-কে)-র এবং মণিপুরের 'পিপলস লিবারেশন আর্মি'র (পিএলএ) চার-চারটি শিবিরে প্রায় ১০০টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra भारत सरकार का उद्यम

জোনাল অফিস কলকাতা, ম্যাকলয়েড হাউস
৩, এন এস রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র (ভারত সরকারের অধীনস্থ সংস্থা) তার শাখা(গুলির) জন্য কঠোরভাবে সরকারি/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত বাণিজ্যিক কাজের ব্যবহারের জন্য মালিক/পিওএ ধারীদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে।

বর্তমান শাখা থেকে ১ কিমির মধ্যে বর্তমান প্রেমিসেস থেকে স্থানান্তরের জন্য

১.	আর বি এভিনিউ	কলকাতা	কলকাতা (এম কর্পো)	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট
২.	এসপিএম রোড	কলকাতা	কলকাতা (এম কর্পো.)	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট
৩.	দুর্গাপুর	পশ্চিম বর্ধমান	দুর্গাপুর (এম কর্পো)	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট
৪.	ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি	কলকাতা	কলকাতা (এম কর্পো.)	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট
৫.	সি সি মার্কেট	কলকাতা	কলকাতা (এম কর্পো.)	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট
৬.	জোনাল অফিস	কলকাতা	কলকাতা (এম কর্পো.)	২৫০০-২৭৫০ বর্গফুট
৭.	এন এস রোড কলকাতা	কলকাতা	কলকাতা (এম কর্পো.)	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট
৮.	যাদবপুর	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	যাদবপুর	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট
৯.	শ্যামবাজার	কলকাতা	কলকাতা (এম কর্পো.)	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট
১০.	বেহালা	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	কলকাতা (এম কর্পো.)	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট
১১.	বারুইপুর	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	বারুইপুর	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট
১২.	আসানসোল	পশ্চিম বর্ধমান	আসানসোল (এম কর্পো.)	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট
১৩.	তমলুক	পূর্ব মেদিনীপুর	তমলুক	১১০০-১৪০০ বর্গফুট
১৪.	দস্তিপুর	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	দস্তিপুর	৯০০-১৩০০ বর্গফুট
১৫.	বারাসত	উত্তর ২৪ পরগনা	বারাসত (এম কর্পো.)	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট
১৬.	চৌরঙ্গি রোড	কলকাতা	কলকাতা (এম কর্পো.)	১৪০০-১৭০০ বর্গফুট

প্রস্তাবিত প্রেমিসেস অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলায় (পর্যাপ্ত পার্কিং স্পেস সহ) লিজ ভাড়া ভিত্তিতে স্থানান্তরিত শাকা এবং এটিএম সহ স্থাপনের জন্য পৃথক প্রবেশ পথ সহ আবশ্যক। প্রেমিসেস ব্যাঙ্কের আবশ্যক এবং স্পেশিফিকেশন মতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত আবশ্যক সুবিধা থাকতে হবে। ব্যাঙ্কের আবশ্যক মতো সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেস ১০-১৫ দিনের মধ্যে দখল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ/পক্ষগণকে ব্যাঙ্কের নির্ধারিত বয়ানে "**টেকনিক্যাল বিড**" এবং "**কমার্শিয়াল বিড**" শীর্ষাঙ্কিতভাবে দুই পৃথক সিলকরা খামে "টেকনিক্যাল বিড"/"কমার্শিয়াল বিড" **জোনাল ম্যানেজার, ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র, জোনাল অফিস, ২য় তল, ম্যাকলিওড হাউস, ৩ এন এস রোড, কলকাতা -৭০০০০১**, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় **২৮.০৭.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫ টার মধ্যে** দাখিল করতে হবে। উক্ত অফিস থেকে কাজের সময়ে টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে এবং ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.bankofmaharashtra.in** থেকেও "টেন্ডার" সেকশনের টেন্ডার বিজ্ঞাপন অধীনে ডাউনলোড করা যাবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও প্রস্তাব অগ্রাহ্য/বাতিল করার অধিকার রাখে। কোনও দালালি দেওয়া হবে না। অসম্পূর্ণ এবং বিলম্বিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচিত হবে না। আরও বিস্তারিত জন্য ই-মেল আইডি **gad_cal@mahabank.co.in,pln_cal@mahabank.co.in**, মোবাইল নং ৯৫৩৫৭৫২২৮৪/৮৩৯০৭২৯৪৫০ যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ : ১৪.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসিয়াল, জোনাল ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র

ময়দান

আগুন ঝরালেন ওয়াশিংটন, ব্যর্থ গিল-জয়সওয়াল! শেষ হাসি হাসতে ভারতের দরকার ১৩৫ ইংল্যান্ডের ৬ উইকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার লর্ডস টেস্টের চতুর্থ দিন শুরু হওয়ার আগে বেশিরভাগ বিশ্লেষকই ধরে নিচ্ছিলেন, এই ম্যাচ হয়তো ড্রয়ের দিকেই এগোচ্ছে। ড্র হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ৪৩ শতাংশ। কিন্তু মাত্র ৬১ ওভারের মধ্যেই পাল্টে গেল চিত্র। ইংল্যান্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৯২ রানে অলআউট হয়ে যায়। তখন পরিসংখ্যান বলছিল, ভারতের জয়ের সম্ভাবনা ৭৭ শতাংশ, ইংল্যান্ডের মাত্র ২৩। কিন্তু চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর সেই দৃশ্যপট আবার বদলে যায়। ভারতের সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্য মাত্র ১৯৩ রান। তবে এই রান তাড়া করতে নেমে ভারতের শুরুর তিন ব্যাটারই ব্যর্থ হন। শুভমন গিল দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ হন, যশস্বী জয়সওয়াল ও করুণ নায়ারও রান পাননি। যদিও লোকেশ রাহুল শুরু থেকেই ধৈর্য ধরে খেলছেন এবং ভাগ্য সহায় হওয়ায় একটি সহজ ক্যাচও ফসকে যায় ওকসের হাতে। দিনের শেষে ভারত ৪ উইকেটে ৫৮ রান তুলে কিছুটা বিপদে পড়ে আছে। এখনও প্রয়োজন ১৩৫ রান। তৃতীয় দিনের শেষ দিকে ম্যাচে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল জ্যাক ক্রলির সময় নষ্ট করার চেষ্টা ঘিরে। গিল ও সিরাজ ছিলেন বেশ উত্তেজিত। সেই রেশ রয়ে যায় চতুর্থ দিনেও। ভারতীয় ক্রিকেটারদের শরীরী ভাষা ছিল আগ্রাসী এবং শুরু থেকেই তারা ম্যাচে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল।রবিবারের সকাল থেকেই লর্ডসের উইকেট আচরণ করতে শুরু করে। বল সুইং করছিল এবং অসমান বাউন্সও দেখা যাচ্ছিল, যা ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলছিল।

বিপিন-এডমুন্ডদের নিয়ে ডুরান্ডের অনুশীলনে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপের অনুশীলনে নেমে পড়ল ইস্টবেঙ্গল দল। রবিবার বিকেলে বৃষ্টি ভেজা যুবভারতীর প্র্যাক্টিস গ্রাউন্ডে অনুশীলনে নামল লাল-হলুদ ব্রিগেড। নতুন-পুরনো মিলিয়ে উপস্থিত ছিলেন মোট ১৬ জন ফুটবলার। নতুনদের মধ্যে বিপিন সিং, মার্তান্ড রায়না, রামসঙ্গা, এডমুন্ডরা অনুশীলনে নেমে পড়লেন। এছাড়াও প্রথম দিনের অনুশীলনে গত বছর দলে থাকা বিষ্ণু, গুরসিমরত গিল, ডেভিড, জিকশন, সুমন দে, মহেশ, রাকিপ, মার্ক জো, সৌভিক, লালচুংনুঙ্গা এবং দুই গোলকিপার গৌরব শ ও দেবজিৎ মজুমদার ছিলেন।

আইএসএল আয়োজনে ফেডারেশনের অবস্থানে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগ আইএসএল নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত। আয়োজক সংস্থা এফএসডিএল ক্লাবগুলিকে জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত স্থগিত রাখছে আইএসএলের ২০২৫-২৬ মরশুম। ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (এফএসডিএল) এবং সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার (এআইএফএফ) মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা শেষ হচ্ছে চলতি বছরের ৮ ডিসেম্বর। দু'পক্ষের মধ্যে মাস্টার্স রাইট এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ এমআরএ নবীকরণ নাহলে আইএসএল আয়োজন সম্ভব নয়। এফএসডিএল ক্লাবগুলিকে চিঠি দেওয়ার পর পালটা বিবৃতি দিয়েছে ফেডারেশন।

সেই বিবৃতিতে এআইএফএফ নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। তবে ফেডারেশনের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বিবৃতিতে ফেডারেশন জানিয়েছে, মুম্বইয়ে এবং দিল্লিতে বৈঠক হয়েছিল। ৫ মার্চ এফএসডিএল চুক্তির নবীকরণ নিয়ে নতুন প্রস্তাব দেয়। ২১ এপ্রিল ফেডারেশন নিজেদের প্রস্তাব পেশ করে। ২৬ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বে এআইএফএফ কমিটির মাস্টার রাইটস চুক্তি নবীকরণের কোনও অধিকার নেই। ফেডারেশনের সংবিধান নিয়ে সর্বোচ্চ আদালত যতক্ষণ না রায় জানাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এফএসডিএলের সঙ্গেও চুক্তি স্বাক্ষর করা যাবে না।

বিবৃতিতে ফেডারেশন আরও জানিয়েছে, আইএসএল স্থগিত নিয়ে তারা অবগত। আইএসএলের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ক্লাব ও অন্যান্য সকলের সমস্যা কতটা গুরুতর সেটা জানে ফেডারেশন। প্রশ্ন উঠছে, গুরুত্ব সম্পর্কে ফেডারেশন অবগত হয়েও কেন এফএসডিএল -কে নিজেদের অবস্থান জানাতে এত দেরি করল। অন্যদিকে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলছেন, আইএসএল আসার পরেও কিই বা উন্নতি হয়েছে ভারতীয় ফুটবলের! র‍্যাঙ্কিং নেমেছে ১৩৩। বছরের পর বছর আইএসএল হয়েও কোনও উন্নতি নেই ভারতীয় ফুটবলের। বাংলা তথা একাধিক রাজ্যের ঘরোয়া লিগে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ। এমন দুরবস্থা চলতে থাকলে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলতে আর দ্বিধা থাকবে না।

ফুলবাগান সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম - ফুলবাগান, পোঃ- সীতাহাটি, জেলা - নদীয়া, পিন- ৭১৩১২৩
রেজিঃ নং- ১৭৪ (এন) :: তারিখ- ০৭.০৫.১৯৬২

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় R.O. তথা A.R.C.S. নদীয়া মহাশয়ের আদেশনামা ৭৮৬ তাং- ১৪/০৫/২০২৫ অনুসারে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী দুজন আধিকারিক ফুলবাগান সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির A.R.O. এর দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি। অদ্য ১৪/০৭/২০২৫ তারিখে সমবায় সমিতির খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, যাহা 'একদিন' সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং স্থানীয় গোবরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নোটিস বোর্ডে, কালীগঞ্জ B.D.O. অফিসের নোটিস বোর্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই খসড়া ভোটার তালিকায় সংযোজন সংশোধন ও বিয়োজন সম্পর্কে কারও কোনো আপত্তি থাকলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমিতির ম্যানেজার শ্রী সঞ্জু দাস বাবুকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। তারপর শুনানী হবে। শুনানীর পরে আগামী ২৯/০৭/২০২৫ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ ও সমবায় নিয়ম ২০১১ অনুসারে।

A.R.O.
স্বা:-শ্রী মলিন চৌধুরী (C.I.)
ফুলবাগান সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

A.R.O.
স্বা:-শ্রী অমল কৃষ্ণ অধিকারী (C.D.O.)
ফুলবাগান সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tender are invited from the all benefited agencies for execution of following works under BIJUR-II G.P. area. **1. Memo no.- 265/Bijur-II/2025, Tender no.- 16/2025-26, 2. Memo no.- 266/Bijur-II/2025, Tender no.- 17/2025-26 & 3. Memo no.- 267/Bijur-II/2025,Tender no.- 18/2025-26, Date-11/07/2025.** Closing date and time of Bid Submission - **19/07/2025 up to 5.30 P.M.** Please see details at Gram Panchayat Notice Board & website- **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ভাগ্যবন্তপুর নশীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম - ভাগ্যবন্তপুর, পোঃ- ভাগ্যবন্তপুর, জেলা - নদীয়া, পিন- ৭১৩৫০২
রেজিঃ নং- ২৫৪ (এন) :: তারিখ- ০৫.০৬.১৯৬৩

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় R.O. তথা A.R.C.S. নদীয়া মহাশয়ের আদেশনামা ৭৮৬ তাং- ১৪/০৫/২০২৫ অনুসারে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী দুজন আধিকারিক ভাগ্যবন্তপুর নশীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির A.R.O. এর দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি। অদ্য ১৪/০৭/২০২৫ তারিখে সমবায় সমিতির খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, যাহা 'একদিন' সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং স্থানীয় গোবরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নোটিস বোর্ডে, কালীগঞ্জ B.D.O. অফিসের নোটিস বোর্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই খসড়া ভোটার তালিকায় সংযোজন সংশোধন ও বিয়োজন সম্পর্কে কারও কোনো আপত্তি থাকলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমিতির ম্যানেজার শ্রী জয়ন্ত কুমার মন্ডলের কাছে লিখিতভাবে জানাতে হবে। তারপর শুনানী হবে ২৬/০৭/২০২৫ তারিখে। শুনানীর পরে আগামী ২৯/০৭/২০২৫ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ ও সমবায় নিয়ম ২০১১ অনুসারে।

A.R.O.
স্বা:-শ্রী মলিন চৌধুরী (C.I.)
ভাগ্যবন্তপুর নশীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

A.R.O.
স্বা:-শ্রী অমল কৃষ্ণ অধিকারী (C.D.O.)
ভাগ্যবন্তপুর নশীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (একটি সরকারী সংস্থা)
WEST BENGAL GRAMIN BANK (A Govt. Enterprise) PBGB BGVB UBKGB

বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয়
চৌধুরী মার্কেট, কালনা রোড,
বাদামতলা, পূর্ব বর্ধমান,
পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩১০১, www.wbgb.co.in

বর্ধমান অঞ্চলের অন্তর্গত কান্দরা শাখার জন্য ভবন প্রয়োজন

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংক, কান্দরা (জেলা পূর্ব বর্ধমান) শাখার জন্য প্রায় ৮০০-১০০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া বিশিষ্ট, সুনির্মিত ও প্রস্তুত হ'ল টাইপ অফিস ব্যবহারের উপযোগী ভবন ভাড়াভিত্তিতে প্রয়োজন। ভবনটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভূমিতল বা প্রথম তলায় হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এতে ভালো ফ্রন্টেজ, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সুবিধাসহ সকল প্রয়োজনীয় সুবিধা এবং অন-সাইট এটিএম স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত ১০০ বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে। স্থানটি কান্দরা চৌরাস্তার নিকটবর্তী হলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রাঙ্গণের ঠিকানা গ্রাম - কান্দরা, ডাকঘর , জ্ঞানদাস কান্দরা, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন , ৭১৩১২৯। প্রস্তাবিত ভবনটি অবশ্যই সমস্ত প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদনসহ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার যেকোনো ইচ্ছুক জমি ও বাড়ির মালিক / পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডারগণ ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংকের বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয় বা কান্দরা শাখা থেকে নির্ধারিত ফরম্যাট সংগ্রহ করে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে পারবেন। পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে (অর্থাৎ ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের মধ্যে) উল্লেখিত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে কোনো প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

আঞ্চলিক প্রধান

ডুবিরভেড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নম্বর-৮৬ (এইচ-জি), তারিখ- ১৩/ ০৬/ ১৯৬০
গ্রাম- ডুবিরভেড়ী, পোস্ট অফিস- কারিচা, ব্লক- পোলবা-দাদপুর, জেলা- হুগলী

স্মারক নং-04/ARO/PACS/DUBIRBHERISKUS2025 তারিখ - 14.07.2025

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন এবং বিশেষ সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ডুবিরভেড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরেজি ১৭.০৮.২০২৫ তারিখ, সকাল ১১.০০ টায় ডুবিরভেড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর প্রধান কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন পরিশেষে বিশেষ সাধারণ সভা সংঘটিত হবে। উক্ত পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্য/ সদস্যাগণকে উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন তথা বিশেষ সাধারণ সভায় যোগদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্বাচন ক্ষেত্রভিত্তিক পরিচালক মন্ডলীর আসন সংখ্যা, নির্বাচনী নির্ঘন্ট ও নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হলো।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সমবায় সমিতি সমূহের পরিদর্শক
পোলবা-দাদপুর সমষ্টি উন্নয়ন

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ঃ-

১. নির্বাচন ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি ও উপবিধিতে উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য/ সদস্যার যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পদের জন্য তারা প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন গ্রাম / মৌজা	ভোটার সংখ্যা	পরিচালকমণ্ডলীর পদের সংখ্যা (এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন)
১	ডুবিরভেড়ী মৌজা	৮৯৫	**সর্বমোট ৯(নয়) জন** [তন্মধ্যে **২(দুই)** জন মহিলা (সংরক্ষিত পদ), **১(এক)** জন তপশিলি জাতি/ উপজাতি এর অন্তর্গত (সংরক্ষিত পদ)]*

*** In accordance with the Cooperative Election Commission Circular: Memo No. 1423-CEC/IV-01/2012-13 Dated: 17.07.2017**

সর্বমোট নির্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা **১ (এক) টি**, মোট ভোটার সংখ্যা **৮৯৫ জন** এবং সর্বমোট পরিচালকমন্ডলীর পদের সংখ্যা **৯ (নয়)** জন।

২. নির্বাচন ক্ষেত্রে যতজন অনুমোদিত পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন, ভোট-পত্রে(ব্যালট পেপারে) অনধিক ততগুলি ভোট দিতে হবে।

৩. নির্বাচন-সূচী

ক্র. নং.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ	৩১.০৭.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
২	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	০১.০৮.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	০৪.০৮.২০২৫	দুপুর ১২টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৪.০৮.২০২৫	মনোনয়ন পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	০৫.০৮.২০২৫	দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার-পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৫.০৮.২০২৫	দুপুর ৩টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৭	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	১৭.০৮.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৮	ভোট গণনা	১৭.০৮.২০২৫	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৯	ভোটের ফল প্রকাশ	১৭.০৮.২০২৫	ভোট গণনার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ

৪. সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সর্বনিম্ন ১৯ বছর হতে হবে এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সমিতিতে সেই ব্যক্তির সদস্যপদের বয়স সর্বনিম্ন এক বছর হতে হবে। সমিতির কোনো ঋণ-খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া প্রার্থীর পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৮ সি (১০) ও সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ এর নিয়ম ৪২(সংশোধনী সহ) এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচনী আয়োগ এর রেগুলেশন ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।

৫. মনোনয়নপত্র গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক (কেবলমাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

৬. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমান হিসাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহের মধ্যে যে কোনো একটি নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।

৭. কোনো কারণে কোনো সদস্য/সদস্যা এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অবহিত না হতে পারলে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণপত্র নিয়ে ভোট-দান করতে পারবেন।

৮. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থক-কে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/ সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক/ সমর্থক হতে পারবেন না।

৯. প্রার্থী মনোনয়নপত্রে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।

১০. সংরক্ষিত তপশিলি জাতি/ উপজাতি আসনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তার তপশিলি জাতি/ উপজাতি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট শংসাপত্রের কপি প্রদান করতে হবে।

১১. সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাগণকে উক্ত সভায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারি বিধি মেনে চলার অনুরোধ করা হচ্ছে।

১২. কোনো সদস্য/ ভোটার/ প্রার্থী যে কোনা বিষয়ে অবগত হতে চাইলে তাকে সমিতিরি কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
ডুবিরভেড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

স্বা /- সৌরভ বোস
সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
ডুবিরভেড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩১.০৭.২০২৫ (ক্রম নং ১) এবং ২০.০৮.২০২৫ (ক্রম নং ২)
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ৩১.০৭.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১,০৫,২৪,০৮০.৭৩ টাকা (এক কোটি পাঁচ লাখ চব্বিশ হাজার আশি টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা)** ০১.১১.২০০৭ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স গাঙ্গুলি ইলেক্ট্রনিকস, ঠিকানা :** ১৪৯/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড, মসজিদ মোড়, কলকাতা - ৭০০০৪১। **১) শ্রী সৌমিক গাঙ্গুলি ২) শ্রীমতী চন্দ্রা গাঙ্গুলি, উভয়ের** ঠিকানা - ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ১৪, বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪০ কাছ থেকে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি পরিমাণ ৪ কাঠা ৫ ছটাক, সুকান্ত পল্লি, মৌজা : হরিদেবপুর, জেএল নং ২৫, থানা : হরিদেবপুর, খতিয়ান নং ৬২০, আরএস নং ৩৫, আরএস দাগ নং ৯৫৩ এবং ৯৫৯ (অংশ), কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **উল্লেখ্য দলিল নং ৩৮২০-১৯৯৬। সম্পত্তি শ্রী তিমির গাঙ্গুলির নামে।**
সংরক্ষিত মূল্য : ১৭,৯৪,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা ১,৭৯,৪০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৪.০৭.২০২৫ | সম্পত্তির আইডি : SBIN77066131527 | যোগাযোগ নং ৯৮৩০৯৮২৯৯১

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ২০.০৮.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩০,২৯,০৯১.০০ টাকা (তিরিশ লাখ উনত্রিশ হাজার একানব্বই টাকা) ৩০.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী প্রদ্যুত ঘোষ,** পিতা গোবিন্দ ঘোষ **এবং জামিনদাতা : শ্রীমতী স্বাতী ঘোষ বিশ্বাস** স্বামী প্রদ্যুত ঘোষ **উভয়ের ঠিকানা** - বাঘাডাঙা লেন, কৃষ্ণনগর, নদিয়া - ৭৪১১০১ কাছ থেকে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **বিক্রয় দলিল নং ৫৮৫৪-২০১৭ সালের** (বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০২-২০১৭, পৃষ্ঠা ৯৭১৪৭ থেকে ৯৭১৬৭) এডিএসআর কৃষ্ণনগর, নদিয়া, জেএল নং ৯২, মৌজা : কৃষ্ণনগর,খতিয়ান নং আরএস ৩০৬২/৮, এলআর পুরানো ৯৯১৩, বর্তমান ৪৬৬২১, ৪৬৫১৯, প্লট নং ৪২৩, এলআর ২০৭৮, হোল্ডিং নং ৩০, ডাক বাংলো রোড (পুরানো), ডন বসকো লেন, ওয়ার্ড নং ১৭, এরিয়া ২ শতক, **সম্পত্তি শ্রীমতি স্বাতী ঘোষ বিশ্বাস এবং শ্রী প্রদ্যুৎ ঘোষ এর নামে।**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **বিক্রয় দলিল নং ৫৮৫৫-২০১৭ সালের** (বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০২-২০১৭, পৃষ্ঠা ৯৭২০০ থেকে ৯৭২১৫) এডিএসআর কৃষ্ণনগর, নদিয়া, জেএল নং ৯২, মৌজা : কৃষ্ণনগর, খতিয়ান নং আরএস ৬৯৫২, এলআর পুরানো ৯৯১৩, বর্তমান ৪৬৬২১, ৪৬৫১৯, প্লট নং ৪২২, এলআর ২০৮০, হোল্ডিং নং ৩০, ডন বসকো লেন, ওয়ার্ড নং ১৭, এরিয়া ২ শতক, সম্পত্তি শ্রীমতি স্বাতী ঘোষ বিশ্বাস এবং শ্রী প্রদ্যুৎ ঘোষ এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল নং ৫৮৫৪ এবং ৫৮৫৫ -২০১৭ সালের অনুযায়ী) : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : ডন বসকো ওয়ার্কশপ, পূর্বে : ডন বসকো সরণি, পশ্চিমে : শ্রী সিমন মন্ডল।
সংরক্ষিত মূল্য ২৭,৬০,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা : ২,৭৬, ০০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৪.০৭.২০২৫ | সম্পত্তির আইডি : SBIN78289816543 | যোগাযোগ নং ৯৮৩০৯৮২৯৯১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ১৪.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭২৯১৪৯

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ৩১.০৭.২০২৫ (ক্রম নং ১)
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বকেয়া পরিমাণ	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**শ্রী সৌমেন সেন,** পিতা শ্রী শক্তি পদ সেন, **সাকিন :** স্কুল বাজার, পো : মেদিনীপুর (আনন্দ লজের নিকট), থানা : কোতোয়ালী, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১১০১। **এবং** "সিন্ডিকান প্রোজেক্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন", ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতলে, ক্ষুদিরাম নগর, রাজাবাজার (কে ডি কলেজের নিকট), পো মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালী, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর। পিন : ৭২১১০১।	**৩১,৬৭,৯১১.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ সাতষট্টি হাজার নশো এগার টাকা) ৩০.১২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ৩১.১২.২০২৩ থেকে বকেয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৬৬৬.৭০ কমবেশি ফ্ল্যাট নং ৩বি, চতুর্থতলে, উক্ত জি-৪ তলা ভবনে, সিন্ডিকান প্রোজেক্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন (প্রা) লি, দুই বেড রুম, এক ডব্লু/সি, এক কিচেন, ১ ডাইনিং/লিভিং এবং বারান্দা, সকলের ব্যবহারের লিফট সুবিধা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির এবং চাতালের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ মৌজা : কেরানিটোলা, হোল্ডিং নং ১৮৮/৩, ক্ষুদিরাম নগর,আরএস প্লট নং ২৭১ (অংশ), এলআর প্লট নং ১৪২৬ (অংশ), এলআর খতিয়ান নং ২২০৭, জেএল নং ১৭১, পো : মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালী, মেদিনীপুর অধীন, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, **নথিভুক্ত সম্পত্তি শ্রী সৌমেন সেন এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ৫৯৯৮/২০১৭,** ডিএসআর-১, পশ্চিম মেদিনীপুর সমীপে। **(সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত)**	৩০,৩২,০০০.০০ টাকা / ৩,০৩,২০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা / **যোগাযোগের ব্যক্তি** ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯৬১৬ / **পর্যবেক্ষণের তারিখ** ২৪.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৮.০৮.২০২৫ (ক্রম নং ২)
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বকেয়া পরিমাণ	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
২	**শ্রীমতি শিল্পী সেন (সহ ঋণগ্রহীতা এবং প্রয়াত অসিত কুমার সেন এর আইনি উত্তরাধিকারী),** সুবুদ্ধিপুর, পো এবং থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৪। **শ্রী হিমন সেন, (প্রয়াত অসিত কুমার সেন এর আইনি উত্তরাধিকারী),** সুবুদ্ধিপুর, পো এবং থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৪। **কুমারী রূপকথা সেন (প্রয়াত অসিত কুমার সেন এর আইনি উত্তরাধিকারী),** সুবুদ্ধিপুর, পো এবং থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৪। **শ্রী মন্টু নস্কর (জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত নিমাই নস্কর, বারুইপুর, এস ডি চ্যাটার্জি রোড, (কমলা ক্লাবের নিকট), কলকাতা : ৭০০১৪৪।	**২৪,৮১,৯৫৮.৪৬ টাকা (চব্বিশ লাখ একাশি হাজার নশো আটান্ন টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) ৩১.১২.২০১৮ অনুযায়ী** আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ ৩ কাঠা ৩ ছটাক ৪০ বর্গফুট তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : সুবুদ্ধিপুর, জেএল নং ৩২, তৌজি নং ২৬৮, আরএস খতিয়ান নং ১০৪, এলআর খতিয়ান নং ৩৫২০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৯৩, থানা এবং এডিএসআর- বারুইপুর, হোল্ডিং নং ৪৭৮/৫, ওয়ার্ড নং ২, বারুইপুর পুরসভা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি নথিভুক্ত অসিত কুমার সেন এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-৪৪৬৭-২০০২,** ডিএসআর আলিপুর, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৯১, পৃষ্ঠা ৩৬৩ থেকে ৩৭০। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)।**	৩৫,৩৫,০০০.০০ টাকা / ৩,৫৩,৫০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা / **যোগাযোগের ব্যক্তি** ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯১৪৯ / **পর্যবেক্ষণের তারিখ** ২৩.০৭.২০২৫ এবং ১১.০৮.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৪.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ১৪ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরাও তাঁদের নিজের গুরুত্ব অনুযায়ী সম্মানিত হোক

শুভজিৎ বসাক

দীর্ঘদিন যাবৎ স্বাস্থ্য পরিসরে ভালো পরিষেবা প্রদানের দরুন ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে চিকিৎসক ও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে নার্সিং পেশার কর্মীদের বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হয় কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিগত সহায়ক চিকিৎসা পরিষেবায় যে বিভাগটি আড়ালে কাজ করে যায় কিন্তু সামনে আনা হয় না, তারা মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট এবং তারাও বিশিষ্ট পুরস্কারে ভূষিত হলে তাদেরও কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

প্রসঙ্গত, ২৫৯ বছর আগে ৮ই জুলাই, ১৭৬৬ সালে, 'আধুনিক মেডিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের জনক' ডমিনিক-জিন ল্যারি, যিনি ফরাসি সামরিক ডাক্তার হিসাবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সেনাদলে প্রধান সার্জন পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত ফলাফল এই মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পরিসর। নির্দিষ্ট কিছু সেনাদের যথাযথ বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দিয়ে তাঁদের প্রশিক্ষিত করে তোলেন এবং তৎকালীন সময়ে প্যারামেডিকেল যা আজকের দিনে মেডিকেল টেকনোলজি বিভাগের সূত্রপাত হয় যাদের ওপর ভিত্তি করে আহত সেনাদের প্রাণের মূল্যের কথা অনুভব করে আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ও আধুনিক ট্রাইজ সিস্টেম চালু করেন যার মাধ্যমে মিত্র ও শত্রু দুই পক্ষের সেনাই চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ হয় এবং ল্যারি বিশ্ব বন্দিত হয়ে ওঠেন। এই আধুনিক ট্রাইজ সিস্টেমের মধ্যে ক্রমে উন্নীত হয়ে আজ সমগ্র মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বিভাগ অর্থাৎ অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্ট, পারফিউশন টেকনোলজিস্ট, সিএসএসডি টেকনোলজিস্ট, ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট সহ সমস্ত বিভাগ আওতাভুক্ত হয়েছে- যাদের মুখ্য কাজ হল আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা পরিসরের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে রোগ নিরসনে চিকিৎসকদের যথাযথ সাহায্য করা।

অতএব মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পরিসরটি বৃহৎ যাকে জানলেই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসা পরিষেবা সম্পর্কে বিশদে ধারণা পাওয়া সম্ভব। এই পরিসরের চালিকাশক্তি অবশ্যই প্রতিটি বিভাগের অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ধারণাপ্রসূত তাই যথাযথ খাতে নির্দিষ্ট বিভাগের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সারা ভারতে দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শন রেখেছে। এই রাজ্যে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের ২০১৮ সালের আগে অবধি ৬ই এপ্রিল ১৯৬০ সালে কার্যকরী এক আইন মোতাবেক 'নন মেডিকেল টেকনিক্যাল পার্সোনাল' (NMTP) বিভাগীয় আওতাভুক্ত করা হয়ে থাকতো যা পরবর্তীকালে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্বাস্থ্য পরিসরে অবদান ও গুরুত্বকে মাথায় রেখে সম্পূর্ণ আলাদা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রশাসনে ২০১৮ সালের জুন মাসে নির্মিত হয় এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের লক্ষ্যে 'টেকনিশিয়ান' শব্দটি চিরতরে অবলুপ্ত করে প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট স্বাস্থ্যকর্মী পদে উন্নীত করা হয়। আর সম্প্রতি ভারত সরকারও পশ্চিমবঙ্গকে অনুসরণ করে অবশেষে ১লা জুলাই, ২০২৫ তারিখে ঘোষণা করেছে যে আধুনিক ট্রাইজ সিস্টেমের ধারকদের আর প্যারামেডিকেল স্টাফ বা টেকনিশিয়ান হিসাবে নয় বরং 'অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার' কর্মী হিসাবে অভিহিত করতে হবে যেক্ষেত্রে এই শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিসরে ঐক্যবদ্ধ কাঠামোর অধীনে পেশাগুলিকে নির্দিষ্ট করল। এই মর্মে প্রতিটি রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিলকে অবগত করে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

তবুও আক্ষেপজনক বিষয়টি হল, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশকে একপ্রকার উপেক্ষা করেই পুরানো রীতিতে শুধুই নার্সিং পরিষেবায় নিয়োজিত কর্মীদের ইনচার্জ পদ দিয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয় যারা অযাচিতভাবে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু বাস্তবিক পরিসরে এরাও ইনচার্জ পদের দাবীদার কারণ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিসরে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অর্জিত গ্র্যাজুয়েশন ও সার্টিফিকেট সহ কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের দরুন অতএব অচলায়তন ভেঙ্গে স্বাস্থ্য প্রশাসনের এগিয়ে চলার সময় এসেছ।

এক্ষেত্রে রাজ্যে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিলটিও দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামোগত সংস্কারাধীন রয়েছে যা দ্রুত পুনর্নির্মিত হয়ে নিয়মানুযায়ী রাজ্য সরকার অধীন প্রতিটি পরিসরের অভিজ্ঞ মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নিয়ে আবার সক্রিয় হয়ে উঠলে রাজ্য সরকারের মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে।

প্রতি বছর ৮ই জুলাই ডমিনিক-জিন ল্যারির অবদানকে মনে রেখে 'বিশ্ব মেডিকেল টেকনোলজিস্ট দিবস' পালিত হয়ে আসছে এবং এই বিশেষ দিনে তাঁকে উদ্দেশ্য করেই আধুনিক অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ারের অন্তর্গত বৃহৎ পরিষেবার প্রতিটি বিভাগের দক্ষ মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের বাকি স্বাস্থ্যকর্মীদের মত সম্মানিত করা হোক- এই অনুরোধ রইল স্বাস্থ্য প্রশাসনের কাছে।

জোশেফ প্রিস্টলি ও বিশুদ্ধ অক্সিজেন

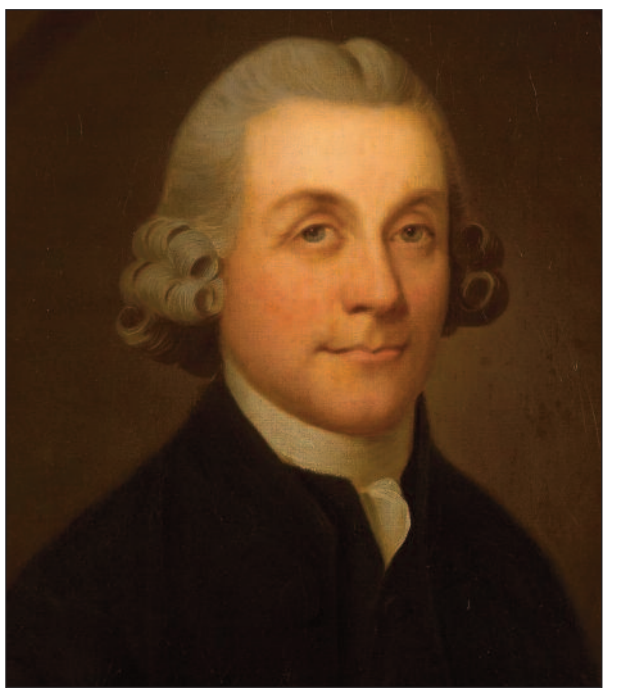

ডাঃ শামসুল হক

মুমূর্ষ রোগীদের প্রাণ রক্ষার জন্য যে প্রয়োজন অক্সিজেনের সেটা ভীষণভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন প্রখ্যাত ইংরেজ রসায়নবিদ তথা বৈজ্ঞানিক জোসেফ প্রিস্টলি। ছোটখাটো চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়েই তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর কাজও। অবশ্য তেমন কাজ করাটা তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাসও। আর সেই কাজ করতে করতেই তিনি পেয়ে যান অজানা অনেক রহস্যও। তারপর সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই শুরু করেন তাঁর নিরলস গবেষণাকর্মও। অনেক সময়ই পেয়ে যান ঈপ্সিত সাফল্য এবং সেটা উৎসর্গ করেন জনসেবার উদ্দেশ্যেও।

মহান সেই মানুষটির অক্সিজেন আবিষ্কারের ঘটনা ঘটেছিল তেমনই একটা বিষয়ের উপরই ভিত্তি করে । সেটা ১৭৭৪ সালের আগস্ট মাসের একটা সকালের ঘটনা। সেদিন প্রিষ্টলি ভীষণভাবে ব্যস্ত ও ছিলেন নিজের কাজে। তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন লাল পারদ থেকে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাকেই সঠিকভাবে চিহ্নিত করা।

তা সেদিন তিনি তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে সেই কাজ টাই করছিলেন অত্যন্ত মনযোগ সহকারে। লাল পারদ থেকে নির্গত হচ্ছিল অচেনা অজানা একটা গ্যাসও। আর সেটাকে তিনি নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ ও করছিলেন। কিন্তু সহসাই ঘটে যায় একটা বিপত্তি। কোথা থেকে একটা নেংটি ইঁদুর ছুটে এসে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে তাঁর চারপাশে।

ঘটনায় ভীষণভাবে বিব্রত হন তিনি। নষ্ট হয়ে যায় তাঁর নিজস্ব মনঃসংযোগও। তখন নানাভাবে চেষ্টা করেন ইঁদুরটাকে তাড়াতেও। কিন্তু নাছোড়বান্দা ছোট্ট সেই প্রাণীটা কিছুতেই সরতে চায় না। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর প্রিষ্টলি ধরে ফেলেন এবং তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন গ্যাস ভর্তি সেই পাত্রেরই মধ্যে। তারপর ভালভাবে বন্ধ করে দেন পাত্রের মুখটাও যাতে পালাবার কোন সুযোগই সে না পায়।

সেদিন আর কোন কাজেই মন বসে না প্রিষ্টলির । তিনি চলে যান তাঁর নিজের বাগানে। সেখানকার মুক্ত পরিবেশে অতি নিশ্চিন্তে কিছুটা সময় কাটানোর পর মনটা একটু সতেজও হয় তাঁর। তারপর আবার পা বাড়ান তাঁর নিজস্ব গবেষণাগারের দিকে। ভাবেন এবার পরের কাজটা সারতে হবে তাঁকে। মনে মনে কল্পনা করেন এতক্ষণে ইঁদুরটার ভবলীলাও নিশ্চয়ই সাঙ্গ হয়েছে। কারণ ছোট্ট একটা পাত্রে যেটুকু অক্সিজেন আছে তাতে তার এতক্ষণ বেঁচে থাকা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়।

ল্যাবরেটরিতে পৌঁছেই তাঁর চোখ চলে যায় সেই পাত্র এবং অতি অবশ্যই সেই ইঁদুরটার দিকেও। আর সবকিছু দেখে পরম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান তিনি। দেখেন

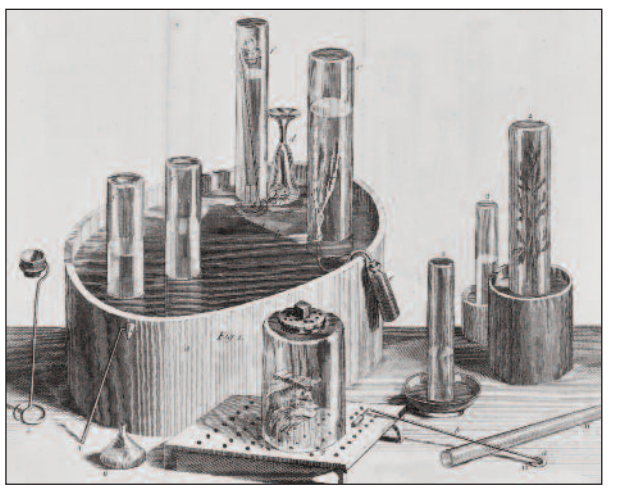

তখন ও পর্যন্ত বেঁচে আছে ছোট্ট সেই প্রাণীটা। শুধু বেঁচেই পাত্রের মধ্যে মহা আনন্দে ঘোরাঘুরিও করছে সে। ঘটনার আকস্মিকতায় ভীষণভাবে বিস্মিত ও হলেন জোশেফ প্রিষ্টলি। মনে মনে ভাবলেন কিভাবে সম্ভব অতি অলৌকিক এই ঘটনা ঘটা? তিনি তো কিছুতেই মেলাতে পারছেন না তাঁর অঙ্ক। তখন তিনি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন সেই পাত্রটার দিকে। চিন্তাও করতে থাকেন অনেকে কিছু। তারপর তাঁর মনে হল তাহলে কি পাত্রের মধ্যে অন্য কোন গ্যাসের উপস্থিতি ছিল? সেটাই কি ইঁদুরটাকে এখনও পর্যন্ত জীবিত রাখতে সাহায্য করেছে? আর সেটা যদি সত্যিই হয় তাহলে তো সেটা উপকারে লাগবে আরও অনেক কাজে। প্রাণ বাঁচবে মানুষেরও।

ফলে আবার নতুন করেই শুরু হল তাঁর গবেষণার কাজ। একা একা সবকিছু পেরে উঠবেন না ভেবে সঙ্গে নিলেন একজন বিশ্বস্ত সহকারীকেও । চলল অনেক গবেষণার কাজ ও । অবশেষে জানা গেল যে তপ্ত লাল পারদ থেকে যে গ্যাসটা নির্গত হয়েছে সেটা আর কিছুই নয়, আমাদের অতি প্রয়োজনীয় এক উপাদান অক্সিজেন গ্যাস।

গ্যাসট্রিকের সমস্যায় ভুগছেন? রোজকার রান্নায় তিনটে জিনিস মেশান! তারপর দেখুন ম্যাজিক

সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকলে, ইচ্ছে না হলেও, ফাস্ট ফুড খাওয়া হয়েই যায়। ফলে গ্যাসস্ট্রিকের সমস্যা দেখা যায়। অনেক ওষুধ খেয়েও বার বার ফিরে আসে এই গ্যাসস্ট্রিক। একটাই উপায়, বাইরের খাবারকে একেবারেই দূরে সরিয়ে রাখুন। কিন্তু সেটা কি সব সময় সম্ভব! বরং বাড়ির রান্না করার স্টাইলটাই বদলে ফেলুন। দেখবেন এই সমস্যা কাছেও ঘেঁষবে না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্যাসস্ট্রিকের সমস্যা দূর করতে দারুণ কাজ করে রসুন, জোয়ান এবং গোলমরিচ। তাই বাড়িতে পদ রান্নার সময় এই রসুন, জোয়ান ও গোল মরিচ দেওয়ার চেষ্টা করুন। দেখবেন স্বাদও ভাল হবে, আবার শরীর খারাপও হবে না।

গোলমরিচ, রসুন শরীরের ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যদিকে জোয়ান হজমশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। তাই এই তিন জিনিস রান্নায় দিলে গ্যাসস্ট্রিক হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

৫ পাতার হরেক গুণ খালি পেটে চিবিয়ে খেলেই হবেন তরতাজা ও রোগমুক্ত

রোগমুক্ত জীবন কে না চায়! কিন্তু আজকালকার দিনে রোগমুক্ত থাকা যেন একটা চ্যালেঞ্জ। আপনি কি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মানেন? তাহলে যদি রোগমুক্ত শরীর চান একখানা ছোট্ট উপায় মানতে পারেন। ঘুম থেকে উঠেই যদি চাঙ্গা অনুভব করতে চান, তাহলে খালি পেটে চিবিয়ে খেতে হবে বেশ কয়েকটি পাতা। জানেন সেই পাতা কোনগুলি?

আসলে সবুজ ও টাটকা পাতার প্রচুর পুষ্টিগুণ। খনিজ, ভিটামিন, অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর বেশ কয়েকটি পাতা কাঁচা অবস্থায় চিবিয়ে খেলে দারুণ উপকার মেলে। দেখে নিন তেমন পাঁচ রকমের সবুজ পাতা, যা কাঁচা অবস্থায় চিবিয়ে খেলে শরীর ভালো থাকবেই, সঙ্গে লাগবে বেশ ফ্রেশ। নিম্নে সেই পাতাগুলি উল্লেখ করা হল —

পুদিনা পাতা—
অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর পুদিনা পাতা। এই পাতা কাঁচা অবস্থায় চিবিয়ে খেলে মুখগহ্বরে থাকা ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা আটকে যায়। পাশাপাশি এই পাতা বার্ধক্য কমাতে সাহায্য করে।

তুলসী পাতা— তুলসী পাতার যত উপকারিতার কথা বলা হয়, ততই যেন কম। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। সর্দি কাশি, সংক্রমণজনিত রোগ প্রতিরোধে সহায়ক। কাঁচা তুলসী পাতা চিবিয়ে খেলে হজমের সমস্যা কমে যায়। যাদের ঠান্ডা লাগার ধাত রয়েছে তাদেরও এটি খাওয়া ভালো।

পালং শাক— সবজি করে পালং শাক অনেকেই খান। তবে এটি কাঁচা অবস্থায় খেলে অনেক উপকার মেলে। ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফোলেচের মতো নানা খনিজ রয়েছে পালং পাতায়। ভিটামিন এ, সি ও কে রয়েছে পালং শাকে।

কারি পাতা— শরীরে জমে থাকা টক্সিন দূর করে কারি পাতা। খালি পেটে এই পাতা চিবিয়ে খেলে হজম শক্তি বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য।

কারিপাতা— বেশ কার্যকর। যা ত্বক এবং চুলের জন্যও খুব ভালো।

সজনে পাতা— এই পাতায় নানা ধরনের ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। খালি পেটে সজনে পাতা চিবিয়ে খেলে হজম খুব ভালো হয়। শরীরও সুস্থ থাকে।

যদি কোনও রকম পাতা কাঁচা চিবিয়ে খেলে শরীর খারাপ বোধ হয়, তা হলে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া উচিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য— উপরিল্লিখিত তথ্য শুধুমাত্র পাঠককে জানানোর জন্য। এই ধরনের পাতা খেয়ে যদি কোনও শারীরিক সমস্যা হয়, তা হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভাবনীয় সাফল্য, এআই প্রযুক্তির সাহায্যে অন্তঃসত্ত্বা হলেন মহিলা

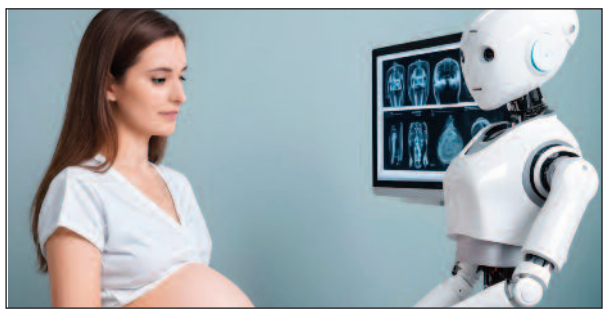

গোটা বিশ্বেই বন্ধ্যাত্বর সমস্যা এক বিরাট সমস্যা। আধুনিক সময় আইভিএফ ও সারোগেসির মাধ্যমে অনেকটাই সমস্যার সমাধান হয়েছে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে আইভিএফ বা টেস্ট টিউব প্রক্রিয়া সফল হয় না। যেমন, বিয়ের ১৯ বছর পরও সন্তানধারণ করতে পারছিলেন না আমেরিকার এক মহিলা। ১৫ বার আইভিএফ সাইকেল ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির হাত ধরে অসাধ্য সাধন করেছেন আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। এআই প্রযুক্তির সাহায্যে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন বিয়ের ১৯ বছর পরও সন্তানহীন ওই মহিলা। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে STAR নামক নয়া পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তানধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন ওই মহিলা। নয়া পদ্ধতিতে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। STAR অর্থাৎ Sperm Tracking and Recovery। যা মানুষের চোখ এড়িয়ে যায় তা করতে পারে এআই প্রযুক্তি। STAR প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্র এক ঘণ্টায় ৮০ লাখ ছবি তুলতে পারে। ছোট্ট শুক্রাণুকেও আলাদা করতে চিহ্নিত করতে পারে এআই। আলাদা যন্ত্রর মাধ্যমে শুক্রাণুকে পৃথক করা হয়। ৫ বছর লেগেছে এই বিশেষ যন্ত্র তৈরি করতে।

জানা গেছে, ওই মহিলার স্বামী azoospermia নামক বন্ধ্যাত্বর সমস্যায় ভুগছেন। এই রোগে বীর্যে শুক্রাণু পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও তা এতই ছোট যে চিহ্নিত করা যায় না। অনেক সময় শুক্রাণুর পথে বাধা থাকে অথবা শুক্রাণু তৈরি হয় না। কিন্তু আমেরিকার মহিলার ক্ষেত্রে এআই প্রযুক্তি নির্ভর STAR প্রযুক্তির সাহায্যে সুস্থ শুক্রাণু সুস্থ ডিম্বাণুর সঙ্গে নিষিক্ত করা হয়েছে।